(গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও তিথিভেদে অবশ্য কীর্ত্তনীয়)

শ্রীশ্রীগৌরগণ-সংক্ষিপ্ত-চরিত-রত্নাবলী ।

(প্রথমখণ্ড)

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা ও শিবখোর কুণ্ডসংস্কারক, কুসুম-সরোবরের প্রাচীন জঙ্গলরক্ষক, শিকার নিবারক, বনযাত্রার বিশ্রামদিন বিবর্দ্ধক, শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন বাঁধ'ঘাট গুলির উপর দিয়া শ্রীযমুনার গতি পরিবর্ত্তনের আন্দোলনকারী, প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ লীলাভিনয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীব্রজমণ্ডল গ্রন্থাবলী-শ্রীনবদ্বীপ দর্পণদ্বয়-শ্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় চিত্রাবলী-শ্রীশ্রীগৌরগণ-চরিত-রত্নাবলী-সংক্ষিপ্ত নিত্য ক্রিয়া পদ্ধতি-সেবারতি কীর্ত্তন-পদাবলী রচয়িতা, শ্রীনবদ্বীপের লুপ্ত বৈষ্ণব তীর্থের আন্দোলনকারী, প্রাচীন মায়াপুর গ্রাম প্রতি-ষ্ঠাপক ও [illegible] প্রথ [illegible] চক, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও ন[illegible]

শ্রীব্রজমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

— :*: —

শ্রীপাট খড়দহ ও ১১/এ গৌরদেব লেন—বহুবাজার কলিকাতা নিবাসী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশোদ্ভব, পরম পূজ্যপাদ প্রভু শ্রীল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী জীউর অর্থ প্রকাশিত ।

গ্রন্থ প্রাপ্তি স্থান—(১) [illegible] ১১/এ গৌরদেব লেনস্থ [illegible] ঠিকানায় গ্রন্থ প্রকাশকের [illegible] ও শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রাচীন মায়াপুর ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র ।

গ্রন্থকারের নিবেদন।



শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় "গৌরগণ চরিত রত্নাবলী" নামক (বত্রিশ চরিত্র সম্বলিত) সুবৃহৎ গ্রন্থ যদিও রচিত হইয়াছে, তথাপি ব্যয় বাহুল্য হেতু ঐ গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্য আজ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠীত বা সম্পাদিত হয় নাই। এ দিকে ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্য্যায় অবলম্বনে এবং প্রাচীন মহাজন গণের বিরচিত পদাবলী সংগ্রহ দ্বারা এই "গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত্র-রত্নাবলী" প্রথম খণ্ড নামক গ্রন্থ খানা রচিত ও মুদ্রিত হইল। শ্রীপাট খড়দহ বাসী শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব প্রভুপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী জীউ আমার প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হইয়া, স্বীয় অর্থ ব্যয়েই এই প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করাইলেন। এই গ্রন্থ খানা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় সমন্বিত গ্রন্থ। বৎসরের বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিজ পরিকর গণের তিরোধান সম্বন্ধীয় যে সমস্ত শোক কীর্ত্তন শ্রীবৈষ্ণব গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার ক্রম ও প্রতি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া বৎসরের বিশেষ বিশেষ তিথি ভেদে কীর্ত্তনাদি ও ভক্তচরিত্র আস্বাদন করা পক্ষে এই গ্রন্থ খানা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ অনুকূলতা বিধান করিবে। এই গ্রন্থে কোন রূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিষয়ক দোষ থাকিলে, বৈষ্ণবগণ নিজগুণে ক্ষমা ও সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া আমার প্রতি দয়া ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ভ্রান্তি দোষ গুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করিব। আর এই প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ কার্য্যটি আমি স্বচক্ষে দেখিয়া শোধন করিতে পারি নাই। যে হেতু, গ্রন্থ মুদ্রণ কার্য্যটী আমার অসাক্ষাতেই সম্পাদিত হইয়াছে। মুদ্রাকরের দোষে ফর্ম্মা গুলিতে নূতন ও পুরাতন টাইপ ( ) অক্ষরগুলি সন্নিবেশিত হওয়ায়, মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট অক্ষর মুদ্রিত রহিয়াছে। অপর দিকে যে পণ্ডিতের উপর প্রতি ফর্ম্মা সংশোধনের ভারার্পিত ছিল, তাহার অনবধান দোষেও গ্রন্থ মুদ্রণের বিশেষ ক্ষতিও ভ্রান্তি দোষ ঘটিয়াছে। এই হেতু, গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভ্রান্তি দোষ রহিয়াছে। ঐ মুদ্রিতাংশের যে যে স্থান বা পৃষ্ঠায় বিশেষ দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা মুদ্রাকর দ্বারা পুনর্মুদ্রিত করাইয়া যথাস্থানে গ্রন্থে সংযোজিত হইল। আর অবশিষ্ট ভ্রমাংশগুলি ও সূচী পত্রের 'ভ্রম সংশোধন' তালিকায় মুদ্রিত হইল। গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠা হইতে আমি প্রতি ফর্ম্মা স্বচক্ষে দেখিয়া সংশোধন ও মুদ্রণ

করাইলাম। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ মুদ্রণের ত্রুটী জন্য শ্রীবৈষ্ণব ও পাঠক গণের নিকট আমি বিশেষ লজ্জিত আছি। ভরসা করি আপনারা আমার এই দোষ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যাহাতে এরূপ দোষ আর না ঘটিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষই রাখিব। গোচরার্থে বিনীত নিবেদন। ইতি—
১৭ই ভাদ্র, সন ১৩৩০ সাল।

বিশেষ নিবেদন—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী জীউর অনুমতি অনুসারে লিখিতে বাধ্য হইলাম যে, এই প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত গ্রন্থ বিক্রয় লব্ধ অর্থ প্রভুজীউর নিকটেই থাকিবে। তিনি উহা হইতে স্বকীয় গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় কর্ত্তন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট লভ্যাংশ আমাকে বৈষ্ণব কার্য্যের জন্য ফিরাইয়া দিবেন।”

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিকাঙ্ক্ষী—

দীন শ্রীব্রজমোহন দাস,

প্রাচীন মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগিরিধারী জীউক মন্দির,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া।

গ্রন্থকারের বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

যথা,—

এই গ্রন্থের বর্ণিত জন্মলীলা বা শোচকাদি কীর্ত্তণ করিবার পূর্ব্বে যেন ভক্তগণ প্রথমতঃ (গ্রন্থের ২৬—২৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত) "প্রেমসিন্ধু গৌর রায় নিতাই তরঙ্গ তায়, করুণা বাতাস চারি পাশে।" সমন্বিত পদটী গান করেন। তদনন্তর, (এই গ্রন্থের ১৩২ - ১৩৪ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (১) "প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সবজীব হৈল অন্ধ, কেহত না পাইল হরিনাম।" (২) বিরলে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া, মধুর কথা কহে ধীরে ধীরে।" (৩) 'চৈতন্য আদেশ পাঞা, নিতাই বিদায় হঞা, আইলেন শ্রীগোড় মণ্ডলে।" সম্বন্ধীয় তিনটী বা যে কোন একটী পদও কীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে যেন "জন্মলীলা ও শোচক পদগুলি সংকীর্ত্তন করার ব্যবস্থা করেন। এই প্রণালীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইলে, লীলাচরিত্র আস্বাদন বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইবেক। অনন্তর শোচকাদি কীর্ত্তণের সঙ্গে সঙ্গে যেন, (এই গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (১) "হা হা মোর কি ছার অদৃষ্ট।" (ও এই গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (২). হায় একি হৈল।" সমন্বিত দুইটী বিরহ পদ কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করা হয়। তদনন্তর সম্ভব পর বিবেচিত হইলে,—" হরি হরয়ে, নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন। জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা। হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা। জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। এই ছয় গোসাঞির করো চরণ বন্দন। যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস। রাধা কৃষ্ণের নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ। মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্মে করি আশ। নাম সংকীর্ত্তন করে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। অনন্তর উচ্চৈস্বরে' বোল হরি বল বোল হরি বল, বোল হরি বল। গৌর হরি বল, গৌর নিতাই বল, বোল হরি বল। প্রেম সে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধা রাণী কি জয়। নাম সংকীর্ত্তন কি জয়, শ্রীনবদ্বীপ ধাম কি জয় ব্রজ মণ্ডল কি জয়। চারিধাম কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয়। আপন আপন গুরু গোবিন্দ কি জয়। খোল করতাল কি জয়। গাওয়াইয়া বাজাইয়া কি জয় প্রেম সে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কি জয়। ইত্যাদি -

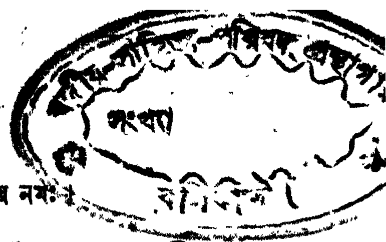
নিবেদক—

শ্রীব্রজমোহন দাস।

সূচীপত্র ।



প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত রত্নাবলী।

মঙ্গলাচরণম্।

বন্দে গুরূনীশ ভক্তনীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্॥
যস্যৈব পদাম্বুজ ভক্তিলভ্যং প্রেমাভিদানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥
নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিত মৌক্তিকম্।
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত ভূতলং॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশং সনাৎ।
ভক্তাব[illegible]রমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুবন্দনা।

জয় জয় গুরু, প্রেম কলপ তরু,
অদভুত যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া আগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান,
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥

ইহো লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ,
যাচি দেয়লো হরি নাম॥
দুরগতি অগতি, অসত মতি যো জন,
নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন,
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর, প্রেম রস সিঞ্চনে,
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

নিতাই গৌরের, অভয় চরণ,
হৃদয়ে করিয়া ধ্যান।
নিজ প্রভু মোর, সীতানাথেরগণ,
সংক্ষেপে বর্ণিব নাম॥
শ্রীল মাধবেন্দ্র, পুরী প্রেমময়,
চন্দন আহরণ ছলে।
গোবর্দ্ধন হৈতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
শান্তিপুর রম্যস্থলে॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি, আনন্দ উচ্ছাসে,
অদ্বৈতে দীক্ষিত করি।
দক্ষিণ দেশেতে, করিলা গমন,
যথা নীলাচল পুরী॥
অল্পদিন পরে, শ্রীঅদ্বৈত সনে,
শ্রীসীতার মিলন হৈল।
শান্তিপুর নাথ, সীতানাথ বলি,
জগতে খেয়াতি হৈল॥

সীতা ঠাকুরাণী, স্বপন আবেশে,
মাধবেন্দ্র পুরী স্থানে।
কৃষ্ণমন্ত্ররাজ, দীক্ষালাভ করি,
কহিল অদ্বৈত স্থানে॥
শুভক্ষণে তিঁহো, স্বভার্য্যা সীতারে,
যথা শাস্ত্র পরমাণে।
সেই মন্ত্ররাজ, কৈলা সমর্পণ,
যাহা জানে সাধুজনে॥
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, দ্বিতীয় নন্দন,
কৃষ্ণ মিশ্র প্রভু নাম।
তাঁহার ঘরণী, সাধ্বী শিরোমণি,
বিজয়া গোস্বামী নাম॥
সীতা ঠাকুরাণীর, তিঁহো অনুগতা,
মহিমা কি তাঁর জানি।
সীতানাথের প্রাণ, মদনগোপাল,
সেবাধিকারিণী যিনি॥
তাঁর অনুগতা, গোস্বামী সুভদ্রা,
ভক্ত রত্নালয় যিনি।
তাঁর অনুগত, সর্ব্বগুণ খনি,
যাদবানন্দ গোস্বামী॥
রামদেব গোস্বামী, অনুগত তাঁর,
মহিমা কি তাঁর জানি।
তাঁর অনুগতা, ভকতির খনি,
শচীপ্রিয়া গোস্বামিনী॥
তাঁর অনুগতা, সর্ব্বগুণময়ী,
কৃষ্ণমণি গোস্বামিনী।
শ্রীগৌরমোহন, গোস্বামী যে প্র .
তাঁর অনুগত জানি॥

তাঁর অনুগতা, ভক্তি স্বরূপিনী,
অনঙ্গমঞ্জরী গোস্বামিনী।
শ্রীরাধারমণ, নামেতে গোস্বামী,
তাঁর অনুগত জানি॥
তাঁর অনুগত, সর্ব্বগুণনিধি,
গোস্বামী শ্রীব্রজরমণ।
যেঁহো কৃপা করি, এ ব্রজমোহনে,
দিলেন ভকতি ধম॥

নিজ গুর্ব্বাদির মুঞি করিলু বর্ণন।
শিক্ষা গুরুগণের করি চরণ বন্দন॥
১। শ্রীরাধিকানাথ প্রভু অদ্বৈত সন্তান।
ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বাস বৃন্দাবন॥
২। শ্রীল জগদীশ দাস অশেষ গুণরাশি।
অমানিমানদ যিহোঁ কালিদহবাসী॥
এ দোঁহার আজ্ঞায় মুঞি নন্দীশ্বরে গেনু।
রামকান্তর সুমাধুরী যাহা আস্বাদিনু॥
গিরিগোবর্দ্ধনে গোবিন্দকুণ্ডের আশ্রয়।
করিয়া পাইনু ত্যাগী বৈষ্ণব সদাশয়॥
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য ভজনে তৎপর।
প্রশান্ত করুণ দক্ষ সুচী শুদ্ধাচার॥
ত্যাগীর জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছেঁড়া কন্থাধারী।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি রহস্যের উদ্ঘাটনকারী॥
৩। "পুছড়ী" নিবাসী পণ্ডিত রামকৃষ্ণ দাস।
যাঁহার প্রসাদে পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
যাঁর কৃপায় পুরশ্চরণ বিধি প্রাপ্ত হৈনু।
যে প্রভাবে বহুবিধ রহস্য দেখিনু॥

যাঁর উপদেশে রাধাকুণ্ডে বাস কৈনু।
স্থান গুণে বিষ ভক্ষণে পুনর্জ্জন্ম পাইনু॥
যে রহস্য দেখিলু তা কহনে না যায়।
এক শ্রীকুণ্ডের গুণে জানিয়ে নিশ্চয়॥
যাঁহার প্রভাবে পাইলু সখ্য প্রেমরাশি।
শ্রীদামের অনুগত সর্ব্ব গুণরাশি॥
৪। প্রভাবে প্রচণ্ড গৌরচরণ দাস নাম।
শ্রীবলদেব কৃপাপাত্র "কুঞ্জরা" বাসী নাম॥
কালনার শ্রীভগবান্ দাস কৃপা পাত্র।
কালিদহের জগদীশ দাস (যাঁর) ভাই পরমার্থ॥
হেন গুণরাশি শ্রীল বাবাজী চরণ।
আশ্রয়ে পাইলু সখ্য প্রেম মহাধন॥
যাঁর কৃপাবলে হৈল সংশয় ছেদন।
যাঁর কৃপাগুণে হৈল বাঞ্ছিত পূরণ॥
যে প্রভাবে ব্রজমণ্ডল করিলু ভ্রমণ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী করিলু দর্শন॥
যে সব করাইল কর্ম্ম অশেষ কৃপা দ্বারে।
ভাবিলেও প্রাণ মোর উঠয়ে শিহরে॥
যে কৃপায় করিলু গ্রন্থ শ্রীব্রজদর্পণ।
যে কৃপায় দুই চিত্রাবলী (১) করিলু অঙ্কন॥
যে কৃপায় গৌরগণ চরিত (২) দুই কৈল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥
যে কৃপায় আইলু এই শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ধাম আশ্রয় পাইনু হেলে॥
শ্রীনবদ্বীপ ষোল ক্রোশি লীলাস্থলী যত।
নবদ্বীপ দর্পণ দুইয়ে কৈলু সংযোজিত॥

---

(১) ব্রজ ভূচিত্রাবলী ও বৈষ্ণব স্মরণীয় চিত্রাবলী।

(২) গৌরগণ চরিত রত্নাবলী ও গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত রত্নাবলী।

যাঁর কৃপায় শত শত বিঘ্ন দূরে গেল।
শ্রীল গুরুদেবের কৃপা জানিয়ে সম্বল ॥
অশেষ গুণরাশি মোর বাবাজী মহাশয়।
শ্রীবলদেব নিজোত্তরী যাঁহারে অর্পয় ॥
নিরুপম সখ্য ভাবে হৈয়া বিভাবিত।
সর্ব্বদা আবিষ্ট চিত্তে হৈয়া লোমাঞ্চিত ॥
ক্ষণেকে প্রলাপ চেষ্টা ক্ষণে জড়প্রায়।
দাদারে বলাই বলি ক্ষণে মুর্চ্ছা যায় ॥
সখ্য ভাব উদ্দীপক সামগ্রী সকল।
আসনের সম্মুখেতে ছিল এ সকল ॥
অষ্টকালীন লীলা কথা করিয়া স্মরণ।
ভদুচিত চেষ্টা উল্লাস আঁখি ঘূর্ণন ॥
নন্দ বাবার পাদুকা কভু করিয়া গ্রহণ।
মুখে বুকে ধরি প্রেমে করয়ে রোদন ॥
পাদুকা ধৌত জলপান শিরেতে ধারণ।
না জানি কি ভাবে মগ্ন হতেন তখন ॥
অবিশ্রান্ত হরিনাম মুখে উচ্চারণ।
কি ভাবে কোন্‌দিকে চাহি প্রলাপ বচন ॥
মধ্যে মধ্যে প্রেমোচ্ছ্বাসে মুখে মাত্র বোল।
দাদারে বলাই শীঘ্র আমায় নিয়া চল ॥
হারে শ্রীদাম হারে সুদাম চপল কানাই।
তোরা কোথা রইলি আমায় দূরেতে পাঠাই ॥
বিচ্ছেদে ডুবিয়া যবে কর্ত্তেন ক্রন্দন।
শুনিলে গলিয়া হিয়া যাইত তখন ॥
ক্ষণেকে শ্রীদাম ভাবে হৈয়া বিভাবিত।
শ্রীরাধার গুণ বর্ণে হৈয়া হরষিত ॥
অনুজা শ্রীরাধা কথা করিয়া স্মরণ।
দুই চক্ষে বারিধারা বহে সর্ব্বক্ষণ ॥

মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাসেতে মুখে মাত্র বোল।
হারে লালি! অ ছিস্ যথা আমায় নিয়া চল্॥
সখ্য প্রেম জনিত বিকার করিয়া দর্শন।
বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণব সজ্জন॥
উল্লাসেতে যাঁর গুণ করিত কীর্ত্তন।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন হইতু তখন॥
শতাধিক তিন বর্ষ সংখ্যা পরিমাণ।
জীবলোকে নিজ দেহ করিয়া ধারণ॥
তেরশ একুশ সাল বঙ্গাব্দে ক্রম।
বৈশাখী শ্রীশুক্ল একাদশী সংযোজন॥
বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাট সন্নিধান।
যুবরাজ কুঞ্জে যথা ভজনের স্থান॥
বেলা দেড়প্রহরে বেষ্টিত শিষ্যগণ।
জনে জনে সদুপদেশ করি বিতরণ॥
রামকান্তর গোষ্ঠলীলা করিয়া স্মরণ।
সহাস্য বদনে লীল কৈলা সম্বরণ॥
হেন গুণরাশি শ্রীল বাবাজী চরণ।
আশ্রয়ে পাইনু সখ্য প্রেম মহাধন॥
তাঁর জন্ম ক্রম আর ভজন সাধন।
কহিয়ে সংক্ষেপে আত্ম শুদ্ধির কারণ॥
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়পাত্র শ্রীল লোকনাথ।
যে স্থানে লভিলা জন্ম বৈষ্ণব বিখ্যাত॥
পরম পবিত্র সেই তালখড়ি গ্রাম।
যশোহর জেলাতে সে পরম রম্যস্থান॥
ঠাকুর মহাশয়েরগণ চক্রবর্ত্তীকুল।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পূজা বৈভব অতুল॥
সেই বংশে গৌরচরণ জনম লভিলা।
শৈশবে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলা॥

বারশ আঠার সাল জন্মাব্দের ক্রম।
নবম বয়সে উপবীত শ্রীমন্ত্র গ্রহণ॥
দণ্ড হস্তে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া।
পলাইয়া কালনায় উপস্থিত হৈয়া॥
শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী চরণ।
আশ্রয় করিয়া দেহ কৈলা সমর্পণ॥
যোগ্যপাত্র বুঝিয়া বাবাজী মহাশয়।
সখ্য ভাবের উপদেশ তাঁহারে করয়॥
কিছুকাল শ্রীঅম্বিকায় করিয়া যাপন।
নবদ্বীপে ভজনকুটীরে করিলা গমন॥
শ্রীল জগন্নাথ দাস তাঁহাকে পাইয়া।
বিশেষ আদরে তাঁরে নিকটে রাখিয়া॥
ভজন আনন্দে দোঁহে গোঁয়াইলা কাল।
এই রূপে নবদ্বীপে গেল কিছু কাল॥
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা করিয়া যাজন।
অনুরাগে বৃন্দাবনে করিলা গমন॥
বলদেব ক্ষেত্র শোভা অতি মনোরম।
দাউজী বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন॥
তথায় একাদিক্রমে বিংশ বর্ষ কাল।
ভজনে প্রসন্ন কৈল শ্রীদাউ দয়াল॥
বাবাজী যে স্থানে থাকি করিতা ভজন।
রৌদ্রতাপে দেহ তাঁর হৈত দহন।
পরম দয়াল শ্রীবলদেব মহাশয়।
নিজ ভক্ত দুঃখ কভু সহিতে নারয়॥
স্বপনাদেশ প্রধান পাণ্ডায় করিয়া।
মূল্যবান্ নিজ বস্ত্র দিলা পাঠাইয়া॥
বাবাজীতে দাউজীর কৃপা নিরখিয়া।
যাবতীয় পাণ্ডা অতি বিস্মিত হইয়া॥

বহু সম্মান প্রীতি তাঁরে করিতে লাগিল।
সেই ফলে বহু ব্রজবাসী শিষ্য হৈল॥
দাউজীর সেবক আবাল বৃদ্ধ যত।
সকলে হইল বাবাজীর অনুগত॥
দাউজীতে বিংশ বর্ষ করিয়া ভজন।
রিঠৌর গ্রামেতে তিঁহো করিলা গমন॥
বর্ষাণ নন্দীশ্বর মাঝে শ্রীসঙ্কেত স্থান।
(তার) পশ্চিমে রিঠৌর গ্রাম অতি মনোরম॥
শ্রীচন্দ্রাবলীর গ্রাম জানে সাধুজন।
তথায় দ্বাদশ বর্ষ করিলা ভজন॥
রিঠোর গ্রামবাসী যত ব্রজবাসিবৃন্দ।
বাবাজীর ব্যবহারে হৈলা আনন্দ॥
তথা হৈতে কুঞ্জরায় করিলা গমন।
রাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে গ্রাম মনোরম॥
শ্রীরাধিকার প্রিয়স্থান জানিয়া কারণ।
তথায় ষোড়শ বর্ষ করিলা ভজন॥
বাবাজীর ভজন কথা ব্রজে ব্যাপ্ত হৈল।
নানা স্থানবাসী লোক দীক্ষিত হইল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব মহান্ত তাঁরে সম্মান করিলা।
"কুঞ্জরায় বাবাজী" খ্যাতি এই আখ্যা দিলা॥
ষোল বৎসর কুঞ্জরায় করিয়া ভজন।
অবশেষে বৃন্দাবনে করিলা গমন॥
দুলাল সাহার ঘেরা আর যুবরাজ কুঞ্জ স্থানে।
ভজন করিয়া কাল করিয়া যাপনে॥
বাবাজীর গুণগ্রাম করিয়া শ্রবণ।
নানা দেশের ভক্তগণে হৈল আকর্ষণ॥
কার দীক্ষাগুরু কার শিক্ষাগুরু হৈলা।
কৃষ্ণ উপদেশি জীবে উদ্ধার করিলা॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি ভাবে।
যোগ্য পাত্র বুঝি শিক্ষা দেন সেই ভাবে॥
বহু শিষ্য শিষ্য হৈলা ভজনপরায়ণ।
এতন্মধ্যে দেশমান্য আছেন বহু জন॥
সকলের নাম মোর নাহিক স্মরণ।
উদ্দেশেতে তাঁ সভারে করিয়ে বন্দন॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রম না করি বিচার।
সংক্ষেপেতে নাম কীর্ত্তন করি তাঁ সভার॥
কলিপাবন অবতার প্রভু নিত্যানন্দ।
তাঁর বংশোদ্ভব দুই পরম আনন্দ॥
ভজনের পরিপাটী করিতে শিক্ষণ।
বাবাজীর স্থানে কৈলা উপদেশ গ্রহণ॥
শ্রীগোপাল দাস তিন, সদানন্দ দাস।
সনৎকুমার বাবু খ্যাতি শ্রীহট্টেতে বাস॥
রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস খ্যাত বৃন্দাবন॥
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির প্রথম ছাত্র যেঁহো।
গৌরলীলা বর্ণনে এলাইয়া পড়ে দেহ॥
সূর্য্যকুমার কার্ম্মার প্রেমানন্দ সুখী।
গৌরলীলা প্রসঙ্গে জীবে করয়ে উন্মুখী॥
ললিতা দাস অদ্বৈত দাস দাস বৃন্দাবন।
মদনমোহন দাস আর শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
শ্রীনিবাস মণ্ডল আর নিত্যানন্দ দাস।
বনমালী দাস আর হরিচরণ দাস॥
পণ্ডিত শ্রীভবানন্দ দাস ভাগ্যবান্।
মনপ্রাণে সেবিলা যেঁহো শ্রীগুরুচরণ॥
নবদ্বীপে ভজন কুঠীতে তাঁর বাস।
অধ্যয়ন অধ্যাপনে সতত উল্লাস॥

শশিমুখী তুঙ্গবিদ্যা এই দুই জন।
পুত্র বুদ্ধ্যে বাবাজীকে করিতা লালন॥
অন্য গুরু-ভগ্নীগণের নাহি জানি নাম।
উদ্দেশেতে তাঁ সভারে করিয়ে প্রণাম॥
মদনমোহন দাস আর নবদ্বীপ দাস।
সকলের কনিষ্ঠ এই ব্রজমোহন দাস॥
অন্য গুরু-ভ্রাতাগণের না জানিয়ে নাম।
উদ্দেশেতে তাঁ সভারে করিয়ে প্রণাম॥
ক্রমভঙ্গ দোষ ইথে আছয়ে প্রচুর।
সকল ক্ষমিবা মোরে জানিয়া কিঙ্কর॥
সবে মেলি কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা ব্রজমোহন দাস॥

ব্রজবাসের সহায়কারী আর যত জন।
উদ্দেশেতে করি তাঁদের চরণ বন্দন॥
১। ভাদাবলীবাসী খ্যাত শ্রীগোপাল দাস।
যাঁর সঙ্গে আড়িংগ্রামে আসি কৈনু বাস॥
২। এ গ্রামে বাৎসল্যবতী এক ব্রজমাই।
শ্রীগোপালের সেবা কার্য্যে যাঁর সম নাই॥
"গৌড় ব্রাহ্মণ" পদবী তাঁর বংশ ক্রম।
আড়িংবাসী নর-নারীর অতি পূজ্যতম॥
নীলমণি প্রভুর শিষ্যা বলি খ্যাতি যাঁর।
অনুরাগের সেবা দেখি লাগে চমৎকার॥
প্রতি সপ্তাহেতে তাঁর ছিল এই ক্রম।
এক দিন পরিক্রমা গিরি গোবর্দ্ধন।
গোবিন্দাদি কুণ্ডে যত ভজনপরায়ণ।
সাধ্যমত তাঁ সভার সাহায্য করণ॥

৩। পুত্র যাঁর "মুরলীধর গৌড়" আয়ুষ্মান।
বন্ধু ইহাঁর দেবীপ্রসাদ বিপ্র ভাগ্যবান্‌॥
পুত্রবধূ পতিপ্রাণা মহাসাধ্বী সতী।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস দৃঢ় সরলা প্রকৃতি॥
হেন ব্রজমায়ীর গুণ কহা নাহি যায়।
নিজ পুত্র বুদ্ধ্যে সদা পালিতা আমায়॥
গোবিন্দ কুণ্ড বায়ুকোণে শ্যাম তমাল স্থিতি।
পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন পূর্ব্বে কুণ্ড তথি॥
হেন মনোরম স্থানে কুটীরা করিয়া।
মন্ত্ররাজ পুরশ্চরণ ব্যবস্থা করিয়া॥
রামকৃষ্ণ দাস পণ্ডিতজীর ব্যবস্থানুযায়ী।
মুণ্ডিত অধমে নিয়োজিয়া সেই ব্রজমায়ী॥
যেরূপেতে সমাধান করাইলা কাজ।
সে সব সোঙরি চিত্ত অবসন্ন আজ॥
৪। আড়িংগ্রামবাসী শ্রীপণ্ডিত কানাইলাল।
দাউজীর পূজক তাঁর খ্যাতি সর্ব্বকাল॥
ভাগবতে সুপণ্ডিত পাঠক সুধীর।
মিষ্টভাষী লীলা কীর্ত্তনে নেত্রে ঝরে নীর॥
তাঁহার নিকটে বসি ভক্তির ব্যাখ্যান।
শুনি জুড়াইত হিয়া পুলকিত প্রাণ॥
৫। গোপালমন্ত্র অনুষ্ঠান কার্য্যের সহায়।
ছিলেন আমার এক বন্ধু সদাশয়॥
ব্রজবাসী বৈষ্ণব তিহেঁ নাম মাধব দাস।
ভজনে আবিষ্ট চিত্ত গোবিন্দ কুণ্ডে বাস॥
৬। আনোর গ্রামবাসী শ্রীমঙ্গল ব্রজবাসী।
দিবারাত্রি প্রহরিয়া সন্নিকটে বসি॥
৭। শ্রীল হরিচরণ দাস গোবিন্দকুণ্ডবাসী।
আমার বাতুল চেষ্টার নিকটেতে বসি॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় যত করিতা বর্ণন।
হায় রে তেমন ভাগ্য হবে কি কখন॥
শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি ব্রত সাঙ্গ দিনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা-লতা হৈল উৎপাটনে॥
নিরাশ-সাগরে মগ্ন হইনু যখন।
ভাবিনু ত্যজিব প্রাণ করি উদ্বন্ধন॥
ছাত হৈতে লম্ফ দিয়া পড়িনু যখন।
সে নিদানসময়ে কে করিলা রক্ষণ॥
তাঁর শিক্ষা-প্রভাবে আর পুরশ্চরণ গুণে।
ধন্য গুরু রামকৃষ্ণ বন্দিয়ে চরণে॥

৮। আড়িংবাসী কৃষ্ণদাস আর রাধাচরণ দাস।
এ দোঁহার সঙ্গে সুখে আড়িঙ্গেতে বাস॥
শ্যামকুণ্ডে পঞ্চ পাণ্ডব ঘাট সুশোভন।
যাঁহা দাস গোঁসাঞির ভজনের স্থান॥
নিকটেতে কবিরাজ গোস্বামীর স্থান।
যাঁহা শ্রীচরিতামৃত লিপি সমাপন॥
চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ এই স্থানে বসি।
ভাগবতের টীকা বর্ণে প্রেমানন্দে ভাসি॥

৯। সেই স্থানে গদাধর চৈতন্য মন্দির।
মহান্তের নাম "প্রিয় হরিদাস" ধীর॥
মিষ্টভাষী সুবিনয়ী তৎপর ভজনে।
ব্রত যাঁর বৈষ্ণব-সেবা পাঠাদি কীর্ত্তনে॥
অভিমানশূন্য গুণগ্রাহী সর্ব্বকাল।

১০। ভক্তি গ্রন্থ পাঠক যাঁর নীলমণি পাল।
কি বলিব কৃষ্ণপ্রীতি চেষ্টা দোঁহকার।
কৃষ্ণগুণ গানে সদা ঝরে অশ্রুধার॥
কুণ্ডতীরে এ দোঁহার নিকটে থাকিয়া।
দিবা-নিশি আনন্দেতে উৎফুল্ল হইয়া॥

গোঙাইনু কাল আর উৎকণ্ঠা বাড়িত ।
কুণ্ডারণ্যে কৃষ্ণ দরশন নিয়ত বাড়িত ॥
কত যে উন্মাদ চেষ্টা করিয়াছি বনে ।
স্বপ্ন প্রায় সে সকল পড়িতেছে মনে ॥
কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবা ব্রত উদ্যাপন ।
নিরাশ-সাগরে মন হৈল নিমগন ॥
কৃষ্ণকৃপা বঞ্চিত দেহ নাশের কারণ ।
আধ ভরি আফিং দুঃখে করিনু সেবন ॥
শ্যামকুণ্ডের রূপানন্দ ঘাটেতে যাইয়া ।
ভগ্ন কুটীরেতে আমি ছিলাম শুইয়া ॥
আমার নিধনকাল জানি সুনিশ্চিত ।
ভজনানন্দী বৈষ্ণবের বিচলিত চিত ॥
নীলমণি পালের মুখে শুনি বিবরণ ।
পাঠ কীর্ত্তন ছাড়িয়া কৈলা আগমন ॥
১১ । দয়ালের শিরোমণি দাস প্রেমানন্দ ।
অষ্টকালীন লীলা গুণ স্মরণে আনন্দ ॥
আমার সম্মুখে আসি ছল ছল আঁখি ।
উঠ ব্রজমোহন দাস আদরেতে ডাকি ॥
বৈষ্ণবের কৃত্য সব লীলাদি কীর্ত্তন ।
শ্রবণ করিতে মোর লালায়িত মন ॥
পূর্ব্বে আমা হৈতে যাহা করিলে শ্রবণ ।
স্মরণ আছে কি না তাহা বুঝিব এখন ॥
এইরূপে লীলা কথায় নিশি জাগরণ ।
আফিঙ্গের নেশা তাহে হইল খণ্ডন ॥
প্রভাতে উঠিলা শ্রীল প্রেমানন্দ দাস ।
মুখেতে বলয়ে কথা মৃদু মৃদু হাস ॥
নিরাশসমুদ্র তোমার উত্তীর্ণ হইল ।
রাধাকৃষ্ণের নিরুপাধি কৃপায় কেবল ॥

দিন দুই চারি মধ্যে আমার নির্য্যান।
অতএব চল তুমি আমার সদন॥
অগ্রহায়ণ শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী দিনে।
রাধে রাধে বলি দেহ কৈলা সংগোপনে॥
কি জানিয়ে বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন।
যেরূপে করিলা তিঁহো লীলা সংবরণ॥
শেষ মুহূর্ত্তে সজ্ঞানেতে যে সব কথা মোরে।
বলিয়াছিলেন তাহা সদা মনে পড়ে॥
তদনন্তর পৌষ শুক্লা একাদশী দিনে।
হইল ব্যাকুল প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে॥
"রাধাবাস কদমখণ্ডী" লগমোহন তীরে।
কদম্ববৃক্ষেতে দড়ি যোজনা করিয়ে॥
সূর্য্য অস্তাচলগামী হইতে দেখিয়া।
কৃষ্ণ তরে তাঁরে দেহ উৎসর্গ লাগিয়া॥
যেমন উদ্যত তথা ব্রজবাসী আসি।
হাতে ত ধরিয়া নানা গোপ্য কথা ভাষি॥
নানা কথা ছলে আমায় করি প্রবোধ দান।
ললিতা কুণ্ড সঙ্গম হৈতে হৈলা অন্তর্ধান॥
যে সব দেখিনু মহা অদ্ভুত সকল।
একে স্বপ্ন তুল্য মনে জাগে অবিরল॥
সে আদেশে ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করিনু।
সে প্রভাবে ব্রজমণ্ডলে শিকার করিনু॥
সে প্রভাবে রাধাকুণ্ডের রাস্তা পরিক্রম।
সে প্রভাবে উনিশ দিনে বন পর্য্যটন॥
প্রথা বাড়াইনু ষোল দিনের বদলে।
যমুনা সংস্কারের প্রস্তাব তার ফলে॥
একদিন শ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ তীরেতে।
ভগ্নলগ ফেনী স্তূপে পড়িনু দৈবেতে॥

কে রক্ষিল সে সঙ্কটে মনে জাগে তাই ।
স্বপনে দেখিনু কিম্বা জাগিয়া তথাই ॥
নাগ ফেণীর অসংখ্য কাঁটা একো না বিন্ধিল ।
দেখি ব্রজবাসী সব স্তম্ভিত হইল ॥
আশ্চর্য্য বারতা ইহা কে যাবে প্রতীতি ।
সেই সে বুঝিবে রঙ্গ কৃষ্ণে যাঁর মতি ॥
১২ । আমার পরম মর্ম্মী গোরাচাঁদ দাস ।
রাধাকুণ্ড দক্ষিণ তীরে করিতেন বাস ॥
১৩ । পরম বিরক্ত বৈষ্ণব নরহরি দাস ।
দাস গোস্বামীর কুটীর পশ্চিমেতে বাস ॥
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গেতে এ দোঁহার সঙ্গে ।
বহু রাত্রি ব্যতিপাত করিতাম রঙ্গে ॥
১৪ । কুসুম সরোবরে পণ্ডিত হরিচরণ দাস ।
১৫ । গোবিন্দ কুণ্ডবাসী পণ্ডিত মনোহর দাস ॥
১৬ । বৃন্দাবনবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপদ দাস ।
এ সভার সঙ্গসুখে ভজনে উল্লাস ॥
১৭ । সেবা কুঞ্জবাসী শ্রীল নগেন্দ্র নারায়ণ ।
১৮ । মনোহর সিংহ আদি প্রিয় ভক্তগণ ॥
এ সবার সঙ্গে থাকি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ।
সুখে গোঙাইনু কাল আনন্দ প্রসঙ্গে ॥
১৯ । শ্রীরাধারমণের পণ্ডিত মধুসূদন লাল ।
২০ । রাধাপতি ঘাটের ডেপুটী রাধে লাল ॥
২১ । রায় বনমালী রাধাবিনোদ প্রাণ ।
২২ । রায় বাহাদুর রামদাস চৌবে জ্ঞানবান্ ॥
এই চারি সঙ্গে বসি ব্রজমণ্ডলের ।
করিতাম মন্ত্রণা উন্নতি সাধনের ॥
যে সব মন্ত্রণা করি পাইতাম আনন্দ ।
এবে স্বপ্ন তুল্য ভাবি মনে লাগে ধন্দ ॥

২৩। গৌর গোপাল সিংহ আর নিত্যানন্দ দাস।
কুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা-সংস্কারে উল্লাস ॥
এ দোঁহার চেষ্টা-ফলে সুফল ফলিল।
রাধাকুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা নির্ম্মাণ হৈল ॥
২৪। মণিপুরের চুড়াচান্দ সিংহ ভক্ত রাজ।
যাঁর অর্থব্যয়ে পূর্ণ পরিক্রমা কাজ ॥
২৫। মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেস্কিয়ার মহাশয়।
রাধাকুণ্ডে প্রতি কার্য্যের প্রধান সহায় ॥
২৬। মণীন্দ্র নন্দী ভক্ত কাশীমবাজাররাজ।
যাঁর অর্থে ব্রজদর্পণ সাঙ্গ মুদ্রণ কাজ ॥
২৭। মথুরায় পাথরওয়ালা শ্যামলাল ভক্ত।
রাধাকুণ্ডের রাস্তা কার্য্যে বিশেষ অনুরক্ত ॥
২৮। রাধাকুণ্ড পরিক্রমার সহায়কারিণী।
সহোদরা সদৃশা নাম শ্রীনবনলিনী ॥
ইহাঁর অর্থে শিবখোর কুণ্ড সংস্কার।
ব্রজের গ্রন্থাবলী মুদ্রণ অর্থেতে ইহাঁর ॥
বৃন্দাবন গমনের প্রথম অবস্থান।
২৯। কাঠিয়া বাবার মঠ ষ্টেশন সন্নিধান ॥
নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী সাধু মহা তেজীয়ান।
"ব্রজ বিদেহী মহান্ত" যাঁহার আখ্যান ॥
তারাকিশোর চৌধুরীর ইহাঁ গুরু হন।
ইহাঁর আদেশে গিয়াছিনু নন্দগ্রাম ॥
শ্রীললিতা কুণ্ডতীর পরম নির্জ্জন।
কৃষ্ণ-বলদেবের নিত্য গোচারণ-স্থান ॥
পূর্ব্বাহ্নে সায়াহ্নে ব্রজের যত রাখালগণ।
ধেনু সঙ্গে মনানন্দে গোষ্ঠেতে গমন ॥
সুললিত বংশীধ্বনি করিত বাদন।
শুনিয়া আকুল প্রাণে করিতু রোদন ॥

ছদ্মবেশী কৃষ্ণে কিসে চিনিব তখন।
না দেখি উপায় সদা ঝরিত নয়ন॥
আকুল পরাণে কত করিয়া রোদন।
মধ্যে মধ্যে অনশনে হয়েছি ম্রিয়মাণ॥
কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ না হৈত পতন।
জানিতাম কপালে আছে বহু বিড়ম্বন॥
যে সব করিনু চেষ্টা থাকি নন্দগ্রামে।
স্বপ্ন প্রায় সে সকল পড়িতেছে মনে॥
৩০। কাঠিয়া বাবার কৃপাপাত্র দ্বারিক দাস নাম।
আমার পরম বন্ধু তিহোঁ এক জন॥
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হিত-সম্পাদক।
প্রিয় ভাই দ্বারিক দাস ছিল মাত্র এক॥
বৃন্দাবনে তৎকালিক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ।
দ্বারিক দাসের সাহচর্য্যে পাইনু দর্শন॥
৩১। কেশীঘাট টোরবাসী বৈষ্ণব প্রবীণ।
বড় ভক্ত বলি তাঁরে জানে সর্ব্বজন॥
উৎকণ্ঠা প্রধান ভক্তির পাত্র এক জন।
প্রতিদিন পঞ্চ ক্রোশী করিতা ভ্রমণ॥
আকুল পরাণে ইতি উতি নিরীক্ষণ।
"হা রাধা গোবিন্দ" বলি করিতা রোদন॥
তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে করিতু ভ্রমণ।
তাঁর প্রেম চেষ্টা দেখি জুড়াইত প্রাণ॥
উৎকণ্ঠা বাড়িত সদা কৃষ্ণের কারণ।
মধ্যে মধ্যে সেবাকুঞ্জে নিশি জাগরণ॥
কভু অনশন কভু রাত্রি পরিক্রম।
পঞ্চ ক্রোশী বৃন্দাবনে করিতু তখন॥
কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ না হৈত পতন।
জানিতাম কপালে আছে বহু বিড়ম্বন॥

ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ করিয়া পঠন।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল ব্রজে করিতে ভ্রমণ॥
চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল করি দরশন।
মনে হৈল বৈষ্ণবগণে করিব জ্ঞাপন॥
ব্রজদর্পণ নামে গ্রন্থ করিলু বর্ণন।
কাশীমবাজাররাজা তাহা করিলা মুদ্রণ॥
বিশেষ বিশেষ স্থানের চিত্র অঙ্কন কৈনু।
শ্রীব্রজ-ভূচিত্রাবলী নাম ইহার রাখিলু॥
ব্রজমণ্ডলবাসী বিজ্ঞ বৈষ্ণব কত জন।
গ্রন্থ পড়ি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আজ্ঞা দান॥
শ্রীগৌড়মণ্ডলে যাইয়া এই কার্য্য কর।
গৌরপ্রিয় পরিকরের কর স্থান প্রচার॥
ষোল ক্রোশী নবদ্বীপের স্থান নিরূপণ।
চিত্রাদি সহ গ্রন্থ করহ বর্ণন॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞায় মনে আনন্দ বাঢ়িল।
গৌরগণ চরিতাবলী গ্রন্থ আরম্ভিল॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত করিতে বর্ণন।
নবদ্বীপ দরশনে উৎকণ্ঠিত মন॥
তের শত তেইশ সালে যেই ভাদ্রমাস।
তার কৃষ্ণা দশমীতে ছাড়ি ব্রজবাস॥
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে করি আগমন।
বর্ষা হেতু তিন মাস করিলু বিশ্রাম॥
এই অবকাশে চরিতরত্নাবলী বর্ণিল।
পদ্য গদ্য মিলনে গ্রন্থ অতি বিস্তার হৈল॥
মহাজনী পদাবলী সংগ্রহ করিয়া।
সংক্ষিপ্ত পর্য্যায়ে গ্রন্থ বিন্যাস করিয়া॥
কীর্ত্তনের উপযোগী পদ নিয়োজিল।
গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত গ্রন্থ নাম রাখিল॥

অগ্রহায়ণে নবদ্বীপের স্থান দরশন।
করিয়া জানিনু ভাগ্যে আছে বিড়ম্বন॥
নবদ্বীপ সমস্যা এই বিষম জটিল।
শত শত ঘাত-প্রতিঘাত অবিরল॥
বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রখর প্রবল।
আমার বিরুদ্ধে তীব্র করিবে কোন্দল॥
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ধামের সেবার কারণ।
সত্য নিরূপণ ব্রত করিনু গ্রহণ॥
এ কার্য্যেতে প্রতিদ্বন্দ্বী হৈল বহু জন।
স্বার্থহানি ভয় ইহার প্রধান কারণ॥
সাম দান-ভেদ-দণ্ড নীতি-চতুষ্টয়।
আরম্ভ হইল আমায় করিবারে জয়॥
নিরপেক্ষ আন্দোলনে এ ফল ফলিল।
বহু কাল্পনিক স্থান বেকত হইল॥
প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রাচীন দলিল।
বিচারে কল্পিত স্থান হইল বাতিল॥
স্বচক্ষেতে স্থানগুলি করি দরশন।
নানা পত্রিকাতে তাহা করি আন্দোলন॥
ক্রমে দুই গ্রন্থ যাহা হইল মুদ্রণ।
প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড নবদ্বীপ দর্পণ॥
নদীয়ার শেষ বিচার মীমাংসা কারণ।
দর্পণের তৃতীয় খণ্ড অবশেষ এখন॥
নবদ্বীপ সমস্যা এই বিষম জটিল।
শত শত ঘাত প্রতিঘাত অবিরল॥
বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রখর প্রবল।
বিচারেতে পরাঙ্মুখ দুঃখিত কেবল॥
যে কোন প্রকারে আমায় করিতে লাঞ্ছন।
গোপনেতে নানা উপায় করি উদ্ভাবন॥

আমার বিরুদ্ধে তীব্র করি আন্দোলন।
বৈষ্ণব-সমাজে আমায় করিতে কদর্থন॥
নানা চেষ্টা করি কিছু না হৈল যখন।
গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচারী করিতে স্থাপন॥
নানা চেষ্টা করি সত্য করিতে প্রমাণ।
গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত হইল প্রবর্ত্তন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব আর গৌরাঙ্গের ভঙ্গী।
পুলিশ অনুকুল হৈয়া হৈল মোর সঙ্গী॥
চারিদিকে বিপদজালে হইয়া জড়িত।
বড় দুঃখে নবদ্বীপে হৈয়া অবস্থিত॥
যেরূপে আরব্ধ কার্য্য হতেছে সাধন।
জানিছেন একমাত্র শ্রীশচীনন্দন॥
এ-হেন সম্পদ-হীন ভিক্ষুক দীন।
এ বড় আশ্চর্য্য অসম্ভব সংঘটন॥
বহু আয়াসেও যাহা না মিলে কখন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রসাদেতে সহজলভ্য ধন॥
কি অদ্ভুত গৌরাঙ্গের মহিমা অপার।
প্রয়োজনানুরূপ দলিলপত্র নদীয়ার॥
যথাসময়েতে আসি হইল যোজনা।
কি জানি মহিমা গৌরের অপার করুণা॥
প্রাচীন দলিলাদি আর বৈষ্ণব প্রমাণ।
একমত আছে কি না বিচার কারণ॥
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ।
মধ্যস্থ হইয়া সবে করি আয়োজন॥
সর্ব্বসম্মতিতে ইহা হৈল নিরূপণ।
ঐক্য আছে দলিল আর বৈষ্ণব প্রমাণ॥
নদীয়া কুলিয়া বিচার হইল সমাধান।
কাল্পনিক বিতর্কাদ হইল খণ্ডন॥

চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল স্থান নিরূপণ।
করিতে না হইল বিরুদ্ধ আন্দোলন॥
কিন্তু ষোল ক্রোশী এই নবদ্বীপমণ্ডল।
স্থান নিরূপণে প্রাণ হৈল টলমল॥
সত্য-নিরূপণ কার্য্যে যে বিঘ্ন ঘটিল।
মহাপ্রভুর কৃপাবলে সকল খণ্ডিল॥
ব্রজমণ্ডলের কথা মনেতে পড়িল।
বিষম সঙ্কটে তথায় যে মোরে রক্ষিল॥
নবদ্বীপ প্রসঙ্গেতে অনাথ জানি মোরে।
সেই অনাথের বন্ধু রক্ষিল আমারে॥
যাঁর কার্য্য সে করায় হেতু মাত্র আমি।
কিবা করি কিবা বলি কিছুই না জানি॥
যখন যা এ-দেহেতে হতেছে ঘটন।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মাত্র জানিয়ে কারণ॥
জীবনে মরণে মাত্র এই ভিক্ষা চাই।
তাঁর অভয় চরণ হৃদে জাগয়ে সদাই॥
গৌর-পরিকরগণ দয়া কর মোরে।
শ্রীগৌর গোবিন্দ লীলা স্ফুরয়ে অন্তরে॥
তোমাদের গুণ-গানে আত্মশুদ্ধ হয়।
গৌর-কৃষ্ণ পাদপদ্মে গাঢ় ভক্তি হয়॥
এই লোভে মুঞিও পাপী লইনু শরণ।
কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥
সবে মেলি কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা ব্রজমোহন দাস॥

———

গ্রন্থারম্ভ।



*জয় জয় গুরু গোঁসাঞি শ্রীচরণ সার।
যাঁহার কৃপায় তরি এ ভব সংসার॥
অন্ধ পদ ঘুচিল যাঁর করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈলেন যেই জনে॥
এ হেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়ে।
অনায়াসে যাব ভব-সংসার তরিয়ে॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ১ চৈতন্য নিত্যানন্দ২।
জয়াদ্বৈত৩ চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গদাধর৪ জয় শ্রীবাস৫।
জয় স্বরূপ৬ রামানন্দ৭ জয় হরিদাস৮॥
জয় রূপ৯ সনাতন১০ ভট্ট রঘুনাথ১১।
শ্রীজীব১২ গোপাল১৩ ভট্ট দাস রঘুনাথ১৪॥
মুকুন্দ১৫ শ্রীনরহরি১৬ শ্রীরঘুনন্দন১৭।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব১৮ আর সন্ত্যেচন্দ্র১৯॥
ভূগর্ভ২০ শ্রীলোকনাথ২১ জয় শ্রীনিবাস২২।
নরোত্তম২৩ রামচন্দ্র২৪ গোবিন্দ দাস২৫॥
জয় জয় শ্যামানন্দ২৬ জয় রসিকানন্দ২৭।
নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যাঁর প্রাণ।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ॥*



এই পদ বৈষ্ণবগণ করেন কীর্ত্তন।
সপার্ষদ গৌরচন্দ্রের বন্দনা কারণ॥
নাম শুনি মনে বড় লোভ উপজিল।
চরিত্র বর্ণনে প্রাণ হইল আকুল॥
নির্লজ্জ হইয়া কৈলু গ্রন্থলিপি কাজ।
যাহা শুনি হাসিবেক বৈষ্ণব-সমাজ॥
যে কোন প্রকারে আত্মশুদ্ধির কারণ।
গৌর-পরিকরের করি চরিত্র বর্ণন॥
গৌরগণ-চরিতাবলী করিয়া পঠন।
আনন্দেতে আত্মহারা হবে সুধী জন॥
সকলে বুঝিবে মনে করিয়া বিচার।
নিখিল নরনারীর বন্ধু গৌর পরিকর॥
তাঁদের চরিত্র সুধা করি আস্বাদন।
হরিপ্রেমে মত্ত হবে জগবাসী জন॥
দুর্লভ মানুষ-দেহ করিয়া ধারণ।
মনুষ্যত্ব কারে বলি কি তার লক্ষণ॥
জানিয়া কৃতার্থ হৈতে থাকে যদি মন।
গৌরগণ-চরিত-সুধা কর আস্বাদন॥
বৈষ্ণব-মহত্ত্ব জীবের হইবেক জ্ঞান।
হিংসা কৈতবাদি দোষ হবে অন্তর্ধান॥
গৌরগণ চরিতাবলী বৃহদ্‌গ্রন্থ হৈল।
গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত দ্বিতীয় রচিল॥
পদকর্ত্তাগণের পদ সংগ্রহ করিয়া।
সংকীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হবার লাগিয়া॥
তিথিভেদে চরিত সুধা আস্বাদ কারণ।
ভক্তগণে উপহার করিলু প্রদান॥
সবে মেলি কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা ব্রজমোহন দাস॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন।
প্রভুগণ স্বকাহিনী করিয়ে বর্ণন॥
প্রতি চরিত বর্ণনের আরম্ভ অংশেতে।
আবশ্যকীয় কথা কিছু বর্ণিব ভাষাতে॥
তদন্তর মহাজনী পদাবলী দিয়া।
তিথিভেদে গুণগণের ক্রম করিয়া॥
যাঁর যে চরিত্র বর্ণন আসিয়া জুটিবে।
লঘু গুরু বিচারের ক্রম না ঘটিবে॥
এই দোষ বৈষ্ণবগণ করিবা মার্জ্জন।
দাস ব্রজমোহন ইহা করে নিবেদন॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবক

নবম বর্ষ ১৩২৬। ৫ম সংখ্যা (আষাঢ়)

সংক্ষিপ্ত গৌরগণ চরিত্র রত্নাবলী সম্বন্ধীয় প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ।

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু ১৩৭৬ শকাব্দের মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে জেলা শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামে শ্রীনাভাদেবীর গর্ভে ও শ্রীকুবেরাচার্য্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৮০ শকাব্দের পৌষী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শ্রীপাট শান্তিপুরে সংকীর্ত্তনাবেশে শ্রীশ্রীমদন-গোপালের মন্দিরে প্রবেশ করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশের বচন, যথা —

"ক্রমে সংকীর্ত্তন-সিন্ধুর তরঙ্গ বাড়িলা।
মহাভাবে শ্রীঅদ্বৈত তাহাতে ডুবিলা॥
হঠাৎ মদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা॥
সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অদ্ভুতলীলা কৈলা যথাক্রমে॥"

(অঃ প্রঃ দ্বাদশ অঃ)

তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীকমলাক্ষ। কুবেরাচার্য্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের রাজপণ্ডিত ছিলেন। একদা দীপান্বিতাপর্ব্ব উপলক্ষে কমলাক্ষের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তিনি তথায় অদ্ভুত শক্তি বিকাশ-ক্রমে শ্রীশান্তিপুরে আগমন করেন এবং এই সময় হইতে তিনি শ্রীশান্তিপুরবাসী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত হন, যথা—

"দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শান্তিপুরে গেলা।
ষড় দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা॥"

(অঃ প্রঃ)

শ্রীশ্রীমদদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে প্রেমবিলাসের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে,—

"শ্রীহট্টে লাউড় দেশে নবগ্রাম হয়।
যথি দিব্যসিংহরাজা বসতি করয়॥
তাঁর সভাপণ্ডিত ভরদ্বাজ মুনিবংশ্য।
কুবেরাচার্য্য নাম সদ্গুণ প্রশংস্য॥
অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শুদ্ধমতি।
নরসিংহ নাড়িয়াল বংশেতে উৎপত্তি॥
সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয়।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আশ্রয়॥
তাঁর কন্যা নাভা দেবী পরমা সুন্দরী।
কুবের আচার্য্য সহ বিয়া হৈল তাঁরি॥
মহানন্দ পুরোহিত একটি ব্রাহ্মণ।
নাভা দেবী যারে ভাই বোলে সর্ব্বক্ষণ॥
সে বিপ্র সন্ন্যাসী হৈল লক্ষ্মীপতি স্থানে।
বিজয়পুরী নাম তাঁরে সর্ব্বলোকে ভণে॥
মাধবেন্দ্র পুরীর সতীর্থ বিজয়পুরী।
সে সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রভু মান্য করে তাঁরি।
নাভা দেবীর ছয় পুত্র এক কন্যা হৈল।
জনম লভিয়া কন্যা স্বর্গে চলি গেল॥
শ্রীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত হরিহরানন্দ।
সদাশিব কুশলদাস আর কীর্ত্তিচন্দ্র॥
এই ছয় পুত্র গেল তীর্থপর্য্যটনে।
চারিজন মরিল দুই জন এল পিতৃদর্শনে॥
পুত্রশোকে নাভাদেবী কুবের সহমতি।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিলা বসতি॥
কিছুদিনে হৈল নাভার গর্ভের লক্ষণ।
স্ত্রীসহ কুবেরাচার্য্য গেলা নবগ্রাম॥
কতোদিনে নাভার দশমাস পূর্ণ হৈলা।
মাঘী সপ্তমীতে শ্রী প্রভু প্রকাশ পাইলা॥

গণক আসিয়া তাঁর নাম রক্ষা কৈল।
কমলাকান্ত এক নাম তাঁর হইল ॥
হরিসহ অভেদ হেতু নাম হৈল অদ্বৈত।
অদ্বৈত নামেতে প্রভু হইলা বিখ্যাত ॥
এথা কমলাকান্ত ব্যাকরণ পড়ি।
কিছুদিনে শান্তিপুরে আইলেন চলি ॥
মাতাপিতা শান্তিপুরে কৈলা আনয়ন।
সর্ব্বদা সেবয়ে মাতাপিতার চরণ ॥
পাঠ সমাপিয়া অদ্বৈত গৃহেতে আসিলা।
কিছু দিনে মাতাপিতার অদর্শন হৈলা ॥
গয়া পিণ্ড দিতে অদ্বৈত করিলা গমন।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ ॥
মাধবেন্দ্র পুরী সহ দক্ষিণে মিলন।
ভক্তিতত্ত্ব যত সব করিলা শ্রবণ ॥
কাশীতে বিজয়পুরীর সহিত মিলন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে গেলা বৃন্দাবন ॥
রাত্রিশেষে শ্রীঅদ্বৈত দেখিয়া স্বপন।
কুঞ্জ হৈতে তুলিলেন শ্রীমদনমোহন ॥
স্বপ্ন দেখি সে বিগ্রহ চৌবে হস্তে দিলা।
কোন এক কুঞ্জমধ্যে চিত্রপট পাইলা ॥
শান্তিপুরে সেই মূর্ত্তি করিলা স্থাপন।
মদনগোপাল নাম হৈল প্রকটন ॥
অদ্বৈত গোপালপদ চিন্তে শান্তিপুরী।
দৈবে আসিলেন তথা মাধবেন্দ্র পুরী ॥
দশাক্ষর গোপালমন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানে।
মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত সর্ব্বলোকে ভণে ॥
এথা দিব্যসিংহ পুত্র-হস্তে রাজ্য দিয়া।
কিছু দিনে শান্তিপুরে উপস্থিত হৈয়া ॥

অদ্বৈত-চরণে আসি আত্ম সমর্পিল
শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল ॥
শ্রীঅদ্বৈত থুইলা তাঁর নাম কৃষ্ণদাস।
ভাগবত পড়ি কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হৈলা।
সভার প্রথমে ইহোঁ বৃন্দাবনে গেলা ॥
দিগ্বিজয়ী শ্যামদাস শান্তিপুরে আইল।
অদ্বৈতের স্থানে তিহোঁ কৃষ্ণমন্ত্র নিল ॥
তব শ্রীল ব্রহ্ম হরিদাস মহাশয়।
কোন দিন আইলেন অদ্বৈত আলয় ॥
বুড়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব-প্রাপ্তি তার যবনান্ন-দোষে ॥
শৈশবে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হৈল।
যবন আসিয়া তারে নিজ গৃহে নিল ॥
আম্বুয়ার অধিকারী মলয়া কাজী নাম।
তাহার পালিত হঞা তার অন্ন খান ॥
অদ্বৈতের স্থানে তিহেঁ হইলা দীক্ষিত।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবারাতি ॥
লক্ষ হরিনাম মনে, লক্ষ কানে শুনে।
লক্ষনাম উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে ॥
দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিত যদুনন্দন নাম।
একদিন চলিলেন হরিদাস স্থান ॥
ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়া বিচার হৈল তার সাথে।
যদুনন্দন পরাজিত হৈল সর্ব্বমতে ॥
জ্ঞানবাদ খণ্ডি কৈলা ভক্তির প্রাধান্য।
যদুনন্দন সেই মত করিলেন মান্য ॥
শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়।
অদ্বৈতের শিষ্য হঞা ভাগবত পড়ায় ॥

সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণ নামে গ্রাম।
কুলীন শ্রোত্রিয় নৃসিংহ ভাদুড়ী আখ্যান॥
তাঁহার দুই কন্যা শ্রীসীতা ঠাকুরাণী।
জ্যেষ্ঠ সীতা কনিষ্ঠা শ্রীঠাকুরাণী॥
শুভদিনে নৃসিংহ ভাদুড়ী অদ্বৈতেরে।
কন্যা সম্প্রদান কৈল ফুলিয়া নগরে॥
সীতাদেবী শ্রীদেবী অদ্বৈতের স্থানে।
দীক্ষিতা হইলা অতি আনন্দিত মনে॥
সীতা দেবীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জনমিল।
শ্রীদেবীর গর্ভে এক পুত্র হৈল॥
অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণদাস গোপাল বলরাম।
স্বরূপ জগদীশ এই হয় ছয় জন॥
সীতাদেবীর দুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেলা সীতা ঠাকুরাণী॥
নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার চরণে।
জঙ্গলী তপস্যা করিতে গেল এক বনে॥
সে স্থানের নাম জঙ্গলী টোটা সভে কন।
ঈশান নামে এক শিষ্য অদ্বৈতের হন॥

শ্রীমদদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে ও তাঁহার জন্মলীলা বিষয়ে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দ্বাদশ তরঙ্গে (বহরমপুরের মুদ্রিত গ্রন্থের ২২৭।২৮ পৃষ্ঠায়) এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

শ্রীঈশানদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি যে তোমারে॥
অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্ব্বে শান্তিপুরে গতায়াত॥
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নব গ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥

তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য্য এ খ্যাতি তাঁর হয়॥
তেহোঁ অদ্বৈতের পিতা তাঁর শুদ্ধ রীত।
সর্ব্বপ্রকারেতে যোগ্য সর্ব্বত্র বিদিত॥
লাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা যেহোঁ অদ্বৈত-জননী॥
পুত্রের কামনা পূর্ব্বে যাঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল॥
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥

(গীত মাউর)

মাঘে শুক্লা তিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে, মহা আনন্দসিন্ধু।
লাভাগর্ভ ধন্য, করি অবতীর্ণ,
হৈল শুভক্ষণে, অদ্বৈত ইন্দু॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত,
নানা দান, দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা-মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে,
দেখি পুত্রমুখ, জুড়ায় হিয়া॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধাঞা আসি,
পরস্পর কহে, না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে,
পাইলেন পুত্র, রতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি, উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনী,
ভণে ঘনশ্যাম, মঙ্গল বহু॥

শুনহে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের জন্মকালে।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম উচ্চৈঃস্বরে বলে॥
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ণ।
জন্মায়েন সভার সন্তোষ অনুক্ষন॥
শ্রীকুবের নাভা গঙ্গাবাসের নিমিত্তে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হইতে॥
কুবের পণ্ডিত নাভাদেবী পুত্র লৈয়া।
শান্তিপুরে রহে উল্লাসিত হৈয়া॥

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ ৮২৯ পৃষ্ঠা)

জন্মলীলা।

(সিন্ধুড়া)

ঐ তিন ভুবন মাঝে, অবনী-মণ্ডল সাজে;
তাঁহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক-দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্তি হয়,
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়,
নাভা দেবী তাঁহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি,
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি, মনোদুঃখ পায় অতি;
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে, নাভাদেবী গর্ভমাঝে,
মহাবিষ্ণু কৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষে, শুক্লা সপ্তমী দিনে,
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।

দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি,
নয়নে আনন্দধারা বয়॥
আচম্বিতে জগজ্জনে, আনন্দ পাইল মনে,
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাসে বলে, উদ্ধার হইব হেলে,
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥

পদ (কল্যাণ)

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত,
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত-কর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম,
বাড়য়ে মনের সুখ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,
কনক-কমল-শোভা।
আজানু লম্বিত, বাহু সুবলিত,
জগজন-মনোলোভা॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর,
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
জিমি কত বিধুমণি॥
মহা পুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
দেখিয়া বিস্মিত মনে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে,
সবে করে অনুমানে॥
যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া,
নিরীখয়ে অনিমিষে॥

তাহার মাতারে, করে পরিহারে,
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য সীমা, কি দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার॥
এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদগদ ভাষা।
জগত-তারণ, বুঝল কারণ,
দাস বৈষ্ণবের আশা॥

পদ (সুহই)

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব,
ভক্তশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে,
না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে,
নাহি অন্য শুভকর্ম্ম-লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে, নানারূপে জীব হিংসে,
এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার,
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে হইল প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ নাম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

পদ (ভাটিয়ারি)

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হৈল জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥

কলিকাল-সাপে জীবে করিল গরাস।
দেখি বিষবৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ॥
যাঁহার হুঙ্কারে গোরা অবনী আইলা।
শুনিয়া বৈষ্ণবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥

পদ (তুড়ী)

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যাঁর প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায়।
প্রেমভরে সে জন চৈতন্য গুণ গায়॥
তাহার পদেতে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইল গৌর-প্রেম মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিনু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু॥

জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত,
সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতল ঘামে॥
নিজ পহুঁমনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে,
আইলা নাগররাজ।
তাহার পীরিতে, আইলা তুরিতে,
উদয় নদীয়া-মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি॥
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি॥

———

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১৩৯৫ শকাব্দার মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত একচক্রা নগরীতে পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে ও হাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৬১ শকাব্দায় আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে একচক্রার শ্রীবঙ্কিমদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশপরিচয় প্রসঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে (বহরমপুরে মুদ্রিত গ্রন্থের ৯৮৭ পৃষ্ঠায়) বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী গাঁই।
যৈছে তার করণ নিন্দিত কিছু নাই॥
শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে।
তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সবে জানে॥
তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়।
অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয়॥"

(ভঃ রঃ দ্বাঃ তঃ ৯৮৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায়॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভক্ষণে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অধ্যায়)

"হাড়োওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি॥
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য দোষ খণ্ডিল সকল॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ষষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা।

পদ (শ্রীরাগ)

রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম,
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জন্মিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্র-মহোৎসব করে।
ধরণী-মণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুরনাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিল, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম॥
বৈষ্ণবের মন, হইল পরসন্ন,
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দীন কৃষ্ণদাসে॥

পদ (সুহই)

ভুবন আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলী চাঁদের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম॥

ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ন ভাঙ ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ, তল পদ-পঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করি-অরি জনু॥
চরণ-কমল-তলে, ভকত-ভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইব সবে,
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস॥

পদ (ধানশী)

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ।
পাতিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সবারে করুণ-নয়নে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে যাইতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ন ঝুরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন মহাপুরুষ বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করে ইহায় হিয়ায ভরি।
নয়নে কাজর করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিলা বিধাতা॥
এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বহিয়া॥
কারু স্তন দিয়া দুগ্ধ ঝরে।
কেহ যায় তারে করিতে কোরে॥

এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥

পদ (সুহই)

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে কৈল পিতা ব্যাজ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব ধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

———

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাসময়ে শ্রীশচী দেবীর গর্ভে ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৫৫ শকাব্দের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করেন। পর বৎসর জ্যৈষ্ঠা অমাবস্যা তিথিতে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে দর্শন দিয়া চকিতের ন্যায় পুনর্ব্বার টোটা গোপীনাথ-মন্দিরে প্রবেশ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেহোঁ স্বধর্ম্মে তৎপর॥
উদারচরিত্র তেহোঁ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥
তাঁর পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা॥
বহু কন্যা-পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥

ধর্ম্ম তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত বদনে।
স্বপ্ন প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে॥
মহাতেজমূর্ত্তি হইলেন দুই জনে।
তথাপিহ দেখিতে না পারে অন্য জনে॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া॥
অতি মহা বেদ গোপ্য এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণের রতিমতি॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন হেতু অবতার॥
জয় জয় বেদধর্ম্ম সাধু বিপ্রমাল।
জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময় কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর॥
যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ॥
তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিবে তার পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নারে? ॥
তথাপিহ দশরথ বসুদেব ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা সভারে॥

কতেকে কে বুঝে প্রভু তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্বধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্র বর্ণ ধরি।
তপোধর্ম্ম বুঝাও আসনে তপ করি॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারীরূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম॥
স্রুক স্রুব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সভারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য মেঘ-শ্যাম বর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর মহারাজরূপে অবতরি॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার॥
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্বজীবের আধার॥
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদিদৈত্য দুই মধুকৈটভ সংহার॥
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য বিদার॥

বলি ছল অপূর্ব্ব বামনরূপ হই।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার॥
বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কীরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
সর্ব্বলীলা লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে গোকুলে বিহর বহু রঙ্গে॥
এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিবা সর্ব্বশক্তি পরচারি॥
সংকীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি পরচার॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সব দাস॥
যে তোমার পাদপদ্মে ধ্যান নিত্য করে।
তা সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে॥
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বদিগ হয় সুনির্ম্মল॥
বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ।
হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস॥
সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি॥

মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সভার দেখিতে ভাগ্য হয়॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে দেবীর অভিমত॥
যে তোমারে যোগেশ্বর সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈয়া নবদ্বীপ গ্রামে॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥
শচীগর্ভে বৈসে সর্ব্বভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
হরিবোল হরিবোল বলি সভে ধায়॥

হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সভে বলে "নিরন্তর হউক গ্রহণ॥"
সভে বলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরিসংকীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন।
সভে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা।

১ম পদ (ভাটিয়ারি)

ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি সুভোগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভ বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥

জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘনে ঘন।
আবাল-বনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥

২য় পদ (ভুড়ী বা করুণা)

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ-অবতার।
যশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগে জীব সব নিস্তার করিতে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

৩য় পদ (কল্যাণ)

নদীয়া-আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গশশী,
ভাসিল সকলে কুতুহলে।
লাজেতে গগনশশী, মাখিল বদনে মসী,
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥

বামাগণ উচ্চস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে,
ঘরে ঘরে বাজে ঘন্টা শাঁক।
দামাদা দগড় কাঁসি, সানাই ভেঁউর বাঁশী,
তুরী ভেরী আর জয়ঢাক॥
মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন,
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসব-দুখ,
অনিমিষে পুত্র-মুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিনয়ে কারে,
দেব নরে হৈল মিশামিশি।
নদীয়া-নাগরী সঙ্গে, দেব-নারী আসে রঙ্গে,
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী,
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌর-বিধুর উদয়,
বাসু কহে জীব ভাগ্য-ফলে॥

৪র্থ পদ (বিভাস বা তুড়ী)

হের দেখসিয়া, নয়ন ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে, শচীর উদরে, চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখবাণ, কষিত কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর-জলদে নিকষিল, থির বিজুরী পারা॥
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দ লোভে॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি, উরু হেম-গিরি, এ লোচন-মনোহর॥

৫ম পদ (সুহিনী)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র। দশ দিকে বাড়িল আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগ-মন মোহে॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদ গান॥

৬ষ্ঠ পদ (ধানসী)

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে।
জন্মিলেন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ-ঘরে॥
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ।
মহানন্দে গগন পাওল জনু হাত॥
গ্রহণ সময়ে পঁহু আইলা অবনী।
শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারি দিকে শুনি॥
নদীয়ানাগরীগণ দেন জয়কার।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার॥
পাপ-রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস।
পূর্ণশশী গৌর পঁহু ভে ভেল প্রকাশ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ প্রেম-অমৃত সিঞ্চিবে।
বৃন্দাবনদাস কহে পাপ-তম যাবে॥

৭ম পদ (মঙ্গল, নটরাগ)।

চৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার,
সকল উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপহর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইল বিহ্বল রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সবেই নররূপ ধরিয়া রে।

গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি,
লখিতে কেহ নাহি পারে রে ॥
কেহ করে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ আনন্দে নাচে গায় রে ॥
দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেব মিলি, এক ঠাঁই করে কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপপুরী রে ॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িল রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা রে ॥
সকল সঙ্গে করি, আইল গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, মোর প্রভু আনন্দকন্দ,
বৃন্দাবন দাস গান রে ॥

৮ম পদ (মঙ্গল, নটরাগ)।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল মুহুরী,
জয়ধ্বনি গায় রসাল রে।
বেদের অগোচর, ভেটিব গৌরবর,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে ॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝারে ॥

অন্যোহন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন ঘন,
লাজ কেহ নাহি মান রে।
নদীয়া পুরবাসী, জনম উল্লাসী,
আপন পর নাহি জান রে॥
ঐছন কৌতুকে, দেখত নবদ্বীপে,
অ ওস শুনি হ রনাম রে।
পাইয়া গৌর-রসে, বিভোর পরবশে,
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচীগৃহ, চৈতন্য পরকাশে,
এ ত্রে যৈছে কো টি চাঁদ রে।
মানুষ-রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলায় ক্ষ হরিনাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে,
পাষণ্ডী কিছু না জানে রে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

৯ম পদ, (ধানশী)।

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥
আজি বিজয়ে, গৌরাঙ্গ অবনীমণ্ডল,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গ-চান্দের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জল, বক্ষ পরিসর,
দোলনি যৈছে বনমাল।

চান্দ সুশীতল, শ্রীমুখমণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ধন্য ধন্য ধন্য,
জয় জয় উঠয়ে নাদ।
কোই নাচত, কোই গাওত,
কলির হইল হরিষে বিষাদ॥
চারি বেদ শির, মুকুট গৌরাঙ্গ,
পরম মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্য নিতাই, বড় ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস রস গানে॥

১০ম পদ, (ধানসী)।

রাহু উগারল ইন্দু, প্রকাশ নামসিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বাঁধে বানা।
পঁহু ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
মো মাই দেখত গৌরচন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশন,
দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,
বৃন্দাবন দাস রসগান॥

১১শ পদ, (ধানসী)।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
প্রতিপদ সন্ধি পাঞা, রাহু আইলেক ধাঞা,
গৌরসিন্ধু উজ্জ্বল নিশামণি॥

সে চন্দ্রগ্রহণ হেরি, নদীয়ার নরনারী,
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি করে।
হেন কালে শচীগৃহে, জনমিলা গৌরচন্দ্র,
জয় জয় জগন্নাথ ঘরে॥
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর, হইলা হরিষান্তর,
শুভক্ষণে শুভ লগ্ন দেখি।
বৃন্দাবন দাস কয়, হেরিয়া জনম-লীলা,
সুর নর হইলেক সুখী॥

১২শ পদ, (কল্যাণ)।

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইলা উদয়।
পাপ-তম হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস,
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥
হেন কালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেন নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ শশী, শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান॥
জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
জানি কিছু কার্য্যে আছে ভাষ॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, হৈল মনে উল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী, নানা রত্নে থালি ভরি,
আইলেন সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোণা জ্যোতি, দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ঋষি চারণ,
স্তুতি নিত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
আসি সবে নাচে পাঞা প্রীত॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভাষিতে নারি কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূর্ণিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বোল॥
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র পাশ,
আসি তারে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল যত,
সব ধন বিপ্রে করে দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের পত্নী, নাম তার মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।

সিন্দুর হরিদ্রা জল, খই কলা নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি বন্দন,
জন্মলীলা গায় কৃষ্ণদাস ॥

১৩শ পদ, (কল্যাণ)।

অদ্বৈত আচর্য্য-ভার্য্যা, জগত-বন্দিত আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, চলে উপহার লৈয়া,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কৌরী বৌলী, রজতপাত্র পাশুলী,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥
বাঘ-নখ হেম-জড়ি, কটি পট্টসূত্র ডোরি,
হস্ত পদের যত আভরণ।
বিচিত্র পট্ট-শাড়ী, ভুনি দোগাছা পট্ট পাড়ি,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহু ধন ॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লৈয়া দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটারী পুরিয়া ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈয়া বহু ভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাতে গোকুল কান,
বর্ণ মাত্র দেখে বিপরীত ॥

সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য মূর্ত্তি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দূর্ব্বা ধান দিয়া শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হতে, শঙ্কা উপজিলে চিতে,
ভয়ে নাম থুইল নিমাই॥
পুত্রমাতা স্নান-দিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্র পূজা লৈয়া, মনেতে হরিষ হৈয়া,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি বন্দন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

পদ্যাবলী

শ্রীগৌরচন্দ্র

প্রেম-সিন্ধু গৌর রায়, নিতাই তরঙ্গ তার,
করুণা বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগতে হাপান ছাড়ে,
তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
ডুবি রূপ সনাতন, তুলি নানা রত্ন ধন,
জগতে গাঁথিল তার মালা।
ভক্তিসত্তা সূত্র করি, লহ জীব কণ্ঠ ভরি,
দূরে যাবে তাপত্রয়জ্বালা॥

দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত-হংস চক্রবাকে, পিব পিব বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হও॥
লীলা-রস-সংকীর্ত্তন, বিকসিত পদ্মবন,
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুমুদ-বন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে॥

প্রেমবিলাস গ্রন্থের দ্বাবিংশ বিলাসে শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীমাধব মিশ্র, শ্রীবাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্তের পরিচয় যথা—

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান্ হয় অতি শুদ্ধাচার॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম॥
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহ্যে সদা বিষয়ীর ব্যবহার করয়॥
তাঁর প্রিয়-সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটী গ্রাম তাহার আলয়॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম পণ্ডিত ইহোঁ কুলাংশে উত্তম॥
নবদ্বীপে আসি তিহোঁ করিলা আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়॥
মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণভক্তা।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে সদা হয় অনুরক্তা॥
মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয়।
জগন্নাথ আর বাণীনাথ তাঁর নাম রাখয়॥
মাধবের ছোট পুত্র নদীয়া মাঝারে।
বৈশাখের কুহুদিনে জন্ম লাভ করে॥

রাখিলা তাঁহার নাম শ্রীল গদাধর।
তাঁর জ্যেষ্ঠ জগন্নাথাচার্য্য দ্বিজবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি।
তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
চট্টগ্রাম দেশ চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ বসতি করয়॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত॥

ঐ গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র ও ভরতপুর সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর।
তাঁর ভাই জগন্নাথাচার্য্য দ্বিজবর॥
নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি।
তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহামতি॥
ভ্রাতুষ্পুত্র বলি তারে পুত্র-স্নেহ করে।
গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে॥
নিজ সেবা গোপীনাথ তাহারে অর্পিলা।
নয়নানন্দ মিশ্র গোসাঞি হরষিত হৈলা॥
পণ্ডিত গোসাঞির তিরোভাব হইবার পরে।
নয়ন মিশ্র গেলা রাঢ় দেশ ভরতপুরে॥"

(প্রেঃ বিঃ ২৪ বিঃ)

শ্রীনবদ্বীপের চাঁপাহাটী গ্রামে বিপ্রবাণীনাথের সেবিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহদ্বয় বিরাজিত আছেন, চাঁপাহাটীতে যে বিপ্রবাণীনাথের গৃহ ছিল, এ সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে চাঁপাহাটী বর্ণন প্রসঙ্গে এরূপ আছে যে,—

"এই দেখ বিপ্রবাণীনাথের আলয়।
যেহোঁ গৌরচন্দ্রের অতি প্রিয় প্রেমময়॥"

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

শ্রীধাম নবদ্বীপে চাঁপাহাটী গ্রামে ১৪০৯ শকাব্দার বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে শ্রীরত্নাবতী দেবীর গর্ভে ও শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীগদাধর জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীগৌর-গদাধরে অত্যন্ত প্রণয় ছিল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনীলাচলে যমেশ্বর টোটায় বাস করিয়া শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আনন্দবিধান করিতেন। ১৪৫৬ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা তিথিতে শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখে যখন আর্ত্তনাদে রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় নীলাচলক্ষেত্রে টোটা গোপীনাথ মন্দির হইতে মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বাহির হইয়া প্রিয় গদাধরকে দর্শন দিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তে শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। গদাধর সে বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া, ঐ সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জন্মলীলা উপলক্ষে যে একটি পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

পদ, (পাহিড়া)।

ধন্য ধন্য বলি যেন, চারিযুগে মধ্যে হেন,
কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়া পুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে,
কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই।
বৈশাখের কুহুদিনে, জনমিলা শুভক্ষণে,
গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্র-মুখ দেখি অতি,
উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥
কিবা গদাধর-শোভা, সভার নয়ন-লোভা,
যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝলমল করে বর্ণ, জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বর্ণ,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপাম॥

যত নদীয়ার লোক, পাশরিয়া দুঃখ শোক,
পরস্পর কহে কুতুহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য, হৈল যেন রত্ন লভ্য,
না জানি কতেক পুণ্যফলে॥
বিপ্রপত্নীগণ আসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
রত্নবেত্তী মায়ে প্রশংশিয়া।
দেখিয়া সোণার সুতে, ধান্য দুর্ব্বা দিয়া মাথে,
আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া॥
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে,
বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন,
গদাইচাঁদের গুণ গাই॥

পাঠমঞ্জরী।

জয় জয় পণ্ডিত গোঁসাঞি।
যার কৃপা-বলে সে চৈতন্য গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর-প্রাণনাথ যাহে লাগে খ্যাতি॥
গৌরগতপ্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পঁহু যার অনুরাগে।
শ্যামতনু গৌরাঙ্গ হইয়া প্রেম মাগে॥

জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যাতে

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান সম্বন্ধীয় শোচক

আমারে করুণাবান, অনাথ জনার প্রাণ,
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞিও।
জগতের চিতচোরা, গোকুল-নাগর গোরা,
যাঁর রসে উল্লাস সদাই॥
যাঁর মুখ নিরখিয়া, ভূমে পড়ে মুরছিয়া,
তিলেক ধৈরষ নাহি মানে।
জলকেলি পাশা সারি, ফল্গুখেলা আদি করি,
কীর্ত্তনে নর্ত্তনে যাঁর সনে॥
গদাধর প্রভু-গুণে, দিবা নিশি নাহি জানে,
সুখের সায়রে সদা ভাসে।
প্রভুর মনেতে যাহা, সময় বুঝিয়া তাহা,
যোগায়েন রহি প্রভু পাশে॥
এক দিন চটীমাতা, তাম্বুল অর্পণে তথা,
দেখি গদাধরের প্রতাপ।
ধরিয়া গদাইর হাতে, কহয়ে নিমাঞির সাথে,
সতত রহিবে মোর বাপ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ যায় যথা, গদাধর চলে তথা,
তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ।
শ্রীবাস অদ্বৈত মনে, কত সুখ ক্ষণে ক্ষণে,
দেখি গোরা গদাধর রঙ্গ॥
গদাই গৌরাঙ্গ-অঙ্গে, চন্দন লেপিয়া রঙ্গে,
মালতীর মালা দিয়া গলে।
না জানি কি করে হিয়া, প্রাণনাথে নিরখিয়া,
ভাসে দুটি নয়নের জলে॥
প্রভুর শয়ন-ঘরে, শয্যারে রচন করে,

শয়ন করিলে গোরা রয়ি।
গদাই সমীপে শুইয়া, পূর্ব্বকথা সুধা দিয়া,
কত ভাব উথলায় হিয়ায় ॥
গৌরাঙ্গ গোকুলশশী, এ হেন আনন্দে ভাসি,
নবদ্বীপে করিয়া বিহার।
জানাইয়া গদাধরে, পূরুব প্রেমের ভরে,
করিলা সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥
শ্রীকেশের অদর্শনে, যে হৈল গদাইর মনে,
তাহা কে কহিবে এক মুখে।
নীলাচলে প্রভু সহ, গিয়া গোপীনাথ,
গৃহ, বাস নিয়মিত সেবা সুখে।
তথা প্রভু মহাসুখে, পণ্ডিত গোঁসাঞির মুখে,
শুনেন শ্রীভাগবত কথা।
সে কথা অমৃত পানে, ধারা বহে দু নয়নে,
কিবা সে অদ্ভুত প্রেমগাথা।
প্রভু নীলাচলে হৈতে, শ্রীগৌড়মণ্ডল পথে,
গমন করিতে বৃন্দাবনে।
গদাইর নির্ব্বন্ধ যাহা, সেই ক্ষণে ছাড়ি তাহা,
চলে নিজ প্রাণনাথ সনে।
গৌর-গদাধর দোঁহে, সে সময়ে যাহা কহে,
তাহা, শুনি কে বা ধৈর্য্য ধরে।
কত না শপথ দিয়া, গদাধরে ফিরাইয়া,
চলে প্রভু কাতর অন্তরে।
গদাই গৌরাঙ্গ বলি, কান্দে দুই বাহু তুলি,
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া।
সার্ব্বভৌম আদি যত, গদাধরে কহি কত,
যত্নে চলে নীলাচলে লৈয়ো ॥

গদাইর ব্যাকুল প্রাণ, নাহি তার ভোজন পান,
বহে বারি নয়নযুগলে।
কে বুঝে এ প্রেমধারা, কতেক দিবসে গোরা,
আসিয়া মিলিলা নীলাচলে॥
পরাণনাথেরে পাঞা, গদাইর আনন্দ,
হিয়া বিচ্ছেদ বেদন গেল দূরে।
আহা মরি মরি ভাই, ভুবনে উপমা নাই,
গদাইর গুণে কে না ঝুরে॥
প্রভু নিত্যানন্দ ভালে, যাঁর লাগি নীলাচলে,
আনিলা তণ্ডুল গৌড় হৈতে।
গদাধর পাক কৈল, ভোজনে যে সুখ হৈল,
তাহার তুলনা নাহি দিতে॥
নিত্যানন্দ বিমুখেরে, গদাই দেখিতে নারে,
সে না দেখে গদাই বিমুখে।
কহে দাস নরহরি, গাও গাও মুখ ভরি,
হেন গদাইর গুণ সুখে॥

দয়ার ঠাকুর মোর পণ্ডিত গোসাঞি।
তোমার চরণ বিনা মোর আর কিছু নাই॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে অবতার করি।
নিজ নাম প্রকাশিলা জগৎ নিস্তারি॥
কলিযুগের জীব যত মলিন দেখিয়া।
নিজ রাধানাম দিলা জগৎ ভরিয়া॥
সেই রাধা গদাধর গৌরাঙ্গের কোলে।
সেই কৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
রাধা রাধা বলি গৌরাঙ্গ পণ্ডিতেরে ডাকে।
সেই এই বৃন্দাবনে সখী লাখে লাখে॥

পণ্ডিত গোসাঞিের প্রেমে ভাসিল সংসারে।
বৃন্দাবনে তিন ঠাকুর সমর্পিল তাঁরে॥
তিন সেবক দিয়া পণ্ডিত তিন ঠাকুরে সেবে।
পণ্ডিত গোসাঞিের কৃপা মেরে হবে॥
পণ্ডিত গোসাঞি আমার জগতের প্রাণ।
নয়নানন্দের মনে নাহি জানে আন॥

হায় এ কি হৈল!!

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম, বুঝিনু সে না মর্ম্ম,
এ না শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, কৈল যে মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
সবে হৈল অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আঁধল হইল এ না আঁখি।
কাহারে কহিব দুখ, না দেখাও ছার মুখ,
আছি যেন মরা শুক পাখী॥
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিনু যাঁহার পাশ,
কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোর ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল,

দুঃখে জীউ করে আনছান ॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ দেব।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দা নামক গ্রামে সদ্গোপবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল দুরিকা। তাঁহাদের পুত্ররূপে দুঃখী কৃষ্ণদাস ১৪৬৮ শকাব্দার চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনের মার্জনাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ফলে দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম "শ্রীশ্যামানন্দ' হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের অনুমতি লাভ করিয়া, ভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং সমস্ত উৎকল দেশ ভক্তিবন্যায় প্লাবিত করিয়া দেশবাসিগণকে শ্রীহরিভক্তিরসে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এইরূপে উৎকল দেশে ভক্তি প্রচার করিতে করিতে শ্রীশ্যামানন্দ দেব ১৫৫২ শকাব্দার আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপৎ তিথিতে নৃসিংহপুর গ্রামে শ্রীসংকীর্ত্তনমধ্যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। (দেবস্নানযাত্রা পূর্ণিমার শেষে। কৃষ্ণ প্রতিপৎ তিথি আষাঢ় প্রবেশে ॥ হেনই সময়ে প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ (রঃ মঃ) ইতি) ময়ুরভঞ্জের সামান্তার পরগণার কানপুর গ্রামে শ্যামানন্দ দেবের সমাধিস্থান রহিয়াছে। শ্রীশ্যামানন্দ দেব সম্বন্ধে যে কয়েকটী গান পাওয়া গেল, তাহা এই—

সুহই

জয় শ্রীল দুঃখী, কৃষ্ণদাস-গুণ, কহিতে শকতি কার।
হৃদয়-চৈতন্য-পদাম্বুজে সদা, চিত্ত মধুকর যার ॥
বৃন্দাবনে বন নিকুঞ্জে রাইর, নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম, বিদিত তথায়, চরিত বুঝিবে কে ॥

মহাপ্রভু প্রতি, উৎকলেতে যার, না ছিল ভক্তি-লেশ।
গৌরাঙ্গ বিধু। বিরহ গৌরাঙ্গ বিধু। বিরহ অনলে॥
তাপিত উৎকল দেশ গৌর প্রেমরস অমৃত সিঞ্চনে
নাশিল সবার ক্লেশ।

গৌর প্রেমরসে, ভাসাইল সব, সকল উৎকল দেশ॥
পর দুঃখে দুঃখী, শ্যামানন্দ মোর, রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা, যাঁহা নরহরি, দীনে না ছাড়েন কভু॥

বেলাবলী

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর-প্রেমরসে নিমগন, ঝলমল তনু,
নব পুলক আনন্দ॥ ধ্রু॥

শ্যামর গৌর, চরিতচয় নিরুপম,
বদন সুধাধুনী হৃদয়ে পয়ান।
নিরুপম পঁহু পরিকর-গুণ শুনইতে,
ঝর ঝর ঝরই সুকমল নয়ান॥

উমড়ই হিয়া, অনিবার চুয়ত ঘন,
স্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য, মধুরতর কীর্তন,
তুলসীমাল উড়ে, চঞ্চল থোর॥

সুমধুর গীত, ধুয়ত অনুমোদনে,
ভুজভঙ্গিম কত ভকত সমাজ।
পদতলে তাল, ধরত কত ভাতিক,
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥

আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে
শ্রীশ্যামানন্দ দেবের শোচক।

ও মোর পরাণ বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরা গুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে॥
হৃদয়চৈতন্য দেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাই॥
শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্মসমর্পণ,
একচিত্তে রহে দাঁড়াইয়া।
দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কেল।
করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি রীতি,
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল॥
কতেক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইল।
প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,
যাত্রাকালে আজ্ঞা মালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,
সোঙরিয়া প্রভুর চরণ।
একাকী কতেক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে দেহা।
সিক্ত হৈয় নেত্র জলে, লোটায় ধরণীতলে,
বিপুল পুলকময় দেহা॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈলা যা আছিল মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে স্নান।

প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি অনুগ্রহ কৈলা,
শ্রীদাস গোঁসাঞি গুণরাশি ॥
শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা,
তেঁহ কৃপা কৈল বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাঁহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হৈতে ॥
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া, রহিল উৎকলে গিয়া,
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায় ॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
কারে বা না কৈলা ভক্তি দান।
অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ কৃপালেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সংকীর্ত্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাহি সীমা ॥
যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মুরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হবে কি এ নয়নগোচর ॥

হায় কি হইল পদং গেয়ম্।
জয় প্রভু শ্যামানন্দ করুণানিধান।
হেন প্রভু কোথা গেলা হৃদে হানি বাণ ॥
হেন প্রভু কোথা গেলা না দেখিব আর।
এবে শূন্য হৈল মোর সকল সংসার ॥

কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া॥
কার সঙ্গে করিব আর তীর্থ পর্য্যটন।
কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন॥
আর কি দেখিব সেই চরণ দুখানি।
এত বলি রসিকানন্দ লুটায় ধরণী॥
রসিকের অনুরাগ শুনি পাষাণ মিলায়।
যার অনুরাগের কথা কহা নাহি যায়॥
মোরে দয়া কর প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
দয়ায় ঠাকুর তুমি ভুবনেতে গায়॥

শ্রীরসিকানন্দ দেব

উড়িষ্যা'র সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ "রয়ণী নগরের" অধিপতি "শিষ্টকরণ-বংশীয়" রাজা অচ্যুতানন্দ দেবের পুত্ররূপে ও ভবানী ঠাকুরাণীর গর্ভে ১৪৮৫ শকাব্দার কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শ্রীরসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ দেবের অতি প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ছিলেন: শ্রীরসিকানন্দ অত্যন্ত অদ্ভুত প্রতিভাশালী ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের পরিচালক ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দের অনুমতি অনুসারে ইনি উৎকলবাসী জনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন। বহু-সংখ্যক মুসলমান রসিকানন্দের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি, মোগলবংশীয় সুবাদার অহম্মদ শা বা অহম্মদী বেগ রসিকানন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলে একটী বন্য হস্তী বিশেষ উপদ্রব করিতেছিল। সুবাদারের ইঙ্গিত অনুসারে সভীত লোক সেই ভয়সঙ্কুল স্থানের উপর দিয়া রসিকানন্দকে লইয়া আসিতেছিল। দৈবক্রমে ঐ বন্য হস্তী সেই স্থান দিয়া আসিতে আসিতে, যেই মাত্র রসিকের দর্শন পাইল,

অমনি নতশিরঃ হইয়া শুণ্ড দ্বারা রসিকের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিতে লাগিল। রসিকানন্দও ঐ সময়, হস্তীর কর্ণে ধরিয়া শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়া উক্ত হস্তীকে জঙ্গলে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। হস্তী পরম শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাই করিল। সভীত লোক রসিকানন্দের এই অসামান্য প্রভাব দর্শন করিয়া, অবিলম্বে অহম্মদ শার নিকটে এই সংবাদ জ্ঞাপন করাতে তিনি পরম বিস্মিত হইয়া, রসিকানন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ অবিলম্বে দিল্লী রাজধানীতে প্রেরিত হইলে, সম্রাটপুত্র শাহ সুজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ২০টী বন্য হস্তী পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রসিকানন্দের নিকটে পত্র প্রেরণ করেন। রসিকানন্দের আদেশ অনুসারে তাহা ও কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তখন রসিকানন্দের মহিমার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে সকলে শ্রীহরিভক্তির অদ্ভুত মহিমা সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। রসিকানন্দের গুণে মানুষ বশ হওয়া ত সহজ কথা, অনেক সময় অনেক হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিয়াছিল। রসিকের অসাধারণ প্রতিভাগুণে, উৎকলদেশের রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীরবাসী ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও মুসলমান, এমন কি, বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য জাতি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত উৎকল দেশে শ্রীহরিভক্তি প্রচার করিয়া ১৫৭৬ শকাব্দায় আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে (রথযাত্রার দিবে) রসিকানন্দ দেব—রেমুণার "শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের" মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না, সকলে দেখিলেন, "একটী অদ্ভুত সুগন্ধি পুষ্প শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর চরণে বিরাজ করিতেছে। ভক্তগণ সেই পুষ্প মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধিস্থানের নিকটে উহা মহাসমারোহে সমাহিত করিয়া ঐ স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আষাঢ়ের দ্বিতীয়াতে (রথযাত্রা দিবসে) শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেবের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে নিম্নোক্ত দুইটী পদ আস্বাদ্য ও কীর্ত্তনীয়।

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষ বিভঞ্জন,
নিরমল গুণগণ, জনমনোহারী। ধ্রু॥

প্রবল প্রতাপ, পুঞ্জ পরমাদ্ভুত,
ভক্তি প্রকাশক, সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম, হেন মন উজ্জ্বল,
ঝলকত অতিশয় সুখদ শরীর॥
শ্রীশ্যামানন্দ, চরণ চিত্ত চিন্তন,
অনুখন সঙ্কীর্ত্তন রস পান।
যাকর সরবস, গৌরচন্দ্র বিনু
কি হব স্বপনে, না জানয়ে আন॥
অপরূপ কীর্ত্তি, সমস্ত ত্রিজগত মণি,
কবিবর কাব্য, বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার, চরিত চারু বহু,
সমুঝি না, শকতি পতিত, ঘনশ্যাম॥
ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে।
দিবসে আঁধার হৈল শ্রীমুরারি বিনে॥
হরি গুরু বৈষ্ণব সেবায় হৈল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পুরাইবে সাধ॥
একে সে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
বসিল রসিকানন্দ ক্ষীর চোরা সঙ্গ॥
কান্দিতে কান্দিতে হিয়া বিদরে হুতাশে।
দশ দিক্ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে।

(এই শ্যামপ্রিয়া শ্রীশ্রীরসিকানন্দের পত্নী)

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীসনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে প্রেম-বিলাস গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

"দাক্ষিণাত্য বৈদিক [illegible] ব্রাহ্মণ ।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব হন ॥
মুকুন্দদেবের পুত্র – নাম শ্রীকুমার ।
গঙ্গাতীরে নৈহাটীতে ছিল বাটী যাঁর ॥
মরণের ভয়ে কুমার-নৈহাটী ছাড়িলা ।
কিছু দিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা ॥
তাঁর পুত্র মধ্যে তিন পণ্ডিত প্রধান ।
সনাতন রূপ আর শ্রীবল্লভ নাম ॥
যবনরাজের প্রিয় মাত্র তাঁরা হইল ।
রামকেলি গ্রামে আসি বসতি করিল ॥
সনাতনের ছিল পূর্ব্বে দবিরখাস নাম ।
সাকর মল্লিক শ্রীরূপের পূর্ব্ব নাম ॥
বল্লভের অন্য নাম হয় অনুপম ।
তাঁর পুত্র জীব গোঁসাঞি পণ্ডিত মহোত্তম ॥
রামকেলি গ্রামে যবে চৈতন্য আইল ।
সনাতন রূপ নাম প্রকাশ পাইল ॥

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ মুকুন্দদেব স্বীয় জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া গঙ্গাতীরে নৈহাটী (ঝামটপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষ) নামক প্রসিদ্ধ স্থানে বাস করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিপ্র ছিলেন। ইঁহারই 'পুত্র কুমারদেব' বাকলা দ্বীপে বাস করেন, ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীসনাতন গোস্বামী। সনাতন ১৪০৪ শকাব্দায় বাকলাচন্দ্রদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রীসনাতন গৌড়রাজ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের পর বিষয়কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া শ্রীরূপ ও অনুপম গোপনে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন-পথে গমন করিলে পর, সনাতন রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে গৌড়েশ্বর

তাঁহার মনের গতি পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়া, যাহাতে তিনি পলায়ন করিতে না পারেন, সেই অভিপ্রায়ে প্রিয় মন্ত্রী সনাতনকে কোন বিশেষ স্থানে বন্দিরূপে রক্ষা করেন। শ্রীসনাতনের "দবিরখাস" নামে রাজদত্ত উপাধি ছিল। যখন হুসেন শাহ যুদ্ধোপলক্ষে উৎকল দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে শ্রীসনাতন কারাধ্যক্ষ সেখ হবুকে সপ্ত সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া, রাত্রিতে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে আকুল-প্রাণে ধাবিত হইয়াছিলেন। পথক্রমে তিনি শ্রীশ্রীকাশী পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া, এই স্থানে দুই মাস-পরিমিত সময় অবস্থান করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিকটে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয় উপদেশ লাভ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের লুপ্ত তীর্থ্যাদি এবং ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু বহু গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে শ্রীনন্দ ঘরের উত্তরাংশবর্তী পাবন সরোবর-তীরে নাগকেশীর জঙ্গলে তিন দিবস-পরিমিত সময় অনশনে পড়িয়া থাকিলে, ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে এক গোপশিশুরূপে দুগ্ধ সমর্পণ করেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ নিজ প্রিয় সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীমথুরার চৌবে ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য তীর্থে আগমন করেন। সনাতনের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদনমোহন জীউ স্বয়ং আপনার ভোগরাগের ও মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা, পঞ্জাবের অমৃতসহরের কোন ভাগ্যবান ভক্তদ্বারা সুসম্পাদন করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে আহ্লাদে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীসনাতন বৃদ্ধ বয়সে শ্রীশ্রীগিরি-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীমদনমোহন ছদ্মবেশী ব্রজবালকের রূপে, প্রিয় সনাতনের শ্রমাপনোদনের জন্য, স্বীয় উত্তরীয় বসন দ্বারা ব্যজন করিয়া, শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি হইতে শ্রীশ্রীচরণ চিহ্ন-সমলঙ্কৃত শ্রীশিলাখণ্ড সনাতনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই শ্রীশিলাখণ্ড প্রত্যহ পরিক্রমা করিবার অনুমতি দান করিয়া তাঁহার (সনাতনের) সম্মুখে চকিতের ন্যায় ঐ ছদ্মবেশী বালক অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব (শ্রীগোবর্দ্ধনের) চাকলেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ও শ্রীবৃন্দাবনে বনখণ্ডী নামক স্থানে দুই বার শ্রীসনাতনকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবর শাহ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া, দিল্লী হইতে ক্রমে দুই তিনবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। শ্রীব্রজবাসিগণ গোসাঁইজি শ্রীসনাতনকে পরম

শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তিনি ১৪৮৬ শকাব্দার আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে তিরোহিত হইয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ঐ তিথিতে বিশেষ আড়ম্বরে গিরি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া থাকেন এবং সেই হইতেই আষাঢ়া পূর্ণিমার নাম ব্রজবাসিগণ "মুড়িয়া পূর্ণিমা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ আদিত্যটীলার নিকটে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধিমন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষে

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর শোচক।*

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্ম দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপনি করুণা-পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পার্শ্বে দাবানল,
সম্মুখে পাতিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করয়ে মোরে,
তোমা বিনা নাহি হেন আর॥
হেন কালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন।
শ্রীরাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্র পড়ি করিলা গোপন॥

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোঁসাঞি,
পাৎশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটলা॥
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মসি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
গলে ছিন্ন কন্থা করি, দন্তে তৃণগুচ্ছ ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে॥
দঃবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আসে ধাইয়া।
সনাতন করি কোলে, কাতরে গোঁসাঞি বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি না যায়॥
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার মতি-হীন,
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহি তোমা স্পর্শিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কন্থা লৈয়া,
প্রভু স্থানে পুনঃ আগমন॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধা-কৃষ্ণ-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিল গমনে॥
কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা মুড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস॥

গিয়া গোঁসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
কহে রূপ গদগদ বচন॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরি ভিক্ষা করে,
এইরূপে কত দিন থাকে॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
* উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
এইরূপে থাকে কতদিন॥
গৌর-পদপ্রান্তে মন, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবন,
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে॥
কখন বনের শাক, অলবণে পরিপাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকে বাধয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥

"হায় এ কি হইল!" পদটী কীর্ত্তনীয়। আরও একটী পদ এই সময়ের বিশেষ উপযোগী। যথা,—

"হা হা মোর কি ছার অদৃষ্ট।
যবে গৌর প্রকটিল, আমার জনম নৈল,
ভেঞি মুঞি অধম পাপিষ্ঠ॥
না হেরিনু গৌরচন্দ্র, না হেরিনু নিত্যানন্দ,
না হেরিনু অদ্বৈত গোঁসাঞি।
ঠাকুর শ্রীনরহরি, না হেরিনু পদ তাঁর,
না হেরিনু শ্রীবাস গদাই॥
শ্রীসনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এসব বৈষ্ণব মেলি, কৈলা যে মধুর কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥
কি মোর করমে লেখা, সে সব নহিল দেখা,
এবে আমি কেন জনমিনু।
সব অবতার সার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার,
না হেরিনু কেন না মরিনু॥
প্রভুর প্রিয়বরগণ, ঠাকুর শ্রীবংশীবদন,
সুত সুত লউ মুঞি তাঁর।
ওহে গৌর নিত্যানন্দ, তবে কেন মতিমন্দ,
রামচন্দ্র অতি দুরাচার॥"

শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গনাথ ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী ভট্টমারী নামক গ্রামে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৪২৫ শকাব্দায় শ্রীবেঙ্কট ভট্টের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পিতার প্রযত্নে শ্রীগোপাল শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মাতা-পিতার অপ্রকটের পর, তিনি ১৪৬১ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথায় শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ভক্তিচর্চ্চা দ্বারা ও "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিরবন্দনীয় হইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুত আছে যে, একদা শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট স্বপ্ন দেখিয়া উত্তরদেশে গমন করেন। তিনি গণ্ডকী নদীতে ডুব দিয়া, এক সুলক্ষণান্বিত শালগ্রাম চক্র প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার নাম "শ্রীশ্রীদামোদর চক্র" ছিল। কোন সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া, উক্ত শ্রীদামোদর চক্রকে বহুমূল্য অলঙ্কার অর্পণ করেন। তাহাতে ভট্ট গোস্বামীর মনে কিছু দুঃখ উপলব্ধি হইল। যেহেতু শালগ্রামকে ভূষণ পরাইবার কোন সুবিধা ছিল না। সেই রজনীতেই ঐ শ্রীশালগ্রাম হইতে, নিজ প্রিয় গোপাল-ভট্টের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সুললিত ত্রিভঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে সেই শ্রীশালগ্রাম চক্রের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সময় হইতে এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই পরমাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রীবৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ঘটিয়াছিল। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কর্ত্তৃক গোস্বামিগণ বিরচিত ভক্তিগ্রন্থাবলী শ্রীবৃন্দাবন হইতে যত্নপূর্ব্বক শ্রীগৌড়মণ্ডলে আনীত হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ১৫১০ শকাব্দায় শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-মন্দিরে অপ্রকট হইয়াছিলেন। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহার সমাধি-মন্দির রহিয়াছে।

শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোধান-তিথি উপলক্ষে নিম্নলিখিত গান [illegible]

পদ সুহই।

দক্ষিণ দেশেতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
গৌরাঙ্গ যখন গেলা।
ভটমারি গ্রামে, শ্রীগোপাল নামে,
বেঙ্কটের পুত্র ছিলা॥
পরম পণ্ডিত, অতি সুচরিত,
ভটপুত্র শ্রীগোপাল।
রাখিয়া প্রভুরে, আপনার ঘরে,
সেবা করে সদাকাল॥
পূর্ণ চারি মাস, তাহা করি বাস,
চাতুর্মাস্য ব্রত করে।
গোপালের প্রতি, দয়া করি অতি,
শক্তি সঞ্চারিলা তারে॥
সে শক্তি-প্রভাবে, মজি ব্রজ-ভাবে,
গোপাল বৈরাগ্য লয়।
লইয়া করঙ্গ, বলিয়া গৌরাঙ্গ,
ব্রজেতে উদয় হয়॥
রূপাদির সঙ্গে, মিলি প্রেমরঙ্গে,
সাধন কৈল অপার।
তা সবার সনে, করিল যতনে,
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার॥
শ্রীরাধা-রমণ, করিলা স্থাপন,
পূজা প্রকাশিলা তার।
এ ললিতদাস, করি বড় আশ,
দিয়াছে তোমারে ভার॥

শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে

শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শোচক

আরে মোর প্রেমালয়, পরম করুণালয়,
শ্রীগোপাল ভট্ট যে আমার।
সকল সদ্গুণ-খনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীবেঙ্কট ভট্টের কুমার॥
গৌরাঙ্গের প্রিয় অতি, অদ্ভুত ভজন-রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যার।
অল্প কালে মহা ভক্ত, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণ রসে মাত যার॥
দক্ষিণ ভ্রমণ ছলে, প্রভু চারি মাস কালে,
ত্রিমল্ল বেঙ্কট গৃহে স্থিতি।
তথা নিজ নাথে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি॥
শচীসুত গৌরহরি, পরম করুণা করি,
প্রিয় ভক্ত গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইলা আনন্দ-সাগরে॥
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি,
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি, শীঘ্র করি যাবে তুমি,
তাহা পাবে রূপ সনাতন॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইল জানি,
তিলেক ধৈরজ নাহি বান্ধে।
মুখে নাহি সরে কথা, সদাই অন্তরে ব্যথা,
শ্রীরাঙ্গা চরণে পড়ি কান্দে॥

পুনঃ প্রভু গৌরহরি, প্রিয় ভট্টে কোলে করি,
সিঞ্চিলেন নয়নের জলে।
কতরূপে প্রবোধিয়া, ভট্ট মুখ পানে চাইয়া,
কাতর অন্তরে প্রভু বোলে॥
শ্রীবেঙ্কট ত্রিমল্লেরে, আশ্বাসিয়া বারে বারে,
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
হেথা কত দিন পরে, গৃহ সুখ ত্যাগ ক'রে,
শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা॥
প্রভু আসি পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তথা হইতে আসিবার কালে।
পাঠে রূপ সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে॥
শ্রীরূপ আর সনাতন, যবে আইল বৃন্দাবন,
ভট্ট গোসাঞি মিলিল সভায়।
প্রভুপ্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সবার সাথ,
সবে মিলি গৌরগুণ গায়॥
নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত-সঙ্গ,
শুনিয়া শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেমভরে, শ্রীগোপাল ভট্টেরে,
ডোর বহির্ব্বাস পাঠাইলা॥
সবা সহ সনাতন, ডোর বহির্ব্বাস ধন,
পাইয়া আনন্দ উথলিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি যায়,
চারি দিকে ক্রন্দন উঠিল॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া, ডোর বহির্ব্বাস লৈয়া,
সমর্পিলা গোপাল ভট্টেরে।
ডোর বহির্ব্বাস ধন, পাইয়া আনন্দমন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে॥

গৌরাঙ্গের গুণগানে, দিবা নিশি নাহি জানে
এরূপে সবার সদা স্থিতি।
গোসাঞি শ্রীসনাতন, সঙ্গে সুখে অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে দোঁহার পিরীতি॥
গোসাঞির বৈরাগ্য যত, তাহা না কহিব কত,
যার প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ-লীলা, আপনি প্রকট হৈলা,
শালগ্রাম শ্রীশিলা হইতে॥
শ্রীরাধারমণ বিনে, আন কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ প্রাণ যার।
সদা গৌর-গুণ মত্ত, কাঁদেন ভাবিত-চিত্ত,
হেন কি বৈরাগ্য হয় আর॥
সদা বাস বৃন্দাবনে, কভু কুঞ্জে গোবর্দ্ধনে,
কভু বা বর্ষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা জাবটে গিয়া, পূর্ব্ববাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা আনন্দ সাগরে॥
শ্রীগোকুল মহাবনে, কভু রহে নির্জ্জনে
কভু প্রিয় লোকনাথ পাশে।
এইরূপে ফিরে রঙ্গে, সেই ব্রজবাসী সঙ্গে,
ভজনানে পরম উল্লাসে॥
গুণ কি বলিব আর, কৃপা কর এইবার,
শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভু।
নরহরি অকিঞ্চন, ও পদে সঁপিল মন,
এ অধমে না ছাড়িহ কভু।*

ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড গ্রামে শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীমুকুন্দ সরকার ঠাকুরের পুত্ররূপে ১৪১০ শকাব্দের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউকে স্বীয় ভক্তির প্রভাবে লাড্ডু ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। ইঁহারই অদ্ভুত প্রভাবে একটী কদম্ব বৃক্ষে (বর্ত্তমান আছে) দুইটী দুইটী পুষ্প প্রত্যহ প্রস্ফুটিত হইত। ইহা তিনি শ্রীশ্রীগোপীনাথের কর্ণভূষণরূপে ব্যবহার করিতেন। ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দনের মহিমা অপার কি বলিব? ইঁহার পরম প্রেমাস্পদ ঠাকুর শ্রীল অভিরাম গোপালের সঙ্গে সংকীর্ত্তন বিষয় পরামর্শ। উভয়ে তাঁহারা ইঁহার (অভিরাম ঠাকুরের) সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তি প্রচার-কার্য্যে ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন অত্যন্ত উৎসাহশীল ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রায়শেখর ও কবিরঞ্জন ইঁহারই শিষ্য ছিলেন। মহামহিম ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন ১৫০৬ শকাব্দার শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শ্রীসংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথবিগ্রহ অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে করিতে [illegible] সঙ্গোপন হইয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রাচীন পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থী তিথিতে কীর্ত্তনীয়। যথা,—

সুহই

শ্রীবৃন্দাবন, অভিনব মদন,
শ্রীরঘুনন্দন নাচে।
লাখ লাখ বর, বিরল সুধাকর,
উয়ল অবনী মাঝে॥
জয় প্রভু নটন-কলারস-ধার।
নিখিল মহোৎসব, গৌর-গুণার্ণব,
প্রেমময় সকল শরীর॥
রুচির তরুণতর, [illegible]-শেখর,
পীতাম্বরবরধারী।
সাজি গাত্রআভরণ, গৌর-গুণানুরক্ত,
ভকত-আনন্দকারী॥

পদতল রাতুল, পঙ্কজ নহ তুল,
পদ-নখ ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনী দিনে, শয়ন স্বপন মনে,
রায়শেখর করু আশে ॥

ধানশী

প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি ॥
ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা, যত্ন করি খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাইয়া, সেবার সামগ্রী লইয়া,
গোপীনাথের নিকটে আইলা ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রমে শিশুমতি,
খাও বলে কাঁদিতে কাঁদিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥
আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপু শুন, সকলি খাইল পুন,
অবশেষ কিছুই না রাখি ॥
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিন বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া ॥

শ্রীরঘুনন্দন অতি, হৈয়া হরষিত মতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে॥
যে খাইল রহে তেন, আর না খাইল পুনঃ,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদগদ স্বরে বলে,
নয়নে বরিখে ঘন লোর॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন-মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভণে॥

ধানশী

পূর্ব্বে শ্রীদাম, এবে অভিরাম,
মহাতেজঃপুঞ্জরাশি।
বাঁশী বাজাইতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
শ্রীখণ্ড গেলেন আসি।
দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে সানন্দে,
কোথায় সে রঘুনন্দন?
তাহারে দেখিতে, আইলাম এথাতে,
আনি দেহ দরশন॥
শুনি ভয় পাঞা, রাখে লুকাইয়া,
গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেঁহো নাহি ঘরে, বলি স্তুতি করে,
অভিরাম গেলা না দেখিয়া॥

বড়ডাঙ্গা নামে, স্থান নিরজনে,
নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তাঁর মন, শ্রীরঘুনন্দন,
অলখিতে মিলে আসি॥
দেখিয়া তাহারে, দণ্ডবৎ করে,
দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দনে, করি আলিঙ্গন,
আনন্দ আবেশে মাতে॥
তবে দুই মিলি, নাচে কুতুহলী,
নিজ প্রভু-গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে, নুপুর পড়িল,
আকাই হাটেতে গিয়া॥
অভিরাম সনে, শ্রীরঘুনন্দন,
মিলন হইল শুনি।
সগণে মুকুন্দ, হই নিরানন্দ,
কাঁদে শিরে কর হানি॥
পত্নীর সহিতে, বিষাদিত চিতে,
আইলা দোঁহার পাশ।
দুহু নৃত্য গীত, দেখি হরষিত,
ভণয়ে উদ্ধব দাস॥

অনন্তর "হায় কি হইল" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনীয়।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী।

ইনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। জন্ম ১৪০৯ শকাব্দায় বাকলা চন্দ্রদ্বীপে। শ্রীরূপের "সাকর মল্লিক" নামে রাজদত্ত উপাধি ছিল। ইনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহার মন্ত্রী ছিলেন। বিষয়কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৪৩৬ শকাব্দায় শ্রীরূপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে করিয়া গৌড়রাজধানী হইতে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। পরক্রমে প্রয়াগে গিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষা-

সমর্পণপূর্ব্বক তদীয় শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপদেশ লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কার্য্যে অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর সহায়তা করেন। তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীশ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী ছদ্মবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠ "গোমাটীলা" হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ প্রকট হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বিল্বেশ্বর আদি বহু শত শ্রীরূপ গোস্বামীর গুণে মুগ্ধ হইয়া ব্রজমণ্ডলে শিবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। সনাতন গোস্বামীর তিরোধানের ২৭ দিবস পরে ১৪৮৬ শক আর শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা দামোদর জীউর মন্দিরে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন। রাধা-দামোদরের মন্দিরের নিকট তাঁহার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে, শ্রীরূপ গোস্বামীর মহিমা সম্বন্ধীয় দুইটি পদ দিলাম —

বিহাগড়া

যব রূপ, রূপ শরীর, না ধরিত।
তব্ ব্রজপ্রেম-মহানিধি কুঠরিকে কোন কপাট উঘাড়ত॥

নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন পৃথক করি পায়ত।
কো সব ত্যজি, ভজি বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত॥
যব পীতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন জানত,
বিদ্যমান করিবৃন্দ॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত রাধা-মাধব রীতি।
কো জানত, ব্রজ-ভাব সব,
কো জানত নিগূঢ় পিরীতি॥
যাকর চরণ- প্রসাদে সব জন,
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।

চরণ কমলে, শরণাগত মাধো,
তুব মহিমা উর লাগত ॥

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, চরণ রসায়ন,
আনন্দহুকে সাগর ॥
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়,
প্রেম ভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল প্রেম, মহামুনি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর ॥
সদগুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন,
বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কীরিতি বিমল যশ, শুন তহি মাধো,
সতত রহল হিয়া জাগর ॥

শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরূপ গোস্বামীর শোচক

আরে মোর শ্রীরূপ গোঁসাঞি।

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই ॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম,
সর্ব্ব অবতারি নন্দসুত।
তার কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তার সখীগণ সঙ্গ যুত ॥
রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়াল ভাই, কোথাও যে দেখি নাই,
তার পদ করহ ভাবনা ॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।

তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥
রাধা কৃষ্ণ রস কেলি, নাট্য গীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥
চৈতন্য বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥

অনন্তর "হায় কি হইল !!" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনীয়।

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।

জেলা বর্দ্ধমানের অম্বিকা-কালনায় ১৪০৭ শকাব্দার শেষ ভাগে শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত "মুখুটী" কুলোদ্ভব কংসারি মিশ্রের পুত্ররূপে ও শ্রীকমলাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল; পূর্ব্বাবতারে শ্রীসুবল নামে পরিকীর্ত্তিত। ইহারা ছয় সহোদর ছিলেন। নাম যথা,—(১) দামোদর পণ্ডিত, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস পণ্ডিত, (৪) পণ্ডিত গৌরীদাস, (৫) কৃষ্ণদাস ও (৬) নৃসিংহ চৈতন্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দুই পত্নী (শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীদ্বয়) শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরই যমজ কন্যা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা।

পণ্ডিত গৌরীদাস শুদ্ধ সখা-প্রেম-প্রভাবে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ১৪৩১ শকাব্দায় প্রিয় গৌরীদাসের মনেরথ সম্পূর্ণ করিবার জন্য নিতাই গৌর দুই ভ্রাতা তাঁহাদের দ্বিতীয় বিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) রূপে সেবা অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তদীয় হস্তে রন্ধন করাইয়া একত্রে চারি প্রভু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন। বিদায় সময়ে গৌরীদাস পণ্ডিত আপনার ইচ্ছানুসারে দুই প্রভুকে রাখিয়া, পরম

প্রীতিতে নিতাই-গৌরের সেবা দ্বারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। (এই অপূর্ব্ব কথা শ্রবণে মন অত্যন্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে।) অনন্তর কিছু সময় পরে পণ্ডিত শ্রীল গৌরীদাস, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল হৃদয়ানন্দ ঠাকুরকে আপনার শিষ্য করিয়াছিলেন। এক দিবস ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে হৃদয়ানন্দের মহিমার বিষয় সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিয়া, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত, শিষ্য হৃদয়ানন্দকে "হৃদয় চৈতন্য" নামে ঘোষণা করিয়া, সেই দিবস হইতেই সন্তুষ্টান্তঃকরণে স্বীয় প্রাণ প্রিয়তম শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস ১৪৮১ শকাব্দের শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে (শ্রীঅম্বিকায়) শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ যুগলের সম্মুখে শ্রীসংকীর্ত্তনমধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন।

শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি উপলক্ষে

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শোচক।

শ্রীবৃন্দাবন নাম রত্ন চিন্তামণির ধাম,
তাহে হরি বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল এবে গৌরীদাস হৈল,
অম্বিকা নগরে যার বাস॥
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিল।
পূর্ব্বে সুবল জন্ম, বশ কৈল রাম কানু,
পরতেক এখানে রহিলা॥
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্প যার, পুলকিত হুহুঙ্কার,
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে হাস।

তার পাদ-পদ্মরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীনহীন বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমা।

ভাটিয়ারী।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী ॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥
তোমরা এ দুটী ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিতপাবন ॥
প্রভু বলে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকারি ফুকারি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥

কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকতবৎসল তেঞি গায়॥

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঞি॥
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম বন্দী দুই ভাই॥
এতেক প্রবোধ দিয়া দুই মূর্ত্তি মূর্ত্তি লইয়া,
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু ঝরয়ে নয়ান॥
পুনঃ প্রভু কহে তাঁরে, তোর ইচ্ছা হয় যাঁরে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি, তোর ঠাঁঞিঃ খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারি জনে ভোজন করিল।
পুষ্পমালা বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিল॥
নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইলা চিত,
দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল পুরে॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।

হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোধান-তিথি উপলক্ষ্যে শোচক।

"জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ ॥
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যাঁর গুণ গাই কান্দে আপনি চৈতন্য ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর যিহেঁ৷ প্রেমসীমা।
তিহোঁ সে জানেন হরিদাসের মহিমা ॥
নিত্যানন্দচান্দ যাঁর প্রাণ সম জানে।
চরণ পরশে মহী ধন্য করি মানে ॥
হরে কৃষ্ণ হরিনাম কে শুনাবে আর।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণ বাঁচা ভার ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তিহোঁ বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী ॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচয়ে আপনি ॥
সবে গাও জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যিহোঁ করিলা প্রকাশ ॥"

শ্রীশ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণসময়ে তদীয় অনুমতি লাভ করিয়া, শ্রীল তপন মিশ্র শ্রীশ্রীকাশীধামে সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি জেলা শ্রীহট্টের লাউড় পরগণার নবগ্রামবাসী ছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী পুরীতে ১৪২৭ শকাব্দায় শ্রীতপন মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনসময়ে ১৪৩৬ শকাব্দায় যখন শ্রীমহাপ্রভু বারাণসীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ পরম প্রীতিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণসেবা করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যখন শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধীয় যাবতীয় উপদেশ শিক্ষা দিতেছিলেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নিকটে বসিয়া তাহাও শ্রবণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতামাতার অপ্রকটের পর তিনি শ্রীনীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন এবং তদীয় অনুমতি লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীযমুনা-পুলিনে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পরম প্রীতিতে পাঠ করিতেন। গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইত। তাঁহার ভজন-পরিপাটি ও বৈষ্ণবে অসাধারণ প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। জয়পুরের রাজা মানসিংহ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর গুণে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অর্থব্যয়ে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ১৪৮৫ শকাব্দায় আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন। তথায় চৌষট্টি মহান্তের সমাজবাড়ীতে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শোচক। যথা,—

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞিও।
রাধা কৃষ্ণলীলা গুণে, দিবা নিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞিও॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যাঁর বাস।

নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুই মাস ॥
শ্রীচৈতন্য-নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবনে।
প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন-ভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতনে ॥
দুই গোসাঞিও তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণকথার উল্লাসে ॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা-পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম সুখে।
শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যাঁর মুখে ॥
পরম বৈরাগ্যসীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানি ॥
শ্রীরূপ সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে, পড়িনু বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

জেলা হুগলির সপ্তগ্রামের জমিদার কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীগোবর্দ্ধন দাস মজুমদারের পুত্ররূপে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪২০ শকাব্দায় কৃষ্ণপুর-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের জমিদারী সংক্রান্ত বাৎসরিক আয় ছিল দ্বাদশ লক্ষ টাকা। শ্রীরঘুনাথ দাস বাল্যকালে বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত যখন চাঁদপুরে আপনাদের কুলপুরোহিত শ্রীল বলরাম আচার্য্যের গৃহে গমন করিতেন, তখন ১৪২৮ শকাব্দায় ঠাকুর শ্রীহরিদাস ভক্তগৃহে পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই সঙ্গপ্রভাবে শ্রীরঘুনাথ দাস শৈশবকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-পরায়ণ হইয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠা উভয়েই শ্রীহরিভক্তি পরায়ণ ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় প্রত্যহ অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও ভক্ত সমাগম হইত। উভয় ভ্রাতাই সমাগত পণ্ডিত ও ভক্তমণ্ডলীর মুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অলৌকিক মহিমার কথা শ্রবণ করিতেন। ভক্তগণের কথা আভাসে এরূপ বিষয়ও পরিব্যক্ত হইয়াছিল যে, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, কলিতে জীবগণের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট বিহার করিতেছেন। সরলপ্রাণ রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে গমন করিতে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "শ্রীনীলাচলে" গমন করিয়াছেন। এদিকে রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রকে সংসারবিরক্ত দেখিয়া, বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে সংসারোন্মুখী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনমধ্যে পরম সুন্দরী কন্যা দেখিয়া রঘুনাথের শুভ বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রঘুনাথের সংসার-বৈরাগ্য ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-প্রত্যাশী হইয়া বারংবার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া, শ্রীনীলাচলে গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পলায়নপর পুত্রকে অনুসন্ধানক্রমে গৃহে আনিয়া তাঁহার গতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য মাতাপিতা প্রহরী নিযুক্ত করাতে, শ্রীরঘুনাথ দাস মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ১৪৩৫ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য যখন শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া শ্রীপাট শান্তিপুরে শ্রীশ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,

এ সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীরঘুনাথ, মাতাপিতার অনুমতি লাভ করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শনে যাত্রা করিলেন চিরবাঞ্ছিত প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া, সমস্ত দুঃখ সন্তাপ বিস্মৃত হইয়া, শ্রীরঘুনাথ পাঁচ সাত দিবস পরিমিত সময় শান্তিপুরে বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর গৃহে গমন করিবার সময় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-তলে পতিত হইয়া, যখন রোদন করিতে করিতে আপন নিষ্কৃতির উপায় নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া দয়ালশিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে যে সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, তিনি সংসারে অনাসক্তচিত্তে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পুত্রকে গৃহকার্য্যে উন্মুখী দেখিয়া মাতাপিতার মন প্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু রঘুনাথ প্রতি মুহূর্ত্তেই পলায়নের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সুযোগ ঘটিল না! দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর ১৪৩৯ শকাব্দায় যখন শ্রীশ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভু শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে করিতে গৌড়মণ্ডলে গঙ্গার তীরে তীরে পরিভ্রমণ করিয়া, পানিহাটী গ্রামে শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের গৃহে (লেবুবৃক্ষে কদম্ব-পুষ্প প্রস্ফুটিত করান প্রভৃতি) অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, লোকমুখে তাহা অবগত হইয়া শ্রীরঘুনাথ দাস মাতাপিতার অনুমতি লাভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীপাট পাহিহাটী গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর) চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। পরম কৌতুকী নিতাইচাঁদ, প্রিয় রঘুনাথকে দেখিবা মাত্র সহাস্য-বদনে আপন নিকটে আনাইয়া,স্নেহভরে প্রণত করিয়া রঘুনাথদাসের মস্তকে সুশীতল চরণ স্পর্শ করাইয়া বলিলেন,—"চোরা, তোমাকে এত দিনে নিকটে পাইয়াছি। অদ্য তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে। তুমি আমার প্রিয়পার্ষদ-গণকে দধি-চিড়া ভোজন করাও।" আপনার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের এতাদৃশী কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিয়া শ্রীরঘুনাথের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, যাহা "চিড়া-মহোৎসব" নামে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনন্তর শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীল রাঘব পণ্ডিত দ্বারা আপনার বন্ধন-মোচনের ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে শ্রীনীলাচল গমনের সম্মতি দান করিলেন এবং যেরূপে শ্রীরঘুনাথ দাস তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার আভাসও পরিব্যক্ত করিলেন। অনন্তর শ্রীরঘু-নাথ দাস গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বাহির বাটিতে শ্রীচণ্ডী মণ্ডপে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আপনার বিমুক্তির শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিয়া' পরম উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছেন এমন সময় স্বীয় গুরু শ্রীল যদুনন্দনাচার্য্য

শেষ রাত্রিতে রঘুনাথের নিকট আগমন করিয়া, কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আপন সঙ্গে করিয়া বাটীর বাহিরে গমন করিলেন। প্রহরিগণ নিদ্রিত থাকায় কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিল না। অতএব পলায়ন করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়, তিনি ১৪৪০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণ দর্শন ও আত্মসমর্পণের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া দ্বাদশ দিবসে অক্লান্ত পরিশ্রমে পদব্রজে শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। (বর্ণিত দ্বাদশ দিবসব্যাপী ভ্রমনের পথে কেবল মাত্র তিন দিন দুগ্ধ ও মাঠা মাত্র পান করিয়াছিলেন।) অনন্তর শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীশ্রীনীলাচলক্ষেত্রে ও শ্রীব্রজমণ্ডলে যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা তদীয় শোচক বর্ণন-প্রসঙ্গে পদকর্ত্তা শ্রীরাধাবল্লভ দাস ঠাকুর-বিরচিত পদ দ্বারা নিম্নে দিগ্দর্শন করা যাইবে।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর, শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে ১৫ বৎসর এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ৪৪ বৎসর বাস করিয়া, ১৫০৮ শকাব্দার আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ৮৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীকুণ্ডতীরে অপ্রকট হয়েন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীজীউর সময় শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামকুণ্ড যুগলের সংস্কার ও পঙ্ক উদ্ধার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পঙ্ক উদ্ধার সময়ে শ্রীকুণ্ডমধ্য হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট হইয়াছিলেন। তিনি ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য্য শ্রীরাধাকুণ্ডের কোন ব্রজবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম ভাগে "শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণজীউ" নামে সুবিখ্যাত। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) স্তবাবলী, (২) দানচরিত ও (৩) মুক্তাচরিত গ্রন্থত্রয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের উত্তরে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ভজন-কুটীর ও তদীয় "চিতা-সমাজ" বর্ত্তমান রহিয়াছে।

———

আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক।

শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দ্বারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিলা॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণ নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর কবে হবে॥
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা হারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাঁহারে॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ি করে'
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোঁসাঞিও তাঁহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিলা তাঁর জীবন,
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাঞির আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজ ফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাঁহার॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গানে,
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।

চারিদণ্ড স্মৃতি থাকে, স্বপ্নে রাধা-কৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপসনে, গতি যাঁর সনাতনে,
ভট্টযুগপ্রিয় মহাশয়॥
শ্রীরূপেরগণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
শ্রীরূপ সনাতন যবে হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ান।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহে রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম॥
রাধা-কৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়ি ঐ সকল ভোগে,
সুখা রুখা অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান।

রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধা কৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হঞা কাঁদে।
কৃষ্ণকথা আলাপনে, না শুনিয়া শ্রবণে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥
হাহা রাধা কৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥
কান্দে গোঁসাঞি রাত্রি দিনে, পুড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধুসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার
বিরহে হইল জর জর ॥
রাধাকুণ্ডতটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥

ধনি ধনি গোবর্দ্ধনদাস, ধনি চাঁদপুর গ্রাম।
ধনি গোবর্দ্ধনকো পুরোহিত, আচার্য্য বলরাম ॥
যছু গৃহ কৈল ধনি, সাধু হরিদাস।
সাধন ভজন করল বহু, রঘু যছুক পাশ ॥
গোবর্দ্ধন-নন্দন রঘুনাথ, অতিহুঁ মহৎ।
হরিদাস নিয়ড়ে পড়ল ভাগবত ॥

সাধন ভজনক ভেদ বাতাওয়ে, ভাবাম্বুধিক ভেলা।
যৈছে গুরু হরিদাসজীউ, তৈছে রঘুনাথ চেলা॥
ধন দৌলত কোঠা ইমারত, সবহুঁ সম্পদ ছোড়ি।
ভরা যৌবনে রঘুনাথ দাস, ভৈগেল ভিখারী॥
দেশদেশান্তর ঘুমি ঘুমি, বৃন্দাবন চলে শেষ।
কঠোর সাধন কয়ল কত, অস্থি চর্ম্ম শেষ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজি ভজি, দেহ কয়ল পাত।
রাধাবল্লভ সো পদপল্লব, সদাই ধরত মাথ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ঝামাটপুর গ্রামে ১৪১৮ শকাব্দায় বৈদ্যবংশে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীভগীরথ এবং মাতার নাম শ্রীসুনন্দা। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম শ্রীশ্যামদাস। উভয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীশ্যামদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্নাঙ্গ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি ভক্তির আভাস মাত্র ছিল। একদা ঝামাটপুর গ্রামে শ্রীল কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে কোন মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবৈষ্ণবসমাগম হইলে, কথাপ্রসঙ্গে শ্যামদাসের সহিত পরমপ্রভাবী শ্রীল মীনকেতন রামদাসের মতানৈক্য ঘটে। যেহেতু শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে, শ্যামদাসকে শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রদ্ধা এবং শ্রীনিত্যানন্দে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে দেখিয়া মীনকেতন রামদাসের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি শ্যামদাসের এই বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া ক্ষণমাত্র ঐ স্থানে না থাকিয়া, স্বীয় হস্তস্থিত বংশী ভঙ্গ করিয়া অন্য দিকে গমন করিলেন। ভ্রাতার ব্যবহারে শ্রীল কৃষ্ণদাসঅত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, যাহা বলিয়া ভাইকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন ও ভ্রাতার পরিণাম ফল যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ মান তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটীর প্রায় তোমার প্রমাণ॥

কিম্বা তুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হয়ে বংশী ভাঙ্গি চলে রাম দাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥

—চৈঃ চঃ, আঃ, ৫ম পঃ

ঐ দিবস রাত্রে শ্রীকৃষ্ণদাস এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন। যেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া বিশেষ কৃপা করিয়া বলিলেন,—

"অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥" -চৈঃ চঃ।

ঐ স্বপ্ন দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণদাস আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাগুণে যাহা যাহা লাভ করিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং এরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
হেন সে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাহা হৈতে।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম মঙ্গল॥

যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ ছায়া।
মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া॥
"তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়" প্রভুর বচন।
সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ॥"--চৈঃ চঃ।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ প্রত্যহ শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃতশ্রীচৈতন্য মঙ্গল (পরবর্ত্তী নাম 'শ্রীচৈতন্যভাগবত") গ্রন্থ শ্রবণ করিতেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা চরিত্র বর্ণিত আছে, তদ্ব্যতীত শ্রীনীলাচল ক্ষেত্র সম্পর্কীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য বিশেষ বিশেষ লীলা বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উপরোক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ বর্ণন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা দুইটী বিশেষ কারণ ছিল। যেহেতু ইতিপূর্ব্বে তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ রচনা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের পরম সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিলেন। অতএব উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনের কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। যে সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব তাঁহাকে এই কার্য্যে অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই,—

"পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু পণ্ডিত মহা আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য হন পণ্ডিত হরিদাস॥
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞি শিষ্য গোবিন্দ গোঁসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই॥
যাদবাচার্য্য গোঁসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্য-চরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী

পণ্ডিত গোঁসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোঁসাঞি।
গৌর কথা বিনা আর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্য গোঁসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্ত চৈতন্য নিত্যানন্দ॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
দর্শন করিয়া কৈনু চরণ বন্দন।
গোঁসাঞিদাস পূজারী করেন চরণ সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা সে মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ দেখি হরিধ্বনি দিল।
গোঁসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞামালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥"

—চৈঃ চঃ, আঃ, ৯ পঃ।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৫০৩ শকাব্দায় শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীবৈষ্ণব সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে শ্রীগোস্বামী গণের বিরচিত সমস্ত ভক্তি শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে পদকর্ত্তা শ্রীল উদ্ধবদাস ঠাকুর যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তিনি ১৫১০ শকাব্দায় আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তীরে সজ্ঞানে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর শোচক।

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ মহাশয়,
সুকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ, অপার অসীম গুণ,
সবে যারে করে ধন্য ধন্য॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগণ, বর্ণিলেন বৃন্দাবন,
অবশেষ যে সব রহিল।
সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন সুপ্রকাশ
জগমাঝে খ্যাপিত হইল॥
কবিরাজের পয়ার, ভাবের সমুদ্র সার,
অল্প লোকে বুঝিবারে পারে।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত,
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে॥
চৈতন্য-চরিতামৃত, শাস্ত্রসিন্ধু মথি কত,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ড নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ যার, লোকে মানে চমৎকার,
মুক্তমার্গে সবে হরি মানে।
উদ্ধব মূঢ় কুমতি, কি হবে তাহার গতি,
কবিরাজ রাখহ চরণে॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়।

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত শ্রীপাট খেতরী গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলো-দ্ভব, দত্তবংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ বাস করিতেন। তাঁহার ঔরসে ও শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ১৪৬৮ শকাব্দার মাঘী পূর্ণিমাতে শ্রীমন্নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকাল হইতে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। খেতরী গ্রামে শ্রীকৃষ্ণদাস নামে এক পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীনরোত্তমের নিকটে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় প্রিয় পার্ষদ গণের সুনির্ম্মল চরিতাবলী বর্ণন করিতেন। অবশেষে তিনি কথা প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীবৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, শ্রীনরোত্তম জায়গীর দারের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া মধ্য রাস্তা হইতে কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিয়া ১৪৮৬ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দবন অভিমুখে পলায়ন করেন। শ্রীনরোত্তমের বিষয় বৈরাগ্য ও শ্রীবৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর চরিতেরই অনুরূপ ছিল। শ্রীনরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিয়া এক বৎসর পরিমিত সময় নানা প্রকার সেবা পরিচর্য্যা দ্বারা শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপালাভে সক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গুরু ভক্তি নিষ্ঠা দর্শন করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণ পরম বিমুগ্ধ চিত্ত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অনুমতিলাভ করিয়া শ্রীলজীব গোস্বামীর নিকট নরোত্তম ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু প্রিয় নরোত্তমকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের গুণে শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব গণের বিশেষ অনুকম্পা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীবৈষ্ণবগণের সম্মতি অনুসারে শ্রীনরোত্তমকে "শ্রীঠাকুর মহাশয়" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীজীব গোস্বামী - রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন ও পরিক্রমণ করাইলেন। অল্প সময় মধ্যে অম্বিকানগরীর শ্রীল হৃদয় চৈতন্য ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাস 'শ্রীগুরুর অনুমতি অনুসারে শ্রীবৃন্দাবন আগমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরম সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ও শ্রীজীব গোস্বামীর উপদেশানুসারে প্রত্যহ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীনিকুঞ্জবনের সেবা সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীশ্রীললিতা জীউর কৃপাগুণে শ্রীশ্যামানন্দ নামে সুপরিচিত হইলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পরস্পর একরূপ প্রীতি সূত্রে

আবদ্ধ ছিলেন যে, একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ তাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডলে পরম কৃতিত্বের সহিত ভক্তিশাস্ত্র সুনিপুন এবং শ্রীবৈষ্ণব গণের প্রসন্নতা লাভ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীগৌরমণ্ডলে ভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৪৯৬ শকাব্দার অগ্রহায়ণ শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ পরিপূর্ণ ৭ খানি গ ড়ী সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। রাজা বীর হাম্বিরের রাজ্য বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্ভূক্ত গোপালপুর গ্রাম হইতে দস্যুগণ ধনলোভে গ্রন্থপূর্ণ গাড়ী অপহরণ করাতে, তাঁহারা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া রোদন করিতে ল.গিলেন। অনন্তর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অ দেশানুসারে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও শ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দ—শ্রীখেতরী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজার কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও নারায়ণী পুত্ররত্ন নরোত্তমকে পাঠাইয়া পূর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন। এ দিকে শ্রীনরোত্তম প্রত্যহ তিন বেলায় স্নান, স্বহস্তে রন্ধন ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ এবং কঠোর সাধন ও ভাব দ্বারা সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতে লাগিলেন। অল্প দিবস পরে গ্রন্থ প্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনরোত্তম শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া স্বয়ং শ্রীগৌড় ও নীলাচল ভ্রমণে বাহির হইলেন। অনন্তর শ্রীখেতরী গ্রামে আসিয়া ১৫০৪ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে "শ্রীখেতরী মহোৎসব" নামে শ্রীবৈষ্ণবগণের চির স্মরণীয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ছয়টী বিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা,—

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ॥"

এই মহোৎসব সাত দিবস নিয়মে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়া সাতশত চোর দস্যু ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত সেবক শ্রীশ্রীহরিভক্তিপরায়ন হইয়াছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রনয় ছিল। তাঁহাদের অদ্ভুত প্রভাব ও মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু সংখ্যক খ্যাত নামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাজা নৃসিংহ প্রমুখ বহু সংখ্যক হিন্দুরাজা তাঁহাদের অনুগত শিষ্য হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় প্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু ও অসৎপথাবলম্বী লোক শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব ও শান্তিপ্রিয় হইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সর্ব্ব গুণের খনি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মহিমা অল্প কথায় বর্ণন হইবার নহে। তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত রত্নাবলী গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

১৫০৩ শকের কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শালগ্রামশীলা ভ্রমে গঙ্গাজলে উপবেশন এবং দুগ্ধ প্রায় গঙ্গাজলে মিশিয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধীয় পদ যথা,—

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিন্নকবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ॥
প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতুরী মাহা বৈভব,
সাঙ্গ হি ভকত সমাজ॥
সনাতন-রূপ কৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বল রস,
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয় রস উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান।
যোগ জ্ঞান ব্রত, আদি সার ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
তার গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত চৌর, দূরহি ভাগি রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

হেন দিন শুভ পরভাবত।

শ্রীনরোত্তম নাম, পহুঁ মোর গুণ ধাম,
বারে এক স্মৃতি হয় যাতে।
যাহার সঙ্গতি কাম, শ্রীল কবিরাজ নাম,
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর॥
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, খেতুরী করিলা বাস,
প্রাণ সমতুল কলেবর॥
নিত্যানন্দ ঘরণী, শ্রীজাহ্নবী ঠাকুরাণী,
ত্রিভুবনে পূজিত চরণ।
যাহার কীর্ত্তন কালে, রুধির পুলক মূলে,
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ॥
ভাব দেখি আপনি, জাহ্নবী ঠাকুরাণী,
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিত পাবন নাম ধর, বল্লভে উদ্ধার কর,
তবে জানি মহিমা নিশ্চয়॥
ভুবন মঙ্গল গোরা, গুণে লোক নাথ ভোরা,
সুখে নরাধমে দয়া করি।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গুণ, নিজ শক্তি আরোপণ,
পিয়াইল গৌরাঙ্গ মাধুরী॥
অনুক্ষণ গোরারঙ্গে, বিহরে বৈষ্ণব সঙ্গে,
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া।
শ্রীভাগবত আদি, গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি,
নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া॥



নরোত্তম দিন বন্ধু, জীবেরে করুণ সিন্ধু,
রূপে গুণে রসের মুরতি।
রাধাকান্ত না দেখিয়া, সদাই বিদরে হিয়া,
কে বুঝিবে ঐ ছন পিরীতি॥
মোর ঠাকুর মহাশয়, নরোত্তম দয়াময়,
দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ পড়িয়া পাকে, আকুল হইয়া ডাকে,
অহে নাথ লইনু শরণ॥
নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার অগ্রগন্য,
অগণ্য পুণ্যেরে একাধর।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ,
ইষ্ট প্রতি ভক্তি চমৎকার॥
চন্দ্রিকা পঞ্চম (১) সার, তিন মণি (২) সারাৎসার,
গুরু শিষ্য সংবাদ পটল (৩)।
ত্রিভুবনে অনুপম, প্রার্থণা গ্রন্থের নাম,
হাট পত্তন মধুর কেবল॥
রচিলা অসংখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদ গদ,
কবিত্বের সম্পাদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব॥
সদা সাধু মুখে শুনি, শ্রীচৈতন্য আসি পুনি,
নরোত্তম রূপে জনমিলা।
নরে ত্তম গুণাধার, নরোত্ত করহ পার,
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা॥

---

(১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধন প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, চমৎকার চন্দ্রক, এই পাঁচ।

(২) সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তি চিন্তামণি, এই তিন।

(৩) পটল অর্থাৎ "উপাসনা পটল।"

জয় জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার।
জগজন রঞ্জন, কনক কঞ্জ রুচি,
জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার॥
ঝলমল বিপুল, পুলক কুল মণ্ডিত,
নিরুপম বদনে নিয়ত মৃদু হাস।
টলমল নয়ন, করুণ রস রঞ্জিত,
হরই শ্রবণ মন বচন বিলাস॥
নিরুপম তিলক, ললাট মধুর তর,
তুলসী মাল কুল কণ্ঠ উজোর।
মৃণালনি বাহু, ললিত কর পল্লব,
পরিসর উর উপমা নহ ঘোর॥
কটি তট ক্ষীণ, নীল নব অম্বর,
পীন প্রবর উরু গঢ়ল সুঠার॥
কোমল চরণ, যুগল অতি শীতল,
বিলসিত নরহরি হৃদয় মাঝার॥

কার্ত্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে

শ্রীমন্নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের শোচক।

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ কুসুম জনু,
জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি॥
অলপ বয়স তায়, কোন সুখ নাহি ভায়,
গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া,
গমন করিলা ব্রজ পুরে॥

প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে,
লোক নাথে আত্ম সমার্পিলা।
কৃপাকরি লোকনাথ, করিলেন আত্ম সাথ,
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলা॥
নরত্তম চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী,
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাস আচার্য্য সনে, যে ধর্ম্ম তা কেবা জানে,
প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ॥
শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদাই জুড়াই আঁখি,
প্রভু লোকনাথ সেবারত।
ভক্তি শাস্ত্র অধ্যায়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত॥
প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজ-মণ্ডল হৈতে,
শ্রীগৌড় মণ্ডলে প্রবেশীলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে,
ভক্ত গৃহে ভ্রমণ করিলা॥
কি বা সে মধুর রীতি, খেতরী গ্রামেতে স্থিতি,
সেবে গৌর শ্রীরাধা রমণ।
শ্রীবল্লভী কান্তনাম, রাধা কান্ত রসধাম,
রাধা কৃষ্ণ শ্রীব্রজ মোহন॥
এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোত্তম মহা রঙ্গে,
ভাসে সদা আনন্দ হিল্লোলে॥
নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত,
প্রেম বৃষ্টি যার সংকীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌর চন্দ্র,
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে॥

গৌর গণ প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান,
নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি॥
পাষণ্ডী অসুর গণে, মাতাইলা গোরা গুণে,
বিহ্বল হইয়া প্রেম রসে॥
আলৌকিক ক্রিয়া যাঁর, হেন কি হইবে আর,
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কহে নর হরি হীন, হবে কি এমন দিন,
নরোত্তম পদে বিকাইব।
সঘনে দুবাহু তুলি, প্রভু নরোত্তম বলি,
কাঁদিয়া ধূলায় লোটাইব॥

শ্রীশ্রীদাস গদাধর।

জেলা ২৪ পরগণার এড়িয়াদহ গ্রামে ১৪০৮ কিম্বা ৯ শকে কার্ত্তিকে শুক্লাষ্টমী দিনে শ্রীদাস গদাধর জন্ম-গ্রহণ করেন। যিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাশ্রেণী ভুক্ত ও অত্যন্ত প্রভাবি গুন বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সঙ্গ গুণে বহু সংখ্যক লোক এমন কি মুসলমান ও শ্রীহরি ভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত ভক্তি প্রচার কার্য্যে তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে তিনি ভক্তি প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নিকটে বাস করিতে ছিলেন। তদনন্তর কাটোয়াতে (শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস ভূমিতে) আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে ছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের বিচ্ছেদ জনিত দুঃখে অত্যন্ত জর্জ্জরিত চিত্ত হইয়া নির্জ্জনেই বাস করিতেন। অনন্তর ১৫০৩শকাব্দার কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে হঠাৎ অদর্শন হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগদাধর দাস সম্বন্ধীয় পদ যথা,—

সুন্দর সুখর গদাধর দাস।
গুণমণি গৌর সমীপ বিলসত, জনু চন্দ নিকহি চন্দপরকাশ ॥ ধ্রু॥
মৃদুতর দেহ লেহময় মধুরিম, মাধুবী করু চম্পক-মদ-খীন।
ধৃতি ভয় ভঞ্জনকারী, ভঙ্গীভুবরঞ্জন, কঞ্জ চরণ গতিহীন ॥
আলস যুত যুগ্ম নেত্র রুচির তর, তরল কিঞ্চিদপি নিমিখ বিভঙ্গ।
নিরমল গণ্ডযুগ ঝল কত ললিত, হাস সহ অধর সুরঙ্গ ॥
অনুভব ন হোই নিরন্তর অন্তর, উপজত পুরব ভাব বহু ভাঁতি।
গুপত করত কত, যতন ন গোপন, নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

অগ্রজ শ্রীল নলিন শ্রীবাস পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী ঠাকুরাণী সম্বন্ধে প্রেম বিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

শ্রীহট্ট, নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক ॥
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল পরম বিদ্বান।
রূপেগুণে শীলে ধর্ম্মে অতি গুণবান্ ॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয় ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত ॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয় ॥
নারায়ণী যবে এক বৎসরের হৈল।
মাতা পিতা তাঁর পরলোকে চলি গেল ॥
শ্রীবাসের পত্নী তাঁরে করেন পালন।
নারায়নী হৈল প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥
কুমার হট্ট, বাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেঁহো।
তাঁর সহিত নারায়নীর হইল বিবাহ ॥

তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস।
তিহোঁ হন শ্রীল বেদ ব্যাসের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন্ গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে॥
ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতি হীনা দেখি।
আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস।
মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস॥
বাসুদেব দত্ত প্রভুর কৃপার ভাজন।
মাতা সহ বৃন্দাবনে করেন ভরণ পোষণ॥
বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল।
নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল॥
নানা শাস্ত্র পড়ি হৈল পরম পণ্ডিত।
চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ যাঁহার রচিত॥
ভাগবতের অনুরূপ চৈতন্য মঙ্গল।
দেখিয়া বৃন্দাবন বাসী ভকত সকল॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম দিল তাঁর।
যাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা এইরূপ, যথা,—

সর্ব্ব শেষে ভৃত্য প্রভুর বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥
আদ্যপিত্ত বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥*

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ পঞ্চঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ" সর্ব্ব আদি এবং বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রামাণিক পূজনীয় এবং অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীলকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মহিমা এরূপে বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

অরে মূঢ় লোক। শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদ ব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা॥
যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেই মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থে করি তেহেঁ৷ তারিল সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জনমিলা দাস বৃন্দাবন॥
তাঁর অদ্ভুত চৈতন্য চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজলোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ॥
চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবন বাসী ভক্তের উৎ কণ্ঠিত মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সভে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
কুলারি দেবতা মোর মদন মোহনে।
যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন॥
বৃন্দাবন দাসের পাদ পদ্ম করি ধ্যান।
তার আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮মঃ পঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" ছিল, কিন্তু শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের অনুমাতক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের চরিত্র বর্ণন করিয়া ঐ গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" রাখিয়াছিলেন। শ্রীসরকার ঠাকুর লোচন দাসকে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন দাসের অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত পাঠাইলে, শ্রীবৃন্দাবন, লোচনদাস কৃত গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' রাখিয়া, নিজ কৃত গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" আখ্যা প্রাদন করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন বাসী গোস্বামীগণ ও ঐ গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নামের পরিবর্ত্তে "শ্রীচৈতন্য ভাগবত আখ্য প্রদান করিয়াছিলেন। যথা,—

" বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ চৈতন্য মঙ্গল " ছিল।
বৃন্দাবনে গোস্বামীগণ চৈতন্য ভাগবত থুইল॥

(প্রেম বিলাস)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৫১৮ শকাব্দার কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে দেনুড় গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির সম্মুখে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে আত্ম শোধনের জন্য স্বরচিত দুইটী পদ যোজনা করিলাম। শ্রীবৈষ্ণবগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনাও শোধন করিবেন।

পদ।

জয় নারায়ণী সুত বৃন্দাবন দাস।
যাহা হৈতে নিতাই গৌরের মহিমা প্রকাশ॥
চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা।
যাহা বৈষ্ণব গণ মহা সুখী হৈলা॥
শ্রীল কবিরাজ গোঁসাঞি যাঁর গুণ গায়।
যাঁর গুণে বৈষ্ণবের চিত্ত দ্রব হয়॥
ধন্য গ্রন্থ বিরচিলা দাস বৃন্দাবন।
যাহা শুনি বৈষ্ণব হয় ম্লেচ্ছ যবন॥
বৃন্দাবন কৃত গ্রন্থ চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
শ্রীলোচন দাস হেতু "ভাগবত" আখ্যা হৈল॥
হেন গুণ নিধি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস।
এ ব্রজ মোহন দাসে কর নিজ দাস॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শোচক।

ও মোরে করুণাবান্, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন,
বেদ ব্যাস বলি যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্য-নিতাইর গুণ, যে করিলা বর্ণন,
শুনি জুড়ায় বৈষ্ণব পরাণী॥
কৈলা শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল,
সেরা পদে রতি উপজায়।
নাস্তিক প্যাষণ্ডীগণ, কিবা ম্লেচ্ছ যবন,
যে শুনে তার চিত্ত দ্রব হয়॥
ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, যে করিলা বর্ণন,
চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ নামে।

পরবর্ত্তী সময়েতে, নাম হৈল ভাগবতে,
লোচন দাস ঠাকুরের প্রেমে ॥
দাস বৃন্দাবনের গুণ, করিলেন বর্ণন,
আপনে শ্রীকবিরাজ গোঁসাঞি।
এ দাস ব্রজমোহনে, মন্দমতি অভাজনে,
তোমার করুণা ভিক্ষা চাঞি ॥

অনুসন্ধান ক্রমে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে প্রাচীন পদ যাহা পাওয়া গেল তাহা উদ্ধৃত হইল যথা,—

পদ ধানশী।

ধন্য ধন্য বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্য মঙ্গলে যার কবিত্ব প্রকাশ ॥
মহাপ্রভু লীলা রসামৃত।
যার গুণে জগতে বিদিত ॥
বাল্য পৌগণ্ড আদি লীলা।
যা শুনি দরবয়ে শিলা ॥
অবৈষ্ণবে বৈষ্ণব করয়।
নাস্তিক পাষণ্ডী নাহি রয় ॥
কি মধুর সে লীলা কাহিনী।
মো অধম কি কহিতে জানি ॥
এমন মধুর ইতিহাস।
আছে আর কোথা পরকাশ ॥
যার রসময় পদাবলী ॥
শুনিলে পাষাণ যায় গলি ॥
দয়া কর বৃন্দাবন দাস।
পূরাও এ উদ্ধবের আশ ॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু।

জেলা বর্দ্ধমানের (বর্ত্তমানে ঐ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) চাকন্দী গ্রামে ১৪৪২ শকাব্দার বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্রের পুত্ররূপে শ্রীনিবাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তগণের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া ১৪৫৫ শকাব্দায় শ্রীনীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন না পাওয়াতে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইয়া শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর নিকট কয়েক বৎসর বাস করিয়া তদীয় আদেশানুসারে খড়দহ শান্তিপুর ভ্রমণ ও খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের নিকটে গমন করেন। শ্রীঅভিরাম শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ১৪৮৫ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে জননীর অনুমতি লইয়া শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী অপ্রকট হইয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ও অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া 'শ্রীআচার্য্য' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীনরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে মিলিত ও ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত হওয়াতে শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রচারার্থ ১৪৯৬ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে গ্রন্থপূর্ণ গাড়ী সঙ্গে শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রেরণ করেন। ধনলোভে দস্যুগণ ঐ গ্রন্থপূর্ণ গাড়ী অপহরণ করিয়া বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর নিকট অর্পণ করে। জন্মান্তরীয় সুকৃতির ফলে রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সঙ্গলাভ করেন এবং পূর্ব্ব দুঃস্বভাব বিস্মৃত হইয়া সপরিবারে শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক তদীয় মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে শ্রীগৌড় ও উৎকল দেশ শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রেমার্ণবে প্লাবিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস—নরোত্তম ও শ্যামানন্দের মহিমাগুণে হিন্দু-সমাজ ভিন্ন বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পর্য্যন্ত শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের আনুকূল্য বিধান করিতেছিলেন। কত সংখ্যক চোর দস্যু ও পার্ব্বত্য লোক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরম শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার কথা স্মৃতি-পথে উদয় হইলেও মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। বৃদ্ধবয়সে শ্রীআচার্য্য প্রভু প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন।

১৫৩২ শকাব্দায় কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে তিনি গোষ্ঠলীলা দর্শনার্থ ধীরসমীরে গমন করিলেন ও দেখিতে দেখিতে সর্ব্বজনসম্মুখে অন্তর্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ও ঐ সঙ্গে অপ্রকট হইয়াছিলেন। "শ্রীবৃন্দাবনে ধীরসমীরে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমাধি মন্দির রহিয়াছে।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু সম্বন্ধীয় পদ।

অনুক্ষণ গৌর, প্রেম-রসে গর গর,
ঢর ঢর লোচন-লোর।
গদ গদ ভাষ, হাস ক্ষণে রোয়ত,
আনন্দে মগন ঘন হরি বোল॥

পহুঁ মোর শ্রীনিবাস।

কবিরাজ রাম চন্দ্র পহুঁ বিহরত,
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ ধ্রু॥
ব্রজপুর-চরিত, সতত অনুমোদই,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতি রতন ধন, যাচত জনে জন,
পুন কি গৌর পরকাশ॥
ঐছে দয়াল, কবহু না হেরিয়ে,
ইহ ভুবন চতুর্দ্দশে।
দীন হীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল,
বঞ্চিত যদুনন্দন দাসে॥

আরে মোর আচার্য্য ঠাকুর।
দয়ার সাগর বড়, জগ ভর বিথারল,
রাধাকৃষ্ণ লীলা-রসপূর॥
গৌরাঙ্গচাঁদের হেন, নিরুপম গুণ গুণ,
দ্বিজরাজ গৌড় ভুবনে।

মল্ল ভূপতি আদি, হরিরসে উনমাদি,
ভেল যাঁর করুণা কিরণে ॥
যত্ন করিয়া অতি, রসলীলাগ্রন্থ ততি,
বৃন্দাবন ভূমি সত্ত্বে আনি।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা, দেশে দেশে প্রচারিলা,
আস্বাদন করিয়া আপনি ॥
এমন দয়াল পহুঁ, চক্ষু ভরি না দেখিনুঁ,
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস, করে মনে অভিলাষ,
কবে সে দেখিব পদ দুটি ॥

পদ। পাহিড়া।

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয়-হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময় ॥
শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুণ।
অসীম করুণাসিন্ধু পতিতপাবন ॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর ॥
গৌরাঙ্গ-লীলা যত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর গৌর বলি হয় অচেতন।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে ॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে ॥

পদ। কামোদ।

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।

দীন-হীন-তারণ, প্রেম রসায়ন,

ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু।

কাঞ্চন-বরণ, হরণ তনুসুললিত,

কৌশিক বসন বিরাজে।

প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে,

ঐছে বরণ তনুসাজে॥

নিজ নিজ ভকত, পারিষদসঙ্গ হি,

প্রকট সুচরণারবিন্দ।

নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,

রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥

যুগল ভজনগুণ, লীলারস আস্বাদন,

গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।

তুয়া বিনু অধমে, শরণ কো দেয়ব,

গোবিন্দ দাস অনাথে॥

পদ। কামোদ।

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পূরালে মনের আশ,

তুয়া বিনু গতি নাহি আর।

আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,

ঘুচাইলে রাজ অহঙ্কার॥

করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,

পিয়াইলা অমিয়ার ধার।

পিব পিব করে মন, সভ ভেল উচাটন,

এমতি তোমার ব্যবহার॥

রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরা-পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ,
বুঝাইলা যুগল পীরিত॥
যমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া ধাই,
রাইকানু বিলসই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া, ব্রজভূমে সদা ধেঁয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে—

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শোচক।

(বাটোয়ার প্রাচীন পদাবলী দৃষ্টে)

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবান্,
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ॥
চরিত্র কহিব কত, চৈতন্যের ভক্ত যত,
তা সভার কৃপার ভাজন।
পরম উদার চিত্ত, প্রেমভাবে সদা মত্ত,
চিন্তিত রহয়ে অনুক্ষণ॥
একদিন রাত্রিশেষে, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে,
প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা।
শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস-মুখ চাঞা॥
তুয়া প্রেমে বশ আনি, বিলম্ব না কর তুমি,
শীঘ্র করি যাও বৃন্দাবনে।
পরম আনন্দ হঞা, আশ্রয় করহ গিয়া,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে॥

মোর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে, শ্রীরূপ আর সনাতনে,
বর্ণিলেন গ্রন্থ রসসার।
শুনি তৃপ্ত কর্ণমন, সে সব অমূল্য ধন,
তোমাদ্বারে করিব প্রচার॥
ঐছে রহি কত ক্ষণ, হৈলা প্রভু অদর্শন,
শ্রীনিবাস কান্দিয়া উঠিলা।
দুই প্রভুর আজ্ঞা পাঞা, সর্ব্বত্র বিদায় হৈয়া,
বৃন্দাবনে গমন করিলা॥
বিচ্ছেদের দুঃখ যত, তাহা বা কহিব কত,
কত দিনে মথুরাতে গেলা।
শ্রীরূপাপ্রকটকথা, শুনিতে পাইয়া তথা,
ভূমে পড়ি মূর্চ্ছিত হইলা॥
পুন সে চেতন পাঞা, কান্দে ভুজ উঠাইয়া,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি প্রভুর লীলা,
কি লাগিয়া আছয়ে জীবন॥
করি এত বিলাপনে, পুন নিজ দেশ পানে,
চলিলেন কান্দিতে কান্দিতে।
ধৈরয নাহিক মনে, যার দুঃখ সেই জানে,
অন্য কেহ না পারে বুঝিতে॥
মহাদুঃখে রাত্রি গেল, শেষে কিছু নিদ্রা হৈল,
আইলেন রূপ সনাতন।
প্রেমে গরগর অতি, স্নেহে শ্রীনিবাস প্রতি,
কহে অতি মধুর বচন॥
প্রভুর করুণা তোরে, মহাসুখ দিলে মোরে,
আর দুঃখ না ভাবিহ মনে।
শীঘ্র যাও বৃন্দাবন, কর আত্ম-সমর্পণ,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে॥

এত বলি অদর্শন, হৈলা রূপ সনাতন,
সেই ক্ষণে আচার্য্য উঠিয়া।
গেলেন শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমধারা দুনয়নে,
যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া॥
গোবিন্দের শ্রীমন্দিরে, প্রবেশিলা প্রেমভরে,
রূপ দেখি অচৈতন্য হৈলা।
শ্রীজীব গোসাঞিও যত্নে, লইয়া আচার্য্য-রত্নে,
নিজ স্থানে আনিয়া রাখিলা॥
শ্রীগোপাল ভট্টের পাশে, লৈয়া গেলা শ্রীনিবাসে,
মহাসুখে দীক্ষা করাইলা।
আচার্য্যের গুরু-ভক্তি, বর্ণিতে নাহিক শক্তি,
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হৈলা॥
এত অনুরাগ যার, কি কব ভজন তার,
গৌর-প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ।
গৌর-প্রেমে সদা ভোরা, দুনয়নে প্রেমধারা,
কান্দে সদা স্থির নহে মন॥
প্রিয় নরোত্তম বিনে, সদা চিন্তি রহে মনে,
তিহোঁ আসি আচার্য্যে মিলিলা।
দোঁহার অদ্ভুত লেহ, প্রাণ এক ভিন্ন দেহ,
তাহে পাঞা আনন্দে ভাসিলা॥
গোস্বামীর গ্রন্থ যত, আস্বাদিয়া অবিরত,
অত্যন্ত লম্পট সংকীর্ত্তনে।
রাধাকৃষ্ণ-নামগানে, দিবানিশি নাহি জানে,
যাঁর নিষ্ঠা না যায় বর্ণনে॥
নরোত্তমে লঞা সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে,
গোবিন্দের আজ্ঞা-মালা পাঞা।
গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়-মণ্ডলে স্থির হঞা॥

আচার্য্য আপন গুণে, উদ্ধারিলা তাপীজনে,
জগ ভরি মহিমা প্রচার।
* নরহরি দীনহীনে, না জানি বঞ্চিত কেনে,
তোমা বিনে কে আছে আমার॥*

কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শোচক। (অন্যপ্রকার)

কামোদ।

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবান্,
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত,
বহিতে কি জানি গুণগণ।
অল্প বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুণ চিতে,
চিন্তে সদা চৈতন্য-চরণ॥
একদিন রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে,
নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লঞা।
শ্রীনিবাস পাশে আসি, স্বপ্নছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস মুখ চাঞা॥
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন,
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমা দ্বারে, এত কহি বারে বারে
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ॥
হেন কালে স্বপ্ন ভঙ্গ, ধরিতে নারয়ে অঙ্গ,
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।

---

* ইনি শ্রীভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাস-গ্রন্থ-রচয়িতা।

নীলাচল গৌড় দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে,
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥
কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অলপ দিনে
মথুরা নগরে প্রবেশিলা।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দোঁহার অদর্শন,
শুনি তথা মুর্চ্ছিত হইলা ॥
কাঁদয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমি লোটাইয়া,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা,
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন ॥
ঐছে খেদ যুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন,
স্বপ্ন ছলে আসি প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লঞা, নেত্র বারি নিবারিয়া
কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্ম সমর্পণ,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
ঐছে দেখা দিব দুইজনে ॥
এত কহি অদর্শন, হৈলা রূপ সনাতন,
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেম ধরা দুনয়নে,
বৃন্দাবন শোভা নিরখিয়া ॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে,
গোস্বামী গণেরে মিলাইলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে,
শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥
শ্রীজীব গোঁসাঞির যত, স্নেহ কে কহিবে কত,
করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষণ।

শ্রীনিবাস আনন্দমনে, প্রিয় নরোত্তম সনে,
কিছু দিনে হইলা মিলন ॥
নরোত্তমে লঞা সঙ্গে, ব্রজ ভ্রমিলেন রঙ্গে,
গোবিন্দের আজ্ঞা মালা পাঞা।
গোস্বামীর গ্রন্থ গণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড় মণ্ডলে স্থির হঞা ॥
গৌর-প্রেম-সুধা পানে, সদা মত্ত সংকীর্ত্তনে,
জগতে ঘোষয়ে যশ যার।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপন গুণে,
এমন দয়াল নাহি আর ॥

৮। পঠমঞ্জরী।

জয় জয় রাম চন্দ্র কবিরাজ।
সুললিত রীত, নানরত নিরবধি,
মগন আনন্দে মহোদধি মাঝ ॥ ধ্রু ॥
শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, বর্য্য যুগ চরণ,
কঞ্জ রঞ্জ ভজন বিভোর।
তছু গুণ চরিত, অমৃত নিত পান,
সুপ্রেম অতুল তুলনা নহু থোর ॥
রসময় শ্রীমৎ ভাগবতাদিকগ্রন্থ,
পঠন অনুভব নহু মর্ম্ম।
শ্রীলনরোত্তম সঙ্গ, সতত অতি প্রীতি,
বিদিত অদভুত সব কর্ম্ম ॥
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র কৃপানিধি,
ধীর মহীমন গৌর চরিত্র।
নির্ম্মল প্রেম, প্রচার চারু গুণ,
যাক কার্য্য করু ভুবন পবিত্র ॥

কর্ণপুর পরিপূর্ণ, প্রেম রস রসিক,
অনন্য হরিষ দিন রাতি।
সুঘড় নৃসিংহ, সিংহ সম বিক্রম,
ভাব প্রবল অবিরত বহু মাতি॥
শ্রীভগবান্ ভাব ভর ভূষিত,
চতুর শিরোমণি চরিত গভীর।
গুণ মণি গোকুল গৌর চন্দ্র গুণ,
কীর্ত্তনে অনুখন হোত অধীর॥
শ্রীবল্লভী কান্ত, করুণার্ণব ভক্তি,
প্রচারক অধিক উদার।
গোপীরমণ, নৃত্য গীত প্রিয়,
পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ আগার॥
দ্বিজ কুল উজ্জ্বল কাশী চক্রবর্ত্তী,
শ্রীশ্যাম দাস দয়াল কৃপাল।
কো সমুঝব তছু চরিত সুধাময়,
ত্রিভুবন বিদিত সুকীর্ত্তি বিশাল॥
রাম চরণ চিত চোর চতুর বর,
পণ্ডিত পরম কৃপালয় ধীর।
গৌর নিতাই নাম শুনইতে বহু,
ঝর ঝর নয়ন যুগলে বহ নীর॥
শ্রীমদ্দাস বিদিত বিদগধ অতি,
সঘনে জপ তহি সুমধুর হরি নাম।
রোয়ত খনে খনে কম্প পুলক তনু
লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম॥
শ্রীগোবিন্দ গৌর গুণ লম্পট
ভাসত প্রেম সমুদ্র মাঝার।
শ্রীশ্রীদাস রসিক জন জীবন,
দীন বন্ধু যশ বিশদ বিথার॥

গোকুল চক্রবর্ত্তী গুণ সাগর
কি কহব জগ ভরি মহিমা প্রকাশ।
শ্রীমদ্রূপ ঘটক ঘটনারূত
নিত্য চিত্ত মতি যুগল বিলাস॥
শ্রীরাধা বল্লভ মণ্ডল মহী
মণ্ডিত গুণ আনন্দ স্বরূপ।
পরিকর সহিত গৌর যদু সরবস
পরম উদার ভক্তি রস ভূপ॥
নৃপতি বীর হাম্বীর ধীরবর
করি দুঃখ দূর পূরহ অভিলাষ।
কাতর উর নর হরি সুপকার
চরণ নিকটে রাখহ করি দাস॥

দ্বিজ শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর।

নিমাইর বাল্যকালে যে তৈর্থিক বিপ্র অতিথি রূপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়া ছিলেন, শিশু নিমাই যাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনি শ্রীহট্টের "পঞ্চ খণ্ড" বাসী ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল "শ্রীসত্যভানু।" ইঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা "শ্রীবলরাম দাস।" ১৪১৭ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। উনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ এরূপ সরল ও ভাব উদ্দীপক ছিল যে, শ্রবণ মাত্র সর্ব্ব চিত্ত আকৃষ্ট ও দ্রবীভূত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী পদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা—

পদ। বড়ারী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ,
কে হত না পাইল হরি নাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥

কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়
সুখে যেন হরি নাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেম রসে, ভাসাইয়ে গৌড় দেশে,
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাস॥

বিরলে নিতাই পাএগা, হাতে ধরি বসাইয়া,
মধুর কথা কন ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হৈয়া, হরিনাম লওয়াও গিয়া,
যাও নিতাই সুরধনী তীরে॥
নাম প্রেম বিলাইতে, অদ্বৈতের হুঙ্কারেতে,
অবতীর্ণ হইনু ধরায়।
তারিতে কলির জীব, করিতে তাদের শিব,
তুমি মোর প্রধান সহায়॥
নীলা চল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া,
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভার, করিতে নাম প্রচার,
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হৈতে না হবে যাহা, তুমিত পারিবে তাহা,
প্রেম দাতা পরম দয়াল।

বলরাম কহে পঁহু, দোঁহার সমান তুহুঁ,
তার মোরে আমিত কাঙ্গাল ॥

— —

শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের বর্ণিত পদ দুইটীকে উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত শ্রীল-প্রেম দাস ঠাকুর মহাশয় আরো একটী পদ রচনা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের গৌড় গমন বৃত্তান্ত যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা ও উঠাইয়া দেওয়া গেল যথা,—

পদ। মঙ্গল।

চৈতন্য আদেশ পাঞা, নিতাই বিদায় হৈয়া,
আইলেন শ্রীগৌড় মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতুহলে ॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা ॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌর প্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ আঁখি,
প্রেমরত্ন জগতে বিলায় ॥
হরি নাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈলধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে,
প্রেম দাস বঞ্চিত হইল ॥

— —

শ্রীলবলরাম দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতি উৎপাদন করিয়া নদীয়া কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্ত্তী দোগাছিয়া গ্রামে বাস করেন। তথায় নিত্যানন্দ প্রভুর

পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর ৯০ বৎসরে ১৫০৭ শকাব্দার অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে দোগাছিয়া গ্রামে অপ্রকট হইয়াছিলেন। (তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন।)

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর।

জেলা বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড গ্রামে ১৪০৩ শকে শ্রীনরহরি বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীনরহরি শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস পূর্ব্বক ভক্তি প্রচার কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে আনুকূল্য বিধান করিতেন। সর্ব্ব সাধারণ নিকট তিনি, সরকার ঠাকুর, নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হেতু সরল ভাষায় শ্রীবৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে এই শ্রীসরকার ঠাকুর নানা প্রকার উপদেশ দানে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের নিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৫০৩ শকের অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিনি শ্রীখণ্ডে গৌর ও গোপীনাথ জীউর সম্মুখ হইতে হঠাৎ অদর্শন হইয়া ছিলেন।

অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে—

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শোচক।

পদ। ধানশী।

ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসয়ে রাত্রি দিনে,
নাম ধরে নরহরি দাস॥
শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগোরী,
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরি, পুরুষ আকৃতি ধরি,
পূর্ণকৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধুদানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে,
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগরে।

মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ,
বেদবিধি পড়িল ফাঁফরে ॥
যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ,
করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিরা শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়,
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥

———

গৌড়দেশে রাঢ় ভূমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে,
মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে,
ভক্তিতত্ত্ব জগতে সওয়ায় ॥
শুনি মধুমতী নাম, নিত্যানন্দ বলরাম,
সপার্ষদে দিলা দরশন।
দেখি অবধৌত চন্দ্র, হইলা পরমানন্দ,
নতি করি বন্দিল চরণ ॥
কহে নিত্যানন্দ রাম, শুনি মধুমতী নাম,
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি,
সেই জল ভাজনে ভরিয়া ॥
আনিয়া ধরিল আগে, মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে,
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে,
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥
মধুমতী মধুদান, সপার্ষদে করি পান,
উনমত্ত অবধৌত রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
এ উদ্ধব দাস রস গায় ॥

———

নরহরি সুচতুর কুলরাজ।
মাধব তনয়ক, নিয়ড়ে বিরাজত,
ভঙ্গী সুসদৃশ অদৃশ জগ মাঝ॥ ধ্রু॥
গৌর বদন বিধু, মধুর হাস যুত,
তহি যুগল নয়ন সপি বহু রঙ্গ।
নাসাতনু সৌরভে, সুকর্ণ বচনামৃত,
শ্রবণে চাহ নহু ভঙ্গ॥
পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন,
নিরখত হিয় মধি ভনিক উল্লাস।
প্রেমক গতি অতি, চিত্রন অনুভব,
মানি পূরব ব্রজ বিপিন বিলাস॥
ধৈরয ধরইতে, করত যতন কত,
রহত ন থিরজ অথির অবিরাম।
মৃদুতর দেহ, নেহ ভরে গর গর,
নিরুপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম॥

শ্রীশ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত।

পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্ব্বে একদা শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণে প্রেমে অধৈর্য্য চিত্ত হইয়া রোদন করিতে ছিলেন। শ্রোতাগণ কৃষ্ণ প্রেমের বিকার বুঝিতে না পারিয়া শ্রীবাসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে টানিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া ছিল। সন্মুখে এরূপ গর্হিত কার্য্য হইতেছে দেখিয়াও শ্রীদেবানন্দ এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ না করাতে ভক্ত ও ভক্তি উভয় স্থানে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাস॥

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ একবিংশ অধ্যায়)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ৺গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীনবদ্বীপে সম্বৎসর পরিমিত সময় যে সমস্ত আলৌকিক লীলা বিনোদ দ্বারা ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়াও শ্রীমহাপ্রভুতে পণ্ডিত দেবানন্দের বিশ্বাস স্থাপন না হওয়াতে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীসংকীর্ত্তন কার্য্যে যোগ দান করেন নাই। একদা শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় প্রিয় পরিকর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে বিশারদের জাঙ্গালে উপস্থিত হইলেন। এই সময় দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এরূপে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে, যথা,—

এক দিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারি দিকে যত আপ্ত ভাগবত গণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
দৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্ব ভূত হৃদয় জানয়ে সব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তি যোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মে ও না জানে॥

* * * * *

কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহা ক্রোধে কিছু তারে কহে গৌর চন্দ্র॥
অহে অহে দেবানন্দ বলিযে তোমারে।
তমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে॥

যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত॥
কোন অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া॥
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর॥
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজঘর।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১ অঃ)

অনন্তর শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করিলে পর, একদা শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে পণ্ডিত দেবানন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, "শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।"

এদিকে শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে থাকিয়া তদনন্তর যখন নদীয়া নগরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণ দিকে, হাটডাঙ্গা গ্রামের অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে ও বিদ্যা নগরের অনুমান ছয় মাইল অগ্নিকোণে প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ তীরসংলগ্ন কুলিয়ায় (সম্প্রতি সাত কুলিয়া নামে প্রসিদ্ধ) শ্রীমাধব দাস বিপ্র (নামান্তর ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) গৃহে সাত দিবস অবস্থিত ছিলেন, তথায় পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব অপরাধ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের উপদেশ লাভ করিয়া ছিলেন। এই ঘটনা ১৪৩৫ শকাব্দার পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে সংঘটিত হইয়া ছিল। * শ্রীমহাপ্রভু কুলিয়াতে সাত দিবস বাস করিয়া ছিলেন বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে এই স্থান "সাত কুলিয়া" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানের অপর নাম "কুলিয়া পাহাড়া" ছিল। শ্রীমাধব দাস বিপ্রের পুত্র শ্রীবংশীবদন এই স্থানে ১৪১৬ শকাব্দার চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। বাঘনা পাড়ার বর্ত্তমান গোস্বামী গণ শ্রীবংশীবদনের বংশধর বলিয়া পরিচিত। শ্রীবংশীবদন শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কাঁচড়া পাড়ার নিকট বর্ত্তী "কুলে" নামক স্থানে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাট নামে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চিরস্থির

রাখিতে হইলে, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণিত প্রমাণটী সর্ব্ব প্রথমে প্রমাণীকৃত করা উচিত যে, শ্রীভাগিরথী দ্বারা নদীয়া নগর কিম্বা "নদীয়া জেলার" কোন সীমা নিরূপিত আছে কি না।

"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়ঃ অধ্যায়)

এই কথা টি যদি বর্ণিত ও নিনিত না থাকিত, তাহা হইলে কুলিয়ার স্থিতি নির্ণয় সম্বন্ধেএত আলোচনা করিবার আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ যে কুলিয়াতে গলিত কুষ্ঠরোগী গোপাল চাপাল ও কুলবধূগণ প্রভৃতি সকলেই শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেই কুলিয়া যে নদীয়া নগরের সন্নিকটবর্ত্তী অথচ বিদ্যানগরের একতীরবর্ত্তী স্থান না হইয়া নবদ্বীপ হইতে ৩৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, এই কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কুলিয়া ও দেবানন্দ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উঠাইয়া পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল, যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র নীলাচল হইতে।
গৌড় দেশে আসিয়া হইলা উপনীতে॥
গৌড়ে আসিয়া শ্রীন প্রভু গৌররায়।
প্রথমে রাঘবের ঘরে পানিহাটী যায়॥
সেথা হৈতে কুমার হট্টে করিলা গমন।
শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহন॥
তথা হৈতে বাসুদেব শিবানন্দ ঘরে।
অবস্থিতি করি প্রভু গেলা শান্তিপুরে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা গমন॥
মাধব আচার্য্য গৃহে হৈলা উপস্থিতি।
সাত দিন তাঁর গৃহে করিলা বসতি॥
সাত দিন ভরি যত নবদ্বীপ বাসী।
গৌরাঙ্গে দেখয়ে আনন্দ সায়রেতে ভাসি॥

---

* প্রেম বিলাস গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ বিলাসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুলিয়া আগমনের ক্রম এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

নবদ্বীপ আদি সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আসিলেন ন্যাসীমণি॥
ক্ষনেকে আইল সব লোক খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
হেন মতে গঙ্গাপার হই সর্ব্ব জন।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
সবাসই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরি ধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির পরম ভাগ্য বশে॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হউক মতি॥
ভজ কৃষ্ণ জগৎকৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥
দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্র বদন।
হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন॥
নানা দিক থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর॥
বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিল ঊর্দ্ধ বদন করিয়া॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি কর্ণ মূলে কহিলা বচন॥
চৈতন্য গোসাঞিও গেলা কুলিয়া নগর।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥

সর্ব্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥
কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব দিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলাকুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরিধ্বনি।
বাহির না হয় গুপ্তে আছে ন্যাসী মণি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিহোঁ নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকিয়া আনিলা প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
দ্বিজবলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ মন॥
ভক্তির প্রভাব মুঞিও পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা খাইয়া॥
শুনি প্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচী-নন্দন॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥

গৃহ বাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ॥
সে সময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিল তে কারণে॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা॥
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগ্যবশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তান শুনিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
প্রভু ও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য তৃতীয় অঃ)

কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীদেবানন্দ নবদ্বীপ বাসী ভক্তগণের সঙ্গে কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, যথা,—

রাজ পণ্ডিত সনাতন আচার্য্য পুরন্দর।
শ্রীগর্ভ পণ্ডিত কাশীনাথ শুক্লাম্বর॥
নন্দন আচার্য্য দেবানন্দ আচার্য্য। ইত্যাদি।

বর্ণিত বচনগুলি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে (১) দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপবাসী ছিলেন। (২) কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপের সমীপে গঙ্গার পর পারে

ছিল। (৩) দেবানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে কোন সংস্রব ছিল না। (৪) শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীদেবানন্দ কুলিয়া গ্রামে শ্রীমহাপ্রভু নিকট আসিয়া ছিলেন। (৫) বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ ও কুলিয়া গঙ্গার এক তীরে ছিল। (৬) কুলিয়া ও বাচস্পতির গৃহ অধিক ব্যবধানে ছিল না। যদি বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া ৩৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপ বাসী সমাগত লোক সকলকে এক সঙ্গে করিয়া কুলিয়া গমনের চেষ্টা করিতেন না এবং ক্ষণমাত্রে পৌছিতে পারিতেন না। (৭) গঙ্গা বিদ্যানগরের নিকট দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। নতুবা শ্রীবাচস্পতি মহাশয় নৌকাসমুচ্চয় করিতেন না।

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বচন যথা,—

"কুলিয়া গ্রামে কৈলা দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রেব ক্ষমাইলা অপরাধ॥
মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দরশন॥
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধীগণে প্রকারে তারিলা॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমহাপ্রভুর সাত দিবসের বিশ্রাম স্থান বলিয়া, এই স্থান শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ দ্বারা "সাত কুলিয়া" নামে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন যে,—

"গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
পথ ক্রমে উত্তরিলা নগরকুলিয়া॥
প্রভু আগমন শুনি নবদ্বীপ লোক।
পুনঃ নেউটিয়া পাসরিল দুঃখ শোক॥
হাহা গৌরচন্দ্র বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবতী ধায় তারা পাছু নাহি চায়॥
বিহ্বল চেতনে শচী ধায় উর্দ্ধ মুখে।
আলুইল কেশ বস্ত্র নাহি রয় বুকে॥

প্রভুরে দেখিয়া বলে শুনরে নিমাঞি।
ঘরে আইস বাপু সন্ন্যাসে কাজ নাই॥
মায়ের বচনে প্রভু আস্ত ব্যস্ত হৈয়া।
মায়েরে জিনিতে নারি উত্তরয়ে দয়া॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বার কোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে প্রণমিয়া প্রভু প্রভাতে চলিল॥"

(চৈঃ মঃ)

কুলিয়া সম্বন্ধে শ্রীভক্তি রত্নাকরের প্রমাণ, যথা,—

"গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ সীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুম দ্বীপ মধ্যদ্বীপ এ চতুষ্টয়॥
কোল, ঋতু জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

(ভঃ রঃ ধাঃ তঃ)

অতএব কোলদ্বীপ বা কুলিয়া, গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ একটী দ্বীপ বিশেষ। এই স্থান হাটডাঙ্গা গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ ভাগে গঙ্গার পর পারবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ। উহা পাহাড় পুর নামেও বিখ্যাত ছিল। যথা,—

"হাট ডাঙ্গা হৈতে ঈশান লইয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া পাহাড় পুর গ্রামেতে প্রবেশে॥
পূর্ব্বে কোল দ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার॥
পর্ব্বত প্রমাণ কোল বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য হৈল॥"

(ভঃ রঃ)

অতএব যে কারণে কুলিয়া "পার্ব্বতাখ্যা" প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ও প্রমাণ পাওয়া গেল। এই স্থানে শ্রীবংশীবদনের জন্ম উপলক্ষে প্রেম দাস বিরচিত পদের এক অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান।"

আবার বংশীবিকাশ নামক বাঘনাপাড়ার গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,—

"নবদ্বীপ সন্নিধানে সজ্জন সেবিত।
কুলিয়া নামেতে গ্রাম সদা সুশোভিত॥
তথায় মাধব নামে ছিল দ্বিজবর।
ছকড়ি বলিয়া তাঁরে জানে সব নর॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যাঁহাকে "শ্রীমাধব দাস" নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকেই শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী "মাধব দাস বিপ্রস্য বাট্যাং" বলিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার এই "সাতকুলিয়া" গ্রামে যে শ্রীবংশীবদন জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা বাঘনা পাড়ার চৌত্রিশ জন গোস্বামীর নাম স্বাক্ষরিত পত্রী দ্বারা ও (নবদ্বীপ দর্পণগ্রন্থে) প্রমাণীত হইয়াছে। অতএব পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ যে এই "সাত কুলিয়া" গ্রামে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত এই কুলিয়াতে অপরাধ বিমুক্ত হওয়ায়, এই স্থানই প্রকৃত পক্ষে অপরাধ ভঞ্জনের পাট"। এই স্থানেই শ্রীদেবানন্দ পৌষ কৃষ্ণা একাদশীতে ১৪৬৫ শকে তিরোধান হইয়া ছিলেন।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি এই দুই ভ্রাতা শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র ছিলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও বিশারদ মহাশয় পরস্পর সহাধ্যায়ী

ছিলেন। শ্রীমহেশ্বর বিশারদ মহাশয় নবদ্বীপবাসী (অর্থাৎ ষোল ক্রোশি নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত "বিদ্যানগর" নামক প্রসিদ্ধ স্থান বাসী) ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে শ্রীসার্ব্বভৌম নিকট উপস্থিত হইলে, শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ও সার্ব্বভৌমে যে আলাপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃতে এরূপ বর্ণিত আছে। যথা,—

"গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাই কাহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা।"

(চৈঃ চঃ মঃ ষষ্ঠ পঃ)

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম যে বিদ্যানগর বাসী ছিলেন, সে সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, (শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধর বলিতেছেন,) "গৌর কহে শুন গুরু বেদ পঞ্চানন। বিদ্যানগর হইতে আইনু তোমার সদন॥ সুদর্শন স্থানে ষড়্‌দর্শন পড়ি দুই বর্ষে। তবে গেলাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে॥ তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়ি দ্বিবৎসরে। এবে তুয়া পাশে আইলাম বেদ পড়িবারে॥" (অঃ প্রঃ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্বাদশ অধ্যায়।

———

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী। *

শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "অনুপম" নামান্তর শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীজীব ১৪২৮ শকাব্দায় রামকেলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীজীব বাল্য কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি সঙ্গে লইয়া খেলা করিতেন। তাঁহার এই সমস্ত অপূর্ব্ব চেষ্টা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিমুগ্ধ চিত্ত হইতেন। যাঁহার পিতা ও জ্যেঠা পরম ভাগবত, তাঁহাদের গৃহে যে শ্রীজীবের ন্যায় বৈষ্ণব রত্ন জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ান্বীত হইবার কোন কারণ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পর, যখন শ্রীরূপ, অনুপম ও সনাতন বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ১৪৩৬ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া ছিলেন সেই সময় শ্রীজীবের বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র ছিল। শ্রীজীবের যদিও কোন রূপ সাংসারিক অভাব ছিলনা, তথাপি তিনি সমস্ত সময়ে বিশেষ চিন্তিত থাকিয়া বিষয় কার্য্যে একে বারে উদাসীন হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ে বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীজীব বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট গমন করেন। শ্রীনিত্যানন্দের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক শ্রীরূপসনাতনের কৃপা লাভ করিয়া ভক্তি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীবের গুণে শ্রীবৃন্দাবন বাসী গোস্বামীগণ অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইয়া ছিলেন। মহানুভব শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা গুণে সুপণ্ডিত হইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীগৌড় মণ্ডল ও উৎকল দেশ, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা কার্য্যে শ্রীজীব গোস্বামীর অসাধারণ শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার মহিমা গুণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চিরগৌরবান্বিত হইয়াছেন। সর্ব্ব গুণখনি শ্রীজীবের বিমল চরিত্র অল্প কথায় বর্ণিত হইবার নহে। তিনি ১৫২৯ শকাব্দার পৌষী শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরজীউর সম্মুখে অপ্রকট হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির রহিয়াছে।

---

* প্রেম বিলাস গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ বিলাসে শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত আছে, যে,—

"বল্লভের পুত্রের নাম শ্রীজীব গোসাঞি।
যাঁহার সমান পণ্ডিত কোন দেশে নাই॥

তাঁর অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভুবন মোহিনী।
যাঁর কৃত দর্শন সন্দর্ভ সর্ব্বসম্বাদিনী॥
সন্দর্ভের পরিশেষ সর্ব্বসম্বাদিনী,
অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিখ্যাত অবনী॥
সর্ব্ব দর্শনের বিচার সন্দর্ভে করিলা।
অদ্বৈত বাদ বিচারাদি সর্ব্বসম্বাদিনীতে বর্ণিলা॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হৈলা শাস্ত্র কর্ত্তা।
মাতারে জিজ্ঞাসে পিতৃব্যের বারতা॥
মাতা বোলে বাবা তোমার জ্যেঠা দুই জন।
বৈরাগী হইয়া ব্রজে করয়ে ভজন॥
ভাগবত ব্যাখ্যাটীকা ভক্তি গ্রন্থের রচন।
সর্ব্বদা করয়ে নাম কৃষ্ণ আরাধন॥
কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা দেয় করে আচরণ।
যে দেখে সে হয় কৃষ্ণ ভক্তিতে মগন॥
এমন বৈরাগ্য দোঁহার কহনে না যায়।
যে দেখে সে পড়ে গিয়া তোমার জ্যেঠার পায়॥
ডোর কৌপীন পরি বহির্ব্বাসে আচ্ছাদন।
ভিক্ষা করি করে উদরান্নের সংস্থান॥
ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস কি রূপেতে পরে।
কৈছে ভিক্ষা করি অন্ন সংগ্রহ বা করে॥
মাতা বলে মস্তক মুণ্ডিয়া শিখা রাখে।
ডোর কৌপীন পরি তাহা বহির্ব্বাসে ঢাকে॥
করঙ্গ হাতে নিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বলি বনে বনে ফিরে॥
মাতৃ বাক্য শুনি জীব তাহাই করিল।
ভিক্ষা করি বোলে মা এই রূপ কিনা বোল?
মাতা বালে বাপ তোমার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়।
এই রূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করয়॥

মাতা বোলে বাপ তোমার দেখি এই বেশ।
আমার মনেতে কষ্ট হয় সবিশেষ॥
জীব বোলে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিবে।
তোমার কৃপাতে মোর সর্ব্ব দুঃখ যাবে॥
বেশ জানাইয়া মোর কৈলা উপকার।
তোমা হৈতে সভ কুল হইল উদ্ধার॥
এত বোলি জীব বৃন্দাবনে চলি গেল।
শ্রীরূপের স্থানে গিয়া দীক্ষিত হইল॥
বৃন্দাবনে সদা জীব করয়ে ভজন।
করিলেন ষট্ সন্দর্ভ গোস্বামী দর্শন॥
পহিলা এক দিগ্বিজয়ী আইলা বৃন্দাবন।
তাঁহার নাম হয় রূপ নারায়ণ॥
বিচারে শ্রীজীব স্থানে পরাজিত হৈল।
শ্রীচৈতন্য মতে পরে দীক্ষা মন্ত্র নিল॥
কিছু দিন পরে আর এক প্রবল পণ্ডিত।
বৃন্দাবনে আসিয়া হইল উপস্থিত॥
রূপ সনাতন হৈতে জয় পত্র নিল।
শ্রীজীব গোস্বামীর মনে ক্রোধোদয় হৈল॥
বিচারে সেই পণ্ডিতের পরাজয় করি।
সমুদয় জয় পত্র আনিলেন কাড়ি॥
বিষণ্ণ হইয়া পণ্ডিত রূপ স্থানে আইল।
জয় পত্র দিয়া রূপ সন্তুষ্ট করিল॥
শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি।
অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ় মতি॥
ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হৈল তোমার।
তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর॥
গুরু বর্জ্জ্য হঞা জীব সুবিষণ্ণ মনে।
প্রবেশ করিলা যাঞা নির্জ্জন কাননে॥

তথি সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা।
গুরু রূপ সনাতনের নাম না লিখিলা॥
অতি দুঃখী আছে জীব কৃষ হৈল কায়।
দৈবে সনাতন দেখি নিকটেতে যায়॥
সনাতনে দেখি জীব প্রণাম করিলা।
সান্ত্বনা করি জীবে সনাতন আশ্বাসিলা॥
সনাতন গিয়া রূপে কহে এক কথা।
জীবের কর্ত্তব্য মোরে বলহ সর্ব্বথা॥
রূপ বলে গোসাঞি তুমি সভ জান।
জীবে দয়া নামে রুচি ইহা তুমি মান॥
সনাতন বোলে দয়া কেনবা না হয়।
হাসি রূপ গোসাঞি বোলে তুমি দয়াময়॥
রূপ গোসাঞি বোলে যবে তোমার দয়া হৈল।
অপরাধ নাঞি আমি তারে কৃপা কৈল॥
এত বলি শ্রীজীবে আনিয়া ততক্ষণ।
তার মাথে দোঁহে ধরিলা শ্রীচরণ॥
কৃপা পাইয়া জীব ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ।
রচনা করিল মনের আনন্দে একান্ত॥*

(প্রেঃ বিঃ ২৩ বিঃ)

শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধীয় পদ।

যথা।

পদ। সুহই।

অনুপ তনয়, সদয় হৃদয়, শ্রীজীব গোঁসাঞি পহুঁ।
বিতর প্রসাদ, কর আশীর্ব্বাদ, তব পদে মতি রহু॥
ভক্তি গ্রন্থ সুধা, বিতরিয়া ক্ষুধা, জগতের কৈলা দূর।
তব সমজ্ঞানী, না জানি না শুনি, পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর॥

আবাল্য বৈরাগী, ভক্তি অনুরাগী, ভাসি ভগবৎ প্রেমে।
লইয়া খেলিতা, লইয়া শুইতা, নিজে গড়ি বলরামে॥
তুলসীর মালে, সাজাইতা গলে, পরিতা তিলক ভালে।
রাধা কৃষ্ণ নাম, জপি অবিরাম, ভাসিতা নয়ান জলে॥
দেখি তব দৈন্য, নিতাই চৈতন্য, স্বপনে দিলেন দেখা।
সেই হৈতে গৌর, প্রেমে হৈয়া ভোর, ছাড়িলা সংসার একা॥
প্রেম কল্পতরু, অবধূতে গুরু, করিয়া তাঁর আদেশে।
কৈলা ব্রজে বাস, এ উদ্ধব দাস, আছে তুয়া পদ আশে॥

পদ। বেলোয়ার।

রূপ সনাতন সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাঞি।
কত ভক্তি গ্রন্থ লেখে লেখাজোখা নাই॥
মনের বাসনা আত্ম শুদ্ধির কারণ।
কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব বর্ণন॥
গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণ পদ চিহ্ন।
শ্রীমাধব মহোৎসব, রাধা পদ চিহ্ন॥
শ্রীগোপালচম্পূ আর রসামৃত শেষ।
কৃপাম্বুধি স্তব সপ্ত * সন্দর্ভ বিশেষ॥
সূত্র মালা, ধাতু সংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চন।
সঙ্কল্প কল্প বৃক্ষ, হরি নাম ব্যাকরণ॥
নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কব নাম।
খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম॥

---

* ষট্‌সন্দর্ভ ভিন্ন—শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকা।

পৌষ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে—

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর শোচক।

(বড়ারী)

শ্রীজীব গোসাঞি মোর, প্রেম রত্ন সাগর,
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুঞিও ত পামর জনে, বড় সাধ করি মনে,
তুয়া গুণ গাইবার তরে॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, অনুপম সুমধ্যম,
রাম পদে দৃঢ় যাঁর মতি।
তাঁহার তনয় জীব, সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
প্রকাশিল শ্রীরূপ সঙ্গতি॥
বৈরাগ্য জন্মিল মনে, রাজ্য ছাড়ি সেই ক্ষণে,
চলিলা শ্রীনবদ্বীপ পুরী।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
পড়িল চরণ যুগে ধরি॥
মস্তকে চরণ দিয়া, দুই বাহু পশারিয়া,
উঠাইয়া করিলেন কোলে।
প্রেমে গদ গদ হঞা, দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া,
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে॥
প্রভুনিত্যানন্দ নাম, জগতের পরিত্রাণ,
সব জীবে আনন্দ করিলা।
মো হেন পতিত জনে, কৃপা কৈলা নিজ গুণে,
ব্রহ্মার দুর্লভ পদ দিলা॥
মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন ব্রজ ভূমে,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাঞা, আনন্দ হইল হিয়া,
ব্রজপুরে করিলা গমন॥

কৃষ্ণ নাম সদা মুখে, নেত্র জল বহে বুকে,
এই রূপে পথে চলি যায়।
প্রভু রূপ সনাতন, কবে পাব দরশন,
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়॥
কভু ভোজন জলপান, কভু চানা চর্ব্বণ,
কত দিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি,
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা॥
যমুনাতে কৈল স্নান, করি কিছু জল পান,
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে, দেখি রূপ সনাতনে,
প্রভু সব পূরাইল আশ॥
শ্রীগোপাল চম্পূ নাম, গ্রন্থ কৈল অনুপাম,
ব্রজনিত্যলীলা-রসপুর।
ষট্ সন্দর্ভ আদি করি, যাহাতে সিদ্ধান্ত ভরি,
পড়ি শুনি ভক্ত হৈলা স্থির॥
উজ্জ্বল প্রেমের তনু, রসে নিরমিলা জনু,
ভাব-অলঙ্কার সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত, ধৈরয না ধরে চিত,
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ॥
যুগল ভজন সার, বিলাসই সদা যাঁর,
বৃন্দাবন বিহার সদাই।
গোলোক সম্পুট করি, তাহাতে সে প্রেম ধরি,
সম্বরণ করিল গোঁসাঞি॥
মুঞি অতি মূঢ় মতি, তোমা বিনু নাহি গতি,
শ্রীজীব জীবন প্রাণ ধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি, দুর্লভ জনম ধরি,
পাইয়াছি শ্রীজীবচরণ॥

শ্রীজীব করুণা সিন্ধু, স্পর্শি তার এক বিন্দু,
প্রেম রত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘু নাথ দাস, * তুয়া অনুগত আশ,
রাখ মোরে পদছায়া দিয়া॥

---

১ শ্রীশ্রীবাস_পণ্ডিতের শোচক।

সপ্তদ্বীপ দীপ্তকরি, শোভে নবদ্বীপ পুরী,
যাহে বিশ্বম্ভর দেব রাজ।
তাহে তাঁর ভক্ত যত, তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত,
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন যাঁর কাজ॥

জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।

যাঁর কৃপা লেশমাত্র, হয় গৌর প্রেম পাত্র,
অনুপাম সকল চরিত॥
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে, অন্য কিছু নাহি জানে,
চারি ভাই দাস দাসী লয়ে।
সতত কীর্ত্তন রঙ্গে, গৌর গৌরভক্ত সঙ্গে,
অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হয়ে॥
যাঁর ভার্য্যা শ্রীমালিনী, পতিব্রতা শিরোমণি,
যাঁরে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র সম স্নেহ করে,
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী॥
কভু বা ঈশ্বর জ্ঞানে, নতি করে শ্রীচরণে,
কভু কোলে করয়ে লালন।

---

* এই রঘুনাথ দাস শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যানুশিষ্য কোন পদকর্ত্তা জানিতে হইবে। ১ শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোধান তিথি জ্ঞাত নাই। কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রভুর নৃত্য ভঙ্গলাগি, মৃত পুত্র শোক ত্যাগী,
শুনি প্রভু করয়ে রোদন ॥
ভ্রাতৃ সুতা নারায়ণী, বৈষ্ণব মণ্ডলে ধ্বনি,
যাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস।
বর্ণিয়া চৈতন্য লীলা, ত্রিভুবন উদ্ধারিলা,
প্রেম দাস করে যার আশ ॥

---

*শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শোচক।

(কল্যাণী)

আরে মোর কুল মণি, কেবল প্রেমের খনি,
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর।
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর, কহে হেন সাধ্য কার,
জীবে যাঁর করুণা প্রচুর।
বুঝিতে না পারে কেহ, অত্যন্ত উদার যেহ,
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপা পাত্র ॥
দুঃখ সব যার ক্ষয়, ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়,
যাঁর নাম স্মরণেই মাত্র ॥
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, কমল-ভ্রমর-মন,
কৃষ্ণ প্রেম-বিহ্বল সদায়।
দেবাসুর আদি যত, যাঁর নৃত্যে বিমোহিত,
তা † বশ বুঝন না যায় ॥
পুলক হুঙ্কার লম্ফ, স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প
মুর্চ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর।
সংকীর্ত্তন মাঝে মত্ত, যে করে অদ্ভুত নৃত্য
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর ॥
প্রভু যাঁর নৃত্য কালে, ভুজ তুলি হরি বলে,
চতুর্দ্দিকে বুলয়ে ধাইয়া।

---

* ইঁহার তিরোধান তিথি জ্ঞাত নাই। কেহ দয়া করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিবেন

পুনঃ প্রভু গৌর হরি, বক্রেশ্বর পানে হেরি,
গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥
বক্রেশ্বর যত ক্ষণ, নৃত্য করে ততক্ষণ,
বেত্র হস্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র।
করিয়া যতেক প্রীতি, লোকে করে এক ভীতি,
উপজয়ে সবার আনন্দ ॥
বক্রেশ্বর স্থির হৈলে, প্রভু ধরি রাখে কোলে,
তাহার অঙ্গের ধূলা লৈয়া।
সে ধূলা আপন অঙ্গে, লেপন করয়ে রঙ্গে,
নেত্র জলে অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥
প্রভু সমাধিয়া অতি, কহে বক্রেশ্বর প্রতি,
মুখ্য এক পাখা তুমি মোর।
যদি আর পাখা পাঁউ, আকাশে উড়িয়া যাঁউ,
ঐছে কত কহে নাহি ওর ॥
হেন বক্রেশ্বর যাকে, করুণা করয়ে তাঁকে,
চৈতন্য চরণধন মিলে।
কি কব মহিমা তাঁর, মো হেন পাপী দুরাচার,
কত দীন হীন উদ্ধারিলে ॥
নরহরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন,
কৃপা কর মোহেন পামরে ॥
বৃথা জন্ম গোঙাইনু, ভক্তি মর্ম্ম না বুঝিনু,
মজিলাম এ ভব সংসারে ॥

---

* শ্রীশ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শোচক।

(কল্যাণী)

আরে মোর গোপাল গুরু, ভকতি কলপ তরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার।

---

* ইহার তিরোধান তিথি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যাঁকে, গোপাল বলিয়া ডাকে,
দেখি শিশু চরিত্র উদার ॥
গৌরাঙ্গের সেবা রসে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ ॥
গোপাল শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল একরীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি।
কহে সবে আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে,
ডাকিবা "গোপাল গুরু" বলি ॥
গোপালে করুণা দেখি, সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপম, শ্রীগোপাল গুরু নাম,
প্রভু দত্ত জগতে ব্যাপিল ॥
গোপালের গুরু ভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজগীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষে কলেবর ॥
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কেবা না জগতে যশ ঘোষে।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ কর্ম্মদোষে ॥

---

* শ্রীশ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী সম্বন্ধীয়।

(কামোদ)

জয় সেন পরমানন্দ, কর্ণপুর কবি চন্দ্র,
প্রভু যাঁরে কহে পুরিদাস।

* ইঁহার তিরোধান তিথি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিবেন।

শিবানন্দ ঔরসেতে, জন্মিলা কাচনা পাড়াতে,
সপ্তবর্ষে কবিত্ব বিকাশ ॥
মহাপ্রভু দয়া কৈলা, পদাঙ্গুষ্ঠ মুখে দিলা,
সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা।
সাত বৎসরের শিশু, আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু,
সেই শক্তিপ্রভাবে ফলিলা ॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, স্তবাবলী গ্রন্থচয়,
রচিলেন কবি কর্ণপুর।
যা শুনি ভক্তি উদয়, নাস্তিকতা দূর হয়,
অবৈষ্ণব ভাব হয় দূর ॥
কর্ণপুরের গুণ যত, এক মুখে কব কত,
চৈতন্যের বরপুত্র সেই।
উদ্ধবেরে দয়া করি, জ্ঞান চক্ষু দান করি,
কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ ॥

---

* শ্রীশ্রীহরিরাম আচার্য্য সম্বন্ধীয়।

(পূরবী)

জয় জয় হরি, রাম আচার্য্য বর্য্য, আশ্চর্য্য চরিত চিত হারী।
গুণ গণ বিশদ, বিপদ মর্দ্দন মধুর মুরতি, মুদ বর্দ্ধন কারী ॥
পঁহু পদ বিমুখ, অসুর দুর্জ্জয় জয়,কারক কীর্ত্তি জগত প্রচার।
পরম সুধীর, ধীর ধৃতি হারক, করুণাময় মতি অতিহুঁ উদার ॥
অনুখন গৌর,-প্রেমভরে উনমত, মত্ত করীন্দ্র নিন্দি গতি জোর।
সংকীর্ত্তন রস,-সম্পূট পটু বৈষ্ণব, সেবা সুখ কো কহুত্তর ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক, গ্রন্থ কথন, অনুপম বরষত অমৃত ধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্জীবন, ভনব কি নরহরি মহিমা অপার ॥

---

* ইঁহার তিরোধান তিথি কেহ কৃপা করিয়া জানাইবেন।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য সম্বন্ধীয়।

পদ। গৌরী।

জয় জয় রাম কৃষ্ণ, আচার্য্য সুধীর,
মহাশয় সুখদ উদার।
ভাবাবেশে নিরন্তর, কীর্ত্তন লম্পট,
অতিশয় সুখড় প্রচার॥
সুখ ময় রসিক, জন মন রঞ্জন,
তাপ পুঞ্জ তম-ভঞ্জন কারী।
দ্বিজ কুল মণ্ডল, গুণ গণ মণ্ডিত,
বড় দুর্ম্মুখ-মদ হারি॥
শ্রীমন্মোহন রায়, শ্রীবিগ্রহ সেবা,
সতত নিযুক্ত প্রধান।
অদ্ভুত আরতি, উলসিত দিবা নিশি,
গৌরচন্দ্র চরিতামৃত পান॥
পরম দয়াল, নরোত্তম পদযুগ,
যাঁহার সর্ব্বস্ব না জানত অন্য।
কো সমুঝব উহরীত, রুচির যশ গায়ত,
নরহরি মানত ধন্য॥

---

*শ্রীশ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধীয়।

পদ। মঙ্গল।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, বন্দিত কবি সমাজ,
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাহার দ্বারে, আনন্দেতে সদা ফিরে,
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥
ব্রজের মধুর লীলা, যা শুনি দরবে শিলা,
গাইলেন কবি বিদ্যা পতি।

---

* ইঁহার তিরোধান তিথি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করবেন।

* ইহার তিরোধান তিথিটী জানিতে বাসনা করি।

তাহা হৈতে নহে ন্যূন, গোবিন্দের কবিত্ব গুণ,
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু, রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ,
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ ক্রমে, শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে,
সে সকল করিল পুরণ ॥
এমন সুন্দর তাহা, আচার্য্য প্রভু শুনি যাহা,
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে, "কবিরাজ" শ্রীগোবিন্দে,
উপধিটী করিলা প্রদানে ॥
গোবিন্দের কবিত্ব শক্তি, সাধন ভজন ভক্তি,
অতুল এ ধরণী মণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি, কবি কুলে যেন রবি,
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে ॥

---

*শ্রীশ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধীয়।

পদ। গৌরী।

জয় জয় শ্রী,গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, অতিধীর গভীর।
ধৈরজ হরণ, বরণ বর মাধুরী, নিরুপম মৃদুতর শরীর ॥
অবিরত সংকীর্ত্তন, রসসম্পুট, লসিত নৃত্যরত প্রেম বিভোর।
শ্রীল নরোত্তম, চরণ সরোরুহ, ভজন পরায়ণ ভুবন উজোর ॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র, চরিতামৃত পানে, মগন মন সতত উদার।
শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যজ্জীবন ধন প্রাণ আধার ॥
পরম দয়াল, দীন জন বান্ধব, প্রাণ প্রতাপ তাপ তম হারী ॥
বরনি না শকতি, কি রীতি অদ্ভুত, বিদিত দাস নরহরি সুখকারী ॥

শ্রীশ্রীদ্বিজ হরি দাস ঠাকুর।

উনি ১৫০৩ শকাব্দার ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন। অতএব ঐ তিথি উপলক্ষে ,—

*ইহার তিরোভাব তিথিটী জানিতে বাসনা করি।

মাঘী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে—

দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধীয় পদ।

(শ্রীরাগ)

গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় পরিকর,
দ্বিজ হরি দাস নাম।
কীর্ত্তন বিলাসী প্রেম সুখ রাশি,
যুগল রসের ধাম ॥
তাঁহার নন্দন, প্রভু দুই জন,
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ।
প্রেমের মুরতি, যুগল পিরীতি,
আরতি রসের কন্দ ॥
গোরা গুণময়, সদয় হৃদয়,
প্রেম ময় শ্রীনিবাস।
আচার্য্য ঠাকুর, খেয়াতি যাহার,
দোঁহে রহে তাঁর পাশ।
পিতৃ অনুমতি জানিয়া এ দুহুঁ,
হইলা তাঁহার শাখা।
শাখা গণনাতে প্রভুর সহিতে,
অভেদ করিয়া লেখা ॥

———

গৌরাঙ্গ চাঁদের, প্রিয় অনুচর,
জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর,
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥
জয় জয় মোর, শ্রীদাস ঠাকুর,
জয় শ্রীগোকুলানন্দ।
করুণা করিয়া লেহ উদ্ধারিয়া,
অধম পতিত মন্দ ॥

ইহা সবাকার, বংশ পরিবার,
যতেক ঠাকুর গণ।
সবার চরণে রতি মতি মাগে
বৈষ্ণব দাসের মন॥

শ্রীশ্রীরামানন্দ রায়।

ফাল্গুনী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ১৪৫৬ শকাব্দায় অপ্রকট হইয়া ছিলেন।

(পদ। কামোদ)

বিদ্যানগরাধিপ, অপার সম্পদ শালী,
রাম রায় পুরুষ প্রধান।
গৃহে পাঞা শ্রীগৌরাঙ্গ, আপনার মনোভৃঙ্গ,
তাঁর পদে করিলেন দান॥
ধন্য ধন্য রায় রামানন্দ।
যাহার পাইয়া সঙ্গ, প্রভু মোর শ্রীগৌরাঙ্গ,
ভুঞ্জিলেন অসীম আনন্দ॥ ধ্রু॥
দোঁহে প্রশ্নোত্তর ছলে, সাধ্য বস্তু নির্ণয় কৈলে,
জানি জীব সাধন সন্ধান।
যাঁহার রসের পদ, যেন ফুল্ল কোকনদ,
রসিক জনের সে পরাণ॥
রামানন্দ পদ রঙ্গ, শিরে ধরি সদা ভঙ্গ,
ভজনের সারাৎসার ধন।
কানু দাস মতি হীন, মধুর রসেতে দীন,
রাম রায় দেও শ্রীচরণ॥



শ্রীরাগ।

জয় জয় গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় রাম।
বিষয়ে বিষয়ী বড়, ভক্তিতে ভকত দৃঢ়,
মধুর রসেতে রসধাম॥ ধ্রু॥

কি কব রামের গুণ, যাঁরে পভি পুনঃ পুনঃ,
মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
করিলা সঙ্কেতে যাঁর, সাধ্য বস্তুর বিচার,
যাহাতে মোহিত জগজ্জন।
রসে ভাসি রাম রায়, রঙ্গের সঙ্গীত গায়,
বিরচিল রস পদ বহু।
যাহার রসের কথা, যাহার রসের গাথা,
শুনি মুখ চাপি ধরেপহু ॥
"না হাম রমণী" "না সো রমণ" মণি,
ন দূতি "মধ্যত পাঁচ বাণ"।
এমন নিগূঢ় ভাব, আনে কি হোয়ব লাভ,
রসিকের হরে মনঃ প্রাণ ॥
দেব কন্যা সঙ্গে লৈয়া, নিত্য ভাবে মত্ত হৈয়া,
যে করিল মধুর সাধন।
কহে দীন কানু দাস, বড় মনে অভিলাষ,
ভজি সদা রামের চরণ ॥

---

*শ্রীশ্রীবংশীবদন সম্বন্ধীয়।

পদ। কামোদ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সম, গোপীকার মনোরম,
মুরলী আছিল যেই ব্রজে।
শ্রীচৈতন্য অবতারে, ছকড়ি চটের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় মাঝে ॥
ভুবনেতে অনুপাম, শ্রীবংশীবদন নাম,
প্রকাশিলা হৈয়া দ্বিজ মণি।
কত দিন বিহারিলা করিলা বিবিধ লীলা,
অন্তর্ধান হইলা আপনি ॥

---

* ইঁহার তিরোধান তিথি আমার বিদিত নাই। কেহ দয়া করিয়া জ্ঞাপন করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

তাঁহার নন্দন, চৈতন্য নিতাই,
চৈতন্য নন্দন ঘরে আসি।
পুনরপি জনমিলা, দ্বিজে ভক্তি দেখাইলা,
রাম চন্দ্র নাম পরকাশি ॥
দয়ার ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর,
তুমা বিনু আর নাহি গতি।
প্রেম দাস অভাগারে, কৃপা কর এই বারে,
তিলেক রহুক তোর খ্যাতি ॥

নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্টোনাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমনী কুলেতে যার,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভ ক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান ॥
দশ মাস দশ দিনে, রাকা চন্দ্র লগ্নমীনে,]
চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময়।
গৌরাঙ্গ চাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥
উলু ধ্বনি শঙ্খরব, করেন রমনী সব,
গোরা চাঁদ আনন্দে নাচয়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন,
নানা মতে বাজনা বাজয় ॥
শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়, সরলা বংশী উদয়,
গৌরাঙ্গের ডাকেতে হইল।
বংশীর জনম গান, প্রেম দাস অগেয়ান,
ভক্ত মুখে শুনিয়া গাইল ॥

---

* শ্রীশ্রীজ্ঞান দাস সম্বন্ধীয় পদ।

(কামোদ)

শ্রীবীর ভূমেতে ধাম, কাঁদড়া মাদঁড়া গ্রাম,
তথায় জন্মিলা জ্ঞান দাস।
অকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্য কাল হৈতে,
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে, জ্ঞান দাস কবি নামে,
পূর্ণিমায় হয় মহা মেলা।
তিন দিন মহোৎসব, আসেন মহান্ত সব,
হয় তাঁহাদের লীলা খেলা॥
"মদন মঙ্গল" নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
আর এক উপাধি "মনোহর"।
খেতুরীর মহোৎসবে, জ্ঞান দাস গেলা যবে,
বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবি কুলে যেন রবি, চণ্ডী দাস তুল্য কবি,
জ্ঞান দাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধা সার, যেন অমৃতের ধার,
নর হরি দাস ইহা ভনে॥

পদ। ধানশী।

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞান দাস ১।
এ গৌড় মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ॥
সুধামাখা যার পদা বলী।
শ্রবণে প্রবেশ মাত্র মন যায় গলি॥
কবিত্ব সরসী মাঝে যার।
রসিক মরাল সদা দেয়ত সাঁতার॥
গইলা ব্রজের গূঢ় রস।

---

* জ্ঞান দাস ঠাকুরের তিরোধান তিথি কেহ দয়া করিয়া জানাইবেন।

১ কবি জ্ঞান দাসের অপর নাম শ্রীমনোহর দাস ছিল

দরবে মানস যার পাইয়া পরশ ॥
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য ।
অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পূণ্য ॥
কোমল চরণ পদ্মে তার ।
করে রাধা বল্লভ প্রণতি বারে বার ॥

দাস মনোহর কৃত পদ

(টোরি)

জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বর ।
জয় শান্তিপুর নগর সুধাকর ॥
জয় বসু জাহ্নবী দেবী হৃদয় হর ।
জয় জয় সীতমোদ কলেবর ॥
বীর তাত জয় জীব প্রিয়ঙ্কর ।
জয় জয় অচ্যুত জনক মহেশ্বর ॥
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর ।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥

সপরিকর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব সম্বন্ধীয় ।

পদ । শ্রীরাগ ।

প্রভু মোর গৌর চন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ,
প্রভু মোর সীতানাথ আর ।
পণ্ডিত গোসাঞিও, শ্রীবাস রামাই,
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥
মুরারি মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ,
দামোদর বক্রেশ্বর ।
সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ,
সদাশিব পুরন্দর ॥
আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খান,
ছোট বড় হরিদাস ।

বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত,
জগদীশ তার পাশ ॥
আচার্য্য রতন, গুপ্ত নারায়ণ,
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ।
শ্রীধর বিজয়, শ্রীমান্ সঞ্জয়,
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥
পণ্ডিত গরুড়, শ্রীচন্দ্র শেখর,
হলায়ুধ গোপীনাথ ।
গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষ,
সুধানিধি আদি সাথ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর, দাস গদাধর,
উদ্ধারণ অভিরাম ।
রামাই মহেশ, ধনঞ্জয় দাস,
বৃন্দাবন অনুপাম ॥
ঠাকুর মুকুন্দ, শ্রীরঘুনন্দন,
চিরঞ্জীব সুলোচন ।
বৈদ্য বিষ্ণু দাস, দ্বিজ হরি দাস,
গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
গোবিন্দ শঙ্কর, আর কাশীশ্বর,
রামাই নন্দাই সাথ ।
রায় ভবানন্দ সুত রামানন্দ
গোপীনাথ বানীনাথ ॥
নীলাচল বাসী, সার্ব্বভৌম কাশী,
মিশ্র জনার্দ্দন আর ॥
শ্রীশিখি মহাতি, রুদ্র গজ পতি,
ক্ষেত্র সেবা অধিকার ॥
গোসাঞি স্বরূপ, সনাতন রূপ,
ভট্টযুগ রঘুনাথ ॥

শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোসাঞি রাঘব,
লোক নাথ আদি সাথ ॥
যতেক মহান্ত, কে করিবে অন্ত,
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গৌরা চাঁদ হেন, সবে কৃপাঘন,
প্রেম ভক্তি করে দান ॥
ইহা সবাকার, যত পরিবার,
সন্তান আছয়ে যার।
গৌরাঙ্গ ভকত, আর যত যত,
সবে কর অঙ্গীকার ॥
অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া,
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া, গুণ সোঙরিয়া,
কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস ॥

জয় জয় শ্রী, শ্রীনিবাস নরোত্তম,
রাম চন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীগতি, গোবিন্দ রসময়,
জয় ভচু ভকত সমাজ ॥
জয় কবিরাজ রাজ, রস সায়র,
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে,
প্রেমমূরতি পরকাশ ॥
যাকর গীতে, সুধারস বরিখয়ে,
কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গন্ধ্ব, খর্ব্বসব হোয়ত,
ঐছেন রসময় গীত ॥

জয় জয় যুগল, পিরীতি ময় শ্রীযুত,
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর-গুণার্ণবে, ডুবত অহর্নিশি,
জনু মন্দার গিরীন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীযুত, ব্যাস কৃপাময়,
শ্যাম দাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ, মোর রাম চরণ,
শরণাগতে করু আপনার॥
জয় জয় রাম কৃষ্ণ, কুমুদানন্দ,
দ্বিজ-কুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ ঘটক, ষড়্‌রস ময়,
মণ্ডল ঠাকুর ভাল॥
জয় জয় নৃপবর, মল্ল বংশধর,
শ্রীবীর হাম্বীর নাম।
জয় জয় কবিরাজ, শ্রীকর্ণপুর,
গোকুল শ্রীভগবান॥
জয় জয় গোপীরমণ, রসায়ণ,
উজ্জ্বল মূরতি নিতানন্দ।
জয় জয় শ্রীনর, সিংহ কৃপাময়,
জয় জয় বল্লভী কান্ত॥
জয় জয় শ্রী, বল্লভ পরমাদ্ভুত,
প্রেম মূরতি পরকাশ।
প্রভু সুতা চরণ, সরোরুহ মধুকর,
জয় যদুনন্দন দাস॥
কবি নৃপ বংশজ, ভুবন বিদিত যশ,
ঘন শ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুজন, নিরুপম গুণ গণ,
গৌর প্রেমময় ধাম॥

ইহ সব প্রভুগণ, চরণ যাক ধন,
তাক চরণে করি আশ।
অতিহু অসত মতি, পামর দুরগতি,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুর।

জেলা বর্দ্ধমানের কোগ্রামে বৈদ্য জাতীয় কমলা কর দাসের ঔরসে ও সদানন্দী দেবীর গর্ভে ১৪৪৫ শকাব্দায় শ্রীলোচন দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অতি প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ঠাকুর লোচনের রচিত অনেক ধামালী পদ আছে। তিনি ঠাকুর শ্রীনরহরির আদেশ ক্রমে "শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চার পর্য্যায় অনুসারে বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লোচন দাসের রচিত,—

"অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
বন্দো নিত্যানন্দ রাম রোহিণীকা সুত।"

প্রভৃতি পদাবলী দেখিয়া, তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ১৫১০ শকাব্দার উত্তরায়ণ সংক্রান্তি তিথিতে কোগ্রামে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

পৌষ সংক্রান্তিতে—

শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুর সম্বন্ধীয়।

পদ।

বর্দ্ধমানের কোগ্রামে, চৌদ্দসপঁয়তাল্লিশ শকে,
বৈদ্য বংশে কমলাকর দাস।
সদানন্দী পত্নি নামে, গর্ভ হৈতে শুভ ক্ষণে,
জনমিলা শ্রীলোচন দাস ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ গ্রাম, শুনিয়া আকুল প্রাণ,
ধ্যায় সদা তাঁর প্রিয়গণ।
যথা সময়েতে ভিক্ষো, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি,
আশ্রিলা শ্রীনরহরিচরণ ॥

তাঁর উপদেশ গুণে, নানা পদ বিরচনে,
পরম আনন্দে কাল যায়।
"শ্রীচৈতন্য মঙ্গল" নামে, বিরচিলা গ্রন্থ রঙ্গে,
শুনি সবে মহা সুখ পায়॥
গ্রন্থের যে স্থানে স্থানে, পদাবলীশ্রবণে,
প্রশংসিলা বৃন্দাবন দাস।
তাঁহার চরিত্র গুণ, করি দিগদরশন,
বিরচিল ব্রজ মোহন দাস॥

শ্রীশ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল গমন সময়ে পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহার সঙ্গেই গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে—

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ রূপ।
লোকে খ্যাত যিনি সত্য ভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥
দুই জনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১২ শঃ পঃ)

জগদানন্দ মিলিতে যায় যেযে ভক্ত ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেম পাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যাঁরে মিলে সে মানে পাইল চৈতন্য॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২ শঃ পঃ)

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ১৪৫৫ শকাব্দার পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় শ্রীনীলাচলে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ১৫৮৬ শকাব্দায় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলে শ্রীবিশ্বনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ আরো দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীরাম ভদ্র ও মধ্যমের নাম শ্রীরঘুনাথ ছিল।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর গুরু পরম্পরার পরিচয় (বহরম পুরে প্রকাশিত) শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয় প্রসঙ্গে এরূপে বর্ণিত আছে যথা,—

"প্রভু প্রিয় পার্ষদ গোস্বামী লোক নাথ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম প্রেম ময়।
তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
শ্রীরাম চরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর।
তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।"

শ্রীবিশ্বনাথ সৈদাবাদ নিবাসী রাম চরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ বহুকাল গুরু গৃহে বাসকরিয়া শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত হইয়া ছিলেন। অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধা কুণ্ড তীরে বাস করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। যথা,—

"করিলেন বাস রাধা কুণ্ড সমীপেতে।
রচিলেন বহুগ্রন্থ ব্যাপিল জগতে॥
কৈল ভাগবতের টিপ্পনী মনোহর।
শ্রীগীতার টিপ্পনী নাহিক যার পর॥
শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূর টীকাতে।
প্রকাশিলা যে চাতুর্য্য বুঝে সে পণ্ডিতে॥
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল।
গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসি টীকা কৈল॥
শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের টীকাতে।
করিলা ব্যাখান বহু দুষ্টের নিমিত্তে॥

শ্রীজীবের বাক্য দুরাশয় না বুঝয়।
তত্ত্ব বাক্য আনি সব লীলাতে স্থাপয়॥
শ্রীরূপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী।
তাঁহার কৃপায় স্ফূর্ত্তি হয় যে আপনি॥
হেন শ্রীজীবের বাক্য বুঝে কোন জন।
শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব বাক্যে ভিন্ন নন॥
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল।
শ্রীরাধিকাগণ সহ বহু কৃপা কৈল॥
শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতাদিক কাব্য গণে।
বর্ণিল যে সব মহানন্দ আস্বাদনে॥
বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্য রসায়ণ।
স্বপ্নচ্ছলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ॥" (নঃ বিঃ)

এইরূপে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ড তটে থাকিয়া বহু সংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

অনন্তর কোন ব্রহ্মচারীর সেবিত "শ্রীগোকুলানন্দ' নামে ঠাকুরের আদেশ স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে রাধাবিনোদ জীউর মন্দিরে সেবা স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই ঐ স্থান "শ্রীগোকুলানন্দ" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা যেরূপে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্ত দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দের মন্দিরে আনীত হয়েন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যথা,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু গোবর্দ্ধন শিলা।
যত্নে রঘুনাথ দাস গোস্বামীরে দিলা॥
দাস গোস্বামীর অপ্রকটে যত্ন মতে।
কৃষ্ণ দাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে॥
কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকট হৈলে।
শ্রীমুকুন্দ সেবা কৈলা ভাব প্রেম জলে॥
কথো দিন শ্রীমুকুন্দ দাস সেবা করি।
যাঁরে সমর্পিলা তাহা কহিয়ে বিস্তারি॥

লোক নাথ প্রিয় শ্রীঠাকুর নরোত্তম।
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী গঙ্গা নারায়ণ॥
গঙ্গা নারায়ণের দুহিতা বিষ্ণু প্রিয়া।
শ্রীগোবিন্দ সেবা রসে সদা হর্ষ হিয়া॥
তাঁর কন্যা কৃষ্ণ প্রিয়া ভক্তি মূর্ত্তিমতী।
রাধা কুণ্ড বাসী ঠাকুরাণী যাঁর খ্যাতি॥
গৌড় হৈতে ব্রজে গিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমিল।
নিয়ম করিয়া রাধা কুণ্ডে বাস কৈল॥
শ্রীমুকুন্দ দাস দেখি তার সুচরিত।
নিরন্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত॥
মুকুন্দ দাসের অতি প্রাচীন সময়।
ভোজনে অরুচি হইল উদরাময়।
কৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্য দিল।
হইল ভোজনে রুচি রোগ শান্ত হৈল॥
মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে।
মাতার সমান স্নেহ করিলে আমারে॥
কৃষ্ণে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি।
গোবর্দ্ধন শিলা সেবার যোগ্য হও তুমি॥
এত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তাঁরে দিলা।
অল্প দিনে শ্রীমুকুন্দ অপ্রকট হৈলা॥
গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করে ঠাকুরাণী।
যৈছে তাঁর প্রীতি তাহা কহিতে না জানি॥
শিলায় সাক্ষাৎ দেখে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যে দিন যে রঙ্গ তাহা না যায় বর্ণন॥
শ্রীঠাকুরাণীর ক্রিয়া কহা নাহি যায়।
নিরন্তর হরি নাম যাঁহার জিহ্বায়॥
যৈছে তার ব্রজবাসী বৈষ্ণবেতে প্রীত।
যৈছে সর্ব্ব জীবের চিন্তয়ে সদা হিত॥

যৈছে গণ সহ কৃষ্ণ চৈতন্যেতে রতি।
তৈছে তাঁর মন গোবর্দ্ধন শিলা প্রতি॥
হেন কুণ্ড বাসী ঠাকুরাণী বিশ্বনাথে।
মধ্যে মধ্যে শিলা সেবা করান সাক্ষাতে॥
গোবর্দ্ধন শিলা শোভা কহন না হয়।
অদ্যাপি গোকুলানন্দ পাশে বিলসয়॥
শ্রীঠাকুরাণীর স্নেহ পাত্র চক্রবর্ত্তী।
কহিতে কি জানি তাঁর নিরুপম কীর্ত্তি॥
শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরি বল্লভ।
গীতের আভোগে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞসব॥
বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বৃন্দাবনে।
সদা ভক্তি রসে মগ্ন লৈয়া শিষ্যগণে॥*

(নঃ বিঃ গ্রন্থকর্ত্তা পরিচয়)

এইরূপে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভক্তিরসে নিমগ্ন থাকিয়া বৃদ্ধবয়সে অনুমান নব্বই বৎসর বয়সের সময় ১৬৭৬ শকাব্দার মাঘী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে (শ্রীবসন্ত পঞ্চমী তিথিতে) বৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন। পাথুরিয়া ঘাটায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধি স্থান রহিয়াছে।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে—

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শোচক।

(বরাড়ী)

শ্রীবিশ্বনাথ মোর, চক্রবর্ত্তী মহাশয়,
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুদ্রিত পামর জনে, বড় সাধ করিমনে,
তুয়া গুণ গাইবার তরে॥
অলপ বয়স তায়, কোন সুখ নাহি তায়,
গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে।

গুরু গৃহে কিছু দিন, গ্রন্থ করি অধ্যয়ন,
গমন করিলা ব্রজপুরে ॥
থাকি রাধা কুণ্ডতীরে, ভক্তি গ্রন্থ বিচারিয়ে
নানা গ্রন্থ করিলা বর্ণন।
যাহা করি আস্বাদন, সুখেতে বৈষ্ণবগণ,
ভক্তি রসে হৈলা নিমগন ॥
ভাগবত টীকা শুনে, চিত্তদ্রব সেই ক্ষণে,
উঠে মনে ভাবের তরঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে ডুবে সবে,
ভাব দেখি শীতল হয় অঙ্গ ॥
গোস্বামীর অভিমত, লীলা গ্রন্থ কৈলা যত
তাতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত নাম।
রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণ, সেবনের ক্রম দরশন,
করাইলা হৈয়া কৃপাবান ॥
যার প্রতি হই আনন্দ, শ্রীসশ্রীগোকুলানন্দ,
নিজ গুণে সেবা অঙ্গীকারে।
হেন গুণ নিধি যেই, চক্রবর্ত্তী মহাশয়,
তাঁর পূজা কেবা নাহি করে ॥
চক্রবর্ত্তী বিরচিত, আছয়ে অনেক পদ,
ভনিতায় “হরি বল্লভ” নাম।
দাস ব্রজমোহন দীনে উদ্ধার আপন গুণে,
তব পদে লইনু শরণ ॥

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত গুলি শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত্র রত্নাবলী গ্রন্থ ও গৌরপদতরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন মহাজনগণের রচিত পদাবলী গুলি সংগ্রহ দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরগণ-সংক্ষিপ্ত চরিত রত্নাবলী নামে এই গ্রন্থ আত্ম শোধনের জন্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২ সালে এবং ১৮৩৯ শকাব্দার বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শুভ জন্ম তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকিয়া লিপি বদ্ধ হইল। এই গ্রন্থ দ্বারা যদি বৈষ্ণবগণের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীবৈষ্ণব চরণাশ্রিত—

শ্রীব্রজমোহন দাস।

প্রাচীন-মায়াপুর,—নবদ্বীপধাম।